শেষের দাবী

শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

প্রকাশক—
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চৈত্র, তেরশ' একচল্লিশ

—দেড়টাকা—

প্রিণ্টার—

শ্রীগোবিন্দ প্রেস
১।১ ভীমঘোষ বাইলেন হইতে
শ্রীশরৎকুমার হোড় কর্ত্তৃক
এক হইতে ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

পুরাণ প্রেস
২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী
কর্ত্তৃক অবশিষ্টাংশ।

তোমাকে-

শ্রীনিত্য—

রাণাঘাট।

(চৈত্র, ১৩৪১)

ভোরের গগনে
অরুণ উঠিতে
কমল মেলেছে আঁখি
নবীন আষাঢ়
যেমন এসেছে
চাতক উঠেছে ডাকি !

—রবীন্দ্রনাথ—

খুব ছোট্ট একটা ফুট্‌ ফুটে মেয়ে কোলে করিয়া মীরা স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"দেখ্‌ছ মীলা কেমন হাস্‌তে শিখেছে ?"

অসীম তখন টবে বসান গোলাপ গাছের ডালটা একটা কাঠির সহিত বাঁধিয়া দিতেছিল, মুখ না তুলিয়া বলিল—"বাঃ, বেশ তো ! সত্যি ফোক্‌লা মুখে হাস্‌লে বেশ দেখায় ।"

মীরা একটু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল—না দেখেই মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—বাঃ বেশ তো ! কেন, মেয়ে কি আমার এত ফেল্‌না ? তারপর মেয়ের মুখটা নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল—চল্‌, আমরা এখান থেকে চলে যাই। আর কখন ওঁর বাগানে আস্‌ব না। তোর বাবার সঙ্গে আড়ি দিস্—বুঝ্‌লি ! সাধ্‌লেও ভাব করিস্‌নে। কেন, আমাদের কি একটা মান নেই—কি বলিস্ ? বলিয়া দালানের দিকে মুখ ফিরাইল।

অসীম খপ করিয়া মীরার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল—চলে যাচ্ছ যে আমার বিনানুমতিতে ? তুমি নিজেই বলেছ আমার বাগানে আর আস্‌বে না। তাহ'লে এ তোমার বাগান নয়। একথা এখন আর অস্বীকার কর্‌তে পার্ব্বে না। বিনানুমতিতে অপরের বাগানে প্রবেশ কর্‌লে কি দোষ হয় জানো ?

জানি, অনধিকার প্রবেশ করা হয়—এই ত ? কিন্তু সে সব বাগানের ঢুক্‌বার পথে "প্রবেশ নিষেধ" বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে।

তা বটে, বেশ যা হ'ক্‌ একটা আইনের ফাঁকি বার করেছ। কিন্তু লেখা থাকুক আর নাই থাকুক, না বলে ক'য়ে পরের বাগানে ঢুক্‌লেই অনধিকার প্রবেশ করা হয়। আইনে তাকে বলে "ট্রেস্‌পাস চার্জ্জ"।

আরি তার সাজাও বড় কর্ম নয়, কাজেই সাজা না নিয়ে যাবে কি করে? এখন অপরাধীর মত চুপটি করে ইজি চেয়ারটার উপর বস। মেয়েকে আমার কোলে দাও—এরও সাজা নেবার ক্ষমতা আছে কিনা পরীক্ষা করবো। তারপর মা ও মেয়ে উভয়কে একে একে সাজা দেবো। বলিয়া অসীম মীরার কোল হইতে মীলাকে লইল ও মীলার আধ ফোটা ফুলের পাঁপড়ির মত ঠোঁট দুটী নিজ ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ধরিল।

মীলা হাসিয়া তাহার বাবার মুখখানি লালাতে ভরিয়া দিল। অসীম বলিল—আখ্ মীলা, তোর মার এখন সাজা হবে, তুই ওখানে শুয়ে আখ্। আর তোর মার কাছে যাবিনে—আমার কাছে থাকবি। তোর মা ভাবে, তুই ওর পেট থেকে হোয়েছিস—ওরই মেয়ে—আমার কেউ নস্। তোর মা জানে না পেটে ধরলেই শুধু তার হলো না—বাপেরও তাতে দাবী আছে।” তারপর মীরার দিকে চাহিয়া বলিল—এখানে এসে দাঁড়াও মীরা—চুপটী করে। মনে রেখ, আমি এখন বিচারক—বলিয়া অসীম মীলাকে ইজি চেয়ারটির উপর শোয়াইয়া দিল। তারপর মীরাকে হাত ধরিয়া তুলিল ও খুব তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিল। পরে বলিল—এখন তোমায় খালি বাঁধা হচ্ছে—আসামী কিনা তাই—এইবার বিচার হবে—বলিয়া স্ত্রীর মুখখানি চুম্বনে চুম্বনে ছাইয়া দিল।

মীরা হাসিতে হাসিতে বলিল—ওকি হচ্ছে? আমার যে প্রাণ যায় বিচারের দায়—ঢের হয়েছে থামো। কি যে করো—ঝিটা যে দেখ্‌তে পাবে—।

অসীম গম্ভীর ভাবে বলিল—বিচারক আসামীর মতে স্নায় দেয় না।

মীরা হাসিতে হাসিতে বলিল—মুখ যে সিঁদুরে ভরে গ্যাছে—বেশ হয়েছে, কেমন জব্দ !

অসীম তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিতে গিয়া সমস্ত মুখখানা সিন্দুর মাখা হইয়া এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। মীরা হাসিতে লাগিল। পুনরায় অসীম যেমন মীরাকে ধরিতে গেল, সে হাসিতে হাসিতে অপর দিকে সরিয়া গেল। কিন্তু অসীমের হাতটি মীরার যত্নে বাঁধা খোঁপায় লাগিয়া গেল। মীরা বলিল—বেশ লোক ত, তুমি আমার চুল খুলে দিলে।

অসীম বলিল—চুপ করে দাঁড়াও, আমি ঠিক্ করে দিচ্ছি, তোমার চেয়ে ভাল হ'বে। —আমার জন্য—আমাকে দেখাবার জন্যই ত চুল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঁধ, কিন্তু আমার মনের মত হয় হয় কিনা জান না। থাক্, আমি আমার মনের মত ঠিক করে নিই। বলিয়া অসীম যেমন খোঁপাটা ঘুরাইয়া বসাইতে যাইবে, অমনি তাহার হাত লাগিয়া সাম্নের সিঁথীর চুল গুলি এদিক ওদিক হইয়া গেল। মীরা সাম্নের চুল গুলি ফাঁপাইয়া বাঁধিয়াছিল। অসীম বলিল—দেখ্ছ, এ চুল গুলো উঁচু হয়ে আছে, ভাল করে বসেনি—বলিয়া সেইগুলি হাত দিয়া চাপিয়া দিল।

মীরা তাড়াতাড়ি মাথাটা সরাইয়া লইয়া অনুযোগপূর্ণ স্বরে বলিল —"আমার সব চুল খারাপ করে দিলে !" আমি এত যত্ন করে বাঁধলুম —সব ছাই পাঁশ করে দিলে।

অসীম মহা মুস্কিলে পড়িল, বলিল—তুমি ত বেশ লোক দেখ্ছি !

চুল গুলি উঁচু হয়েছিল, পেতে দিলুম—আর হ'ল কিনা হল ছাই পাঁশ কি যে—

মুখের কথা শেষ হইতে না দিয়া মীরা বলিল—"ওগুলো বুঝি উচু চুল—কি বুদ্ধিই তোমার! কত কষ্ট করে ওরকম ফাঁপিয়ে বাঁধ্‌তে হয়। আবার বলা হচ্ছে তোমার চেয়ে ভাল পারি। পরে কৃত্রিম গম্ভীর হইয়া বলিল—"আমার অপরাধের শাস্তি তুমি দিয়েছ—আমি নিয়েছি। এইবার তোমায় শাস্তি নিতে হবে—আমার কাছে—আমার চুল খারাপ করার দরুণ। শুন্‌ছো! যেমন অপরাধী শোনে! আজকে সাড়ে ন'টার "শো"তে "ক্রাউনে" নিয়ে যেতে হবে—প্রস্তুত হও। বলিয়া মীরা স্বামীর দিকে কটাক্ষ পাত করিল।

অসীম বলিল—"যো হুকুম।

২

অসীম বড় লোকের ছেলে—ব্যাঙ্কে পিতার যে গচ্ছিত টাকা ছিল, তাহার সুদে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। অসীম খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিত। বিভিন্ন ক্লাবের এ্যামেচার থিয়েটার হইতে প্রায় তাহার ডাক আসিত, কিন্তু মীরা তাহা আদৌ পছন্দ করিত না। কখন কখন নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে মত দিতে হইত, আবার কখন কখন সে অসীমকে এমন বাধা দিত যে সে আদেশ অমান্য করিবার সাহস তাহার হইত না।

দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। সেবার বন্যায় বাঙ্গালার অনেক স্থান ভাসিয়া গিয়াছিল। দলে দলে ছেলেরা সব রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। দেশের দুর্দ্দিনে ছেলেরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে? তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া পড়িল। অসীমদের পাড়া

হইতে একটী দল এই কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়িল। তাহারা সকলেই অসীমকে বলিল—"তোমায় ভাই বাঁশী বাজাতে হ'বে, এতে তোমারও দায়িত্ব আছে আমাদের মত !" অসীম মীরাকে বলিল। মীরার তেমন ভাল লাগিল না—উত্তরে বলিল—"কেন, বাঁশী না হলে কি আর গান হয় না ? ওসব দরকার নেই।" অসীম অনেক কাকুতি মিনতি করিল—শেষে মীরা স্বামীর ইচ্ছাতেই সায় দিল।

প্রথম দিন দুই বেশ গেল। তৃতীয় দিন তাহারা অখ্যাত পল্লীতে যাওয়া স্থির করিল। সেখানে ভদ্রপল্লীর অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা উঠিতে পারে। এদিকে যাহা হউক না কেন, দান ধ্যানের দিকে তাহারা নাকি একেবারে মুক্ত হস্ত !

সকালেই অসীম মীরাকে বলিল। মীরা সাফ বলিয়া দিল, "না—তোমায় আর বাঁশী বাজাতে হবে না। অসীম বুঝাইয়া দিল যে সমাজে থাকিতে গেলে সকলের মতের সঙ্গে একমত হইয়া চলিতে হয়, তাহা না হইলে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। পূর্ব্বে দুইদিন সে গিয়াছে, আজ সে যদি না যায়, তাহা হইলে তাহারা ত চটিয়া যাইবেই ও তাহাকে অপদস্থ হইতে হইবে।

মীরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল—"বেশ যাও, কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে ফিরো।"

অনেক রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন তাহারা চিৎপুর ষ্ট্রীটে পৌছিল, তখন বেলা পাঁচটা। অনেকেই উপরের বারান্দা হইতে দরজার গোড়ায় আসিয়া যাহার যাহা সাধ্য দিতে লাগিল। অসীম গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাইয়া চলিয়াছে—বিরাম নাই, ভ্রূক্ষেপও নাই। একটী

ত্রিতল বাড়ী হইতে একটী যুবতী একেবারে রাস্তায় নামিয়া, আঁচল হইতে সোনার গহনা, টাকা, পয়সা, ভিক্ষার ঝুলিতে ঢালিয়া দিল। তারপর বলিল—"আপনাদের উপর থেকে চেঁচিয়ে বল্লাম দাঁড়ান, আপনারা এতদূর চলে এলেন। তাড়াতাড়ি করে তেতালার সিঁড়ি ভেঙে আস্তে হাঁপিয়ে গেছি। বাবা, সিঁড়ি ত নয় যেন—মনুমেণ্ট।" সকলেই দেখিল ২১।২২ বৎসরের একটী যুবতী—পরণে একখানি নীল সাড়ী ও গায়ে সেই রঙের একটী ব্লাউজ। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—আপনার দেখ্ছি বড় কষ্ট হয়েছে। কি করবো? আপনার কথা শুন্তে পেলে কখনো আমরা চলে আস্তাম না। মৃদুস্বরে একজন বলিল—মেয়েটীর প্রাণ আছে। এত দান এক সঙ্গে কেউ করেনি—তার উপর কষ্ট করে এত দূর ছুটে এসে।

অবিনাশ বলিয়া উঠিল—"দরদী না হলে ব্যথা বুঝ্বে কে? তবু ভাল যে তোর চোখ আছে।" অসীম চাহিয়া দেখিল—যুবতীটীর সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। যুবতীটী অসীমের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ আমি তেমন কিছু দিতে পার্লাম না। অন্য একদিন যদি দয়া করে আসেন ত আরও কিছু দিতে পারি। নিজের জীবনের রিক্ততা এইখান দিয়ে পূরণ করবার একটু চেষ্টা করতে ইচ্ছা হয়।

অবিনাশ বলিল—বেশ ত! কেন আস্বো না। এর জন্য আর কষ্ট কি—সাম্নের শনিবার দিনই আসা যাবে।

আচ্ছা, নমস্কার! আমার নাম সবিতা—বলিয়া অসীমের দিকে একবার স্নিগ্ধ করুণ চাহনি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।



রাত্রিতে অসীম মীরাকে তরুণীটার কথা বলিল—ব্যথিতের জন্য তার কি আকুল আগ্রহ। তার শেষের কথাটা—"জীবনের রিক্ততা এইখান দিয়ে পূরণ করতে একটু ইচ্ছা হয়"—এখনও কাণে বাজ্ছে। বাস্তবিক ওরা দুর্ভাগা, বল মীরা নয় কি? মীরার নারীহৃদয় ক্ষণিকের তরে বিচলিত হইল। তার পরই মনে পড়িল—কুহকিনীর ছলনা—কত সংসার তাহারা ধ্বংসের স্তূপে পরিণত করিয়াছে। তখনি তাহার মন বিজাতীয় ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল। সেভাব দমন করিয়া শুধু সে বলিল—হ্যাঁ, ওরা নিজেরাই শুধু দুর্ভাগা নয়, আবার অনেককে দুর্ভাগা করে! যাক্, ওকথা ছেড়ে দাও, আর ক'দিন্ এরকম চলবে?

"বেশীদিন নয়—আর দু'তিন দিন বোধ হয়।"

সেদিন ছিল শনিবার। অসীম ঠিক সময়ে গানের আড্ডায় আসিল, কিন্তু শুনিল সেদিন দল বাহির হইবে না। অবিনাশ বলিল—"আজ ত শনিবার, যাবি সেই মেয়েটার কাছে—আর কিছু দেবে বলেছিল।"

অসীম বলিল—"যেতে হয় তোমরাই যাও—আমাকে আর ডেক না।"

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল—কেন, সেখানে ত আমরা অন্য কোন অভিপ্রায় নিয়ে বা নিজেদের স্বার্থের জন্য যাচ্ছি না। যাচ্ছি দেশের ও দশের জন্য—তাতে আর দোষ কি? দেশের জন্য লোকে কত করছে—আর আমরা এটুকু কষ্ট করতে পারব না। ছিঃ অসীম, তোমার মত শিক্ষিত লোকের মুখে একথা শোভা পায় না।

অসীম বলিল—"না না, আমি তা বলছি না—তবে আমার ও জায়গাগুলো তেমন ভাল লাগে না। পরে ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল—"বেশ, যাবে চলো!"

অবিনাশ বলিল—"তা ত যাবো, কিন্তু আমারা যে সে দলের লোক তার ত একটা প্রমাণ চাই।"

রমেন হাসিয়া বলিল—"এই কথা! তা বেশ ত, অসীম না হয় বাঁশীটাই সঙ্গে নিয়ে চলুক না।"

অবিনাশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"ঠিক বলেছ রমেন। দেখ অসীম, তোমার বাঁশীটাকে নিয়ে চলো। আজ ত আর গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিনা—কি জানি, আমাদের চেহারা তার মনে না থাকতেও পারে। এই বাঁশীই আমাদের চিহ্ন। বলিয়া তিনজনে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা সবিতার ওখানে গিয়া পৌছিল। নীচেই একটী আধাবয়সী স্ত্রীলোক ছিল।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল—"সবিতার ঘর কোনটা?" স্ত্রীলোকটী

দেখাইয়া দিল। অসীম রমেন ও অবিনাশের পশ্চাতে চলিল। তাহারা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল—অসীম বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল।

সবিতা তখন আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এলায়িত কেশগুচ্ছের ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিল। উহাদের দেখিয়া সবিতা কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। অবিনাশ বলিল—আমরা সেদিন এ পাড়ায় ভিক্ষা করতে এসেছিলাম। আপনি বলেছিলেন আর একদিন আস্‌তে—আরো কিছু দিতে চেষ্টা করবেন—তাই এসেছি। বলিয়া পার্শ্বে তাকাইতেই দেখিল অসীম ঘরের মধ্যে নাই।

অবিনাশ বলিয়া উঠিল—রমেন, অসীম কই? পরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিল অসীম বাঁশী হাতে চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আচ্ছা লোক যা হোক্ ত—আমরা খুঁজছি—বলিয়া অসীমের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সবিতা তাহাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া বলিয়া উঠিল—ওঃ, আপনারা! আসুন। অবিনাশ বলিল—আমি আগেই ত বলেছিলাম, মুখ চিনে রাখা কি সোজা কথা! তাই অসীমকে বলেছিলাম যে তুই বাঁশীটা নিয়ে চল্—বাঁশীতে চিন্‌তে বা মনে করতে পারে।

ভালই হয়েছে উনি বাঁশীটা এনেছেন। সত্যি আমি অনেক বাঁশী শুনেছি, কিন্তু এত মিষ্ট প্রাণস্পর্শী স্বর কারও মুখে শুনিনি। চমৎকার লেগেছে আমার—দয়া করে যখন বাঁশীটা নিয়ে এসেছেন, তখন একটু শোনাতে হবে। বাঁশী আমি বড় ভালবাসি।

অবিনাশ বলিল—"সে আর বেশী কথা কি? বাজাও তো অসীম।"

অসীম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, পরে বলিল—"আমি ত তেমন ভাল বাজাতে জানি না।"

সবিতা অবিলম্বে বলিল—"না না, ওকথা বল্‌বেন না, অসীমবাবু। আপনি হয়ত নিজে তা বুঝ্‌তে পারেন না। অবিনাশ ও সবিতার পীড়াপীড়িতে বাঁশী বাজাইতে হইল, কিন্তু প্রাণের মধ্যে কি এক অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সবিতা দুইশত টাকার নোট আনিয়া অসীমের হাতে দিয়া বলিল—এই যৎসামান্য দিলাম, মনে কিছু করবেন না। আর অসীমবাবু, অন্য একদিন যদি আপনার অবসর মত বাঁশী শোনান। বলুন, শোনাবেন ত—আস্‌বেন? অসীম কোন কথা বলিল না। উত্তরে অবিনাশ বলিল—তার জন্য ভাবনা কি? এর জন্য অত মিনতি করবার দরকার করে না—নিশ্চয়ই আস্‌বে। সবিতা আবার বলিল -"বলুন বলুন অসীমবাবু, আপনার মুখে একবার শুনতে চাই।

অসীম কিছু না ভাবিয়া অস্বচ্ছন্দ মনে বলিয়া ফেলিল—আচ্ছা হবে।"

৪

প্রাণের মধ্যে কি এক অস্বচ্ছন্দতা লইয়া অসীম বাড়ী ফিরিল। বেলা তখন ছয়টা, মীরা স্বামীর খাবার প্রস্তুত করিতেছিল, তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল—আজ যে মুখখানা কিরকম দেখাচ্ছে, কি হ'লো? অসীম বলিল—মনটা তেমন ভাল লাগ্‌ছে না—না মীরা, এসব আমার ভাল লাগে না!

কি সব ভাল লাগে না? বলিয়া মীরা স্বামীর দিকে ব্যাকুল চিত্তে চাহিয়া রহিল।

অসীম বলিল—বোধ হয় মনে আছে সেদিন সেই মেয়েটা বলেছিল, অন্য একদিন তার ওখানে গেলে আরো বেশী কিছু সে দেবে। তাই আজ অবিনাশ বল্‌লে—চল মেয়েটার ওখানে যাওয়া যাক্! আমি আপত্তি করেছিলাম মীরা—কিন্তু তারা শুনলে না—তাদের পেড়া-পীড়িতে যেতে হ'লো। বাঁশীটাও হাতে ছিল। অবিনাশ বল্‌লে,

ওটাও নিয়ে চল, চিনিয়ে দেবে যে আমরা সেই গানের দলের লোক। গেলাম মীরা, সেই বাড়ীতে। তেতলার একটা ঘর,—অবিনাশ ও রমেন সেই ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি কেন জানি না—সে ঘরে ঢুক্‌তে আপনা হতেই পা থেমে গেল—তারপর অবিনাশ এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। আমার বাঁশীটা দেখেই সে চিন্‌তে পারলে আমরা কে? সে আমার বাঁশীর অনেক সুখ্যাতি করে, বাজাতে অনুরোধ কর্‌লে। তার উপর অবিনাশও অনেক করে বল্‌লে—বাজাতে হ'লো। সে দু'শো টাকার নোট এনে আমার হাতে দিল ও আর এক দিন বাজাবার জন্য—"

ওঃ! বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মীরা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর মীরা মীলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অসীম আগেই শুইয়াছিল। অন্যদিন মীলাকে মধ্যস্থ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে কত কথাবার্ত্তা হইত। কতদিন ঘুমাইবার ভাণ করিয়া চোখ্ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিত। মীরা আসিয়া এমন কিছু করিত যে অসীমকে বাধ্য হইয়া হাসিয়া ফেলিতে হইত। এই ভাবে স্বামী স্ত্রীর দিনগুলি হাসি খেলার মধ্য দিয়া কাটিয়া যাইত। কিন্তু আজ যখন অসীম দেখিল, যে মীরা ঘরে ঢুকিয়া মীলাকে টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল, তখন অসীম একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তারপরেই মনে হইল দুপুরের সেই ঘটনা শুনিয়া মীরার মনে বোধ হয় কোন রেখা পড়িয়াছে। অসীম মীরা বলিয়া ডাকিল—কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না। তারপর বিদ্যুৎবাতিটী জ্বালাইয়া দেখিল—মীরা বাহুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। অসীম আবার মীরা

বলিয়া ডাকিয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল—কেন মীরা —আজ কেন আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছো না—বল? মীরা আর থাকিতে পারিল না, স্বামীর বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অসীম বলিল—কাঁদ্‌ছ কেন মীরা? কি হয়েছে তোমার, বল—বল্‌বে না? লক্ষ্মীটি বল? তোমায় ত আমি স্বেচ্ছায় কোন কষ্ট দিইনি মীরা। বলিয়া স্ত্রীর মুখটা হাত দিয়া উঁচু করিয়া ধরিল।

মীরা ক্রন্দন জড়িত স্বরে বলিল—কেন তুমি ওখানে গিয়েছিলে বল?

অসীম বলিল—এরই জন্য তুমি কাঁদ্‌ছ? তুমি ত জান মীরা, কোনদিন কোন কথা তোমার কাছে গোপন করিনি। আমি নিজেই যে আজ নিজের মনের কাছে অপরাধী হয়েছি—নিজেই যে আজ অসস্বচ্ছন্দতা অনুভব করছি। আর বলেছি ত মীরা, আমি স্বেচ্ছায় সেখানে যাই নি। অবিনাশ জোর করে নিয়ে গেল—শুধু টাকাটার জন্য—আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়—শুধু অবিনাশের ইচ্ছায় আজ আমায় সেখানে যেতে হ'লো।

না গো না! বল, আর কখন যাবে না—ওদের দলে মিশ্‌বে না? তুমি ভালমানুষ, ওদের ছলনা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না—ওরা কুহকিনী! বল, তুমি আর যাবে না—কক্ষনো না?

বেশ মীরা, আমি আর যাব না। সত্যি বল্‌ছি আর বাঁশী নিয়ে ওদের সঙ্গে বেরোব না। বলো মীরা আমায় তুমি ক্ষমা করলে।

আমার নিজের মনে আজ যে আত্মগ্লানি বেজে উঠেছে, তোমার কথায় তা ধুইয়ে দাও—আমি নিজেই যে আজ স্থির হতে পারছি না।

তারপর স্বামী স্ত্রীর আবার মিলন হইল। কত কথা, মীলাকে লইয়া কত হাসিখুসী—সবই হইল, কিন্তু মীরার মনে যে সন্দেহের রেখা পড়িয়াছিল, মিলনের মধ্যে মুছিয়া আসিলেও—বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে তার স্মৃতি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।



অসীমকে আর ভিক্ষার জন্ত বাহির হইতে হইল না—আপনা হইতেই সেই দল ভাঙ্গিয়া গেল। আর কতদিন তাহারা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইবে? তাহাদেরও ত ঘর সংসার আছে,—অন্নচিন্তা আছে। নিজেদেরই লইয়া দেশ ও দশ—নিজেরাই যদি খাইতে না পাইল, তখন আর কতদিন পরের জন্ত প্রাণ কাঁদিবে? সেদিন দলের অনেকেই অবিনাশের বাড়ীতে উপস্থিত ছিল। অবিনাশ বলিল—"Charity begins at home" আরে আমার ভাইটার চাক্‌রী গেছে, এত বড় সংসার—বাড়ীর লোকেরই হুবেলা অন্ন জোটে না, তখন আর পরের জন্ত কতদিন প্রাণ কাঁদে—বলনা রমেন?

রমেন বলিল—সে ত নিশ্চয়ই! তুমি বল্‌ছ কি—আর না বলে পার্‌লাম না, ঘরের কথা বের কর্‌তে হ'লো। সেদিন হু'টো টাকার জন্ত—গয়লাটা কি অপমানটা না করে গেল। তবু ত যা হোক মুখ বুজে

এতদিন করে গেলাম, মহাশক্ত ছেলে আমি তাই—তোমরা কি জান্‌তে পেরেছিলে? অবিনাশ বলিল—আহা তা কি আর জানিনে? ওই যে সেদিন পথে কাবলীওয়ালাটা কি অপমানটাই না করলে, একেবারে গলার চাদর ধরে টানাটানি। শুধু কি তাই—বাপ চোদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত তুল্‌লে।"

হরিশ বলিয়া উঠিল—তুমি তখন কোথায় হে?

অবিনাশ বলিল—আরে বল কেন? সকালে উঠে ভাব্‌লাম যাই, বাজারটা সেরে আসি। রাস্তায় এসে দেখি তিন্‌টে ষণ্ডা ষণ্ডা কাবলী-ওয়ালা কাকে ঘিরে ছিঁড়ে খাবার যোগাড় কর্‌ছে। একটু কাছে এগিয়ে এসে দেখি,—আমাদের রমেন। বেচারা হাত জোড় করে কি বল্‌ছে। আমার তখন এত রাগ হ'লো যে কি বল্‌ব। বল হরিশ, বন্ধুর এই রকম অপমান কি সহ্য করা যায়? তখনি সমস্ত রক্তটা মাথায় উঠে গেল। গামছাটা কোমরে বেঁধে হাত পাকিয়ে এগিয়ে আস্‌ব—তখনি আবার মনে হ'লো—আহা, বেচারীর স্যাম্‌নে এ সময়ে যাওয়া মানেই তাকে অপ্রস্তুতে ফেলা। একে ত মহা অপমান, তার উপর আমি গেলেই বেচারা মরমে মরে যাবে—না যাওয়াই ভাল। তারপর ওরা টান্‌তে টান্‌তে ওকে কোথায় নিয়ে গেল। আমিও ভাব্‌লাম যদি দৈবাৎ আমাকে দেখ্‌তে পায়, তাহ'লে আর লজ্জার সীমা থাক্‌বে না। কাজেই মনের রাগ মনে চেপেই গা ঢাকা দিতে হ'লো। বল হরিশ,—এর চাইতে আর কি করা যায়—হাজার হোক—বন্ধু ত?

রমেন এইবার বলিল—বাঃ অবিনাশ? বহুৎ আচ্ছা—গেয়ে ত

গেলে ভাল, এখন প্যালার কি কিছু আশা কর—না অমনি? বলিহারী ভাই তোমার চোখ দু'টো। বলি কখন দেখ্‌লে আমায় টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল—আর আমি হাত জোড় করে কি বল্‌ছি। বলি চোখ বুজে দেখেছিলে, না নেশা করে কান দিয়ে শুনেছিলে?

আচ্ছা বল ত হরিশ, তুমি ত একজন রয়েছ—পেটে যাহোক দু'আঁচড় আছে। না হয় ম্যাট্রিক দু'বার ফেলই করেছ—তবু ত যাহোক পড়েছ? তুমিই বল না—আমার কি সে সময়ে সেখানে যাওয়া ভাল হ'তো? তখন ত জান্‌তাম না যে একদিন ওঁরই সাম্‌নে হলপ্‌ করতে হবে, আর উনি অস্বীকার করবেন। এখন দেখ্‌ছি সাম্‌নে হাজির হয়ে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কলিকাল হে—কলিকাল। আবার আমায় বলে কিনা নেশাখোর—নিজে যেন বড় সাধু!

রমেন রাগিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তা বলে তোর মত চোর নই।

অবিনাশ বলিল—খবরদার ছোটলোক—মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বি বলে দিচ্ছি!

রমেন বলিল—কি? মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌ব? সেদিন সেই ছুঁড়ীটা দু'শো টাকা দিল, বাড়ী এসেই বলা হ'লো—ভাই সর্ব্বনাশ হয়েছে, —সব টাকা পকেট কেটে নিয়েছে। নূতন জামাটাও গেল। আমরা যেন কিছু বুঝিনে—নয়? বাড়ীতে ঢুকেই পকেটটা কাঁচি দিয়ে কেটে এসে একেবারে কেঁদে পড়া হ'ল—এই ত?

দেখ্‌ হরিশ, দেখ্‌, আমাকে একেবারে চোর বলা। আমিই হ'লাম এই ভিক্ষের দলের উদ্যোগী, আর আমি কিনা হ'লাম চোর—

টাকাগুলো নিয়ে মিছামিছি বলেছি পকেট কাটা গিয়েছে। শাল
:ছাটলোক! বাপের ব্যাটা হবি ত প্রমাণ কর্?

"নিশ্চয় বল্‌বো, এখনো বল্‌ছি তুই চুরি করেছিস্, শুধু তাই নয়
প্রত্যেক দিন তুই—"

"এখনো মুখ সাম্‌লে কথা ক'ও"। বলিয়া অবিনাশ রুখিয়া দাঁড়াইল
রমেনও ছাড়িবার পাত্র নয়, ঘুঁসি তুলিল।

হরিশ মধ্যস্থ হইয়া তু'জনকে থামাইয়া বসাইয়া দিল।

রমেন বলিল—হ্যাঁ, বল্‌তে হলে অসীমই শুধু নিঃস্বার্থভাবে বাঁশী
বাজিয়ে গেছে—কোন কিছুর সংস্রবে আসেনি।

অবিনাশ বলিল—"এত করেও চোর বদ্‌নাম।"

এই ভাবেই গানের দল ভাঙ্গিয়া গেল।



অসীম আর কোথাও যায় না। স্বামী স্ত্রীতে আগের মত হাসি
খেলায়, এটা ওটা নানা ছুতায়—প্রেমের মান অভিমানের মধ্য দিয়া দিন
বেশ চলিয়া যাইতেছিল। ক্রমে মীরাও ভাবিল—স্বামী ত আমার স্বেচ্ছায়
সেখানে যাননি, জোর করিয়া তাহারা টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাঃ

তো শুধু টাকাটা আনিবার জন্য। না, আমার স্বামী, আমি যতটা জানি, আর তো কেহ তাঁকে ততটা জানে না! শিশুর মত তাঁর মন উদার, ও মনে কোন ছাপ কেউ ফেল্‌তে পারে না। ভালবাসা তাঁর—প্রশান্ত মহাসাগরের মত সীমাহারা—আমাকে তার মধ্যে বেষ্টন করে রেখেছেন। ছিঃ! সেদিন রাত্রে আমি তাঁর মনে কত কষ্ট দিয়েছি।

এমন সময় "কি ভাব্‌ছো মীরা"—বলিয়া অসীম আসিয়া তাহার হাত দুইটী নিজ হাতের মধ্যে লইল। মীরা বলিল—"ওগো, আমি যে সেদিন রাত্রে তোমার মনে কত ব্যথা দিয়েছি, মিছামিছি সেদিন যে মনে সন্দেহের রেখা টেনেছিলাম। ওগো বল, আমায় ক্ষমা করেছ?

হ্যাঁ মীরা, আমি ক্ষমা করেছি—তুমি আমায় সন্দেহ করেছিলে বলে। এবার তুমিও বল মীরা, আমায় ক্ষমা করেছ—আমি সেখানে গিয়াছিলাম বলে। চুপ করে রইলে কেন, বল?

ঘরের মধ্যে মীলা কাঁদিয়া উঠিল। "যাই মেয়ে উঠেছে, বসো—তাকে নিয়ে আসি।" বলিয়া মীরা ঘরের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পাশের বাড়ীর বিরজা সুন্দরী পাড়ার একটী গেজেট্। সকলেই তাঁহাকে পিসীমা বলিয়া ডাকে। বারান্দার উপর উঠিতে উঠিতে ডাকিলেন—হ্যাঁ বৌ, তারপর অসীমকে দেখিয়া বলিলেন—ওঃ, বাবা অসীম, বৌ কোথায়?

এই যে পিসীমা, মীলা কাঁদ্‌ছিল, ঘরের মধ্যে গেছে বলিয়া অসীম ঘরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল।

পিসীমা ততক্ষণে বারান্দার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অসীম

বলিল—"সত্যি পিসীমা, আপনার শরীর দিন দিন কি রকম হয়ে যাচ্ছে বিশ্রী রোগা হ'য়ে গেছেন।"

"আর বাবা বল কেন, বাতে ত যাবার দাখিল হ'য়েছি। কাশী গেলাম, বাবা বিশ্বনাথের ছিরিচরণ দেখ্‌তে, কি অসুখটাই না কর্‌লো সেখানে। পোড়া অদৃষ্ট এমন যে, বাবা ডেকেও ডাক্‌লেন না।'

"আচ্ছা পিসীমা, কাশীর বিশ্বনাথের আবার ছিরিচরণ তৈরী হয়েছে নাকি? কৈ, আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন ত চরণ ছিল না, শুধু—

মুখের কথা শেষ হইতে না দিয়া পিসীমা বলিয়া উঠিলেন—"ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলিস্‌নে পাপ মুখে"। পরে "বাবা বিশ্বনাথ" বলিয়া কপালের কাছে হাতটা তুলিয়া বলিতে লাগিলেন "তাঁর মাহাত্ম্য তুই কি বুঝবি? সারা কাশীটাই যে তাঁর চরণ। তোদের কি সেই চোখ আছে যে দেখতে পাবি? আবার কিনা সেই নামে ঠাট্টা! ছিঃ ছিঃ! শুন্‌লেও শরীরের মধ্যে কেমন করে ওঠে"

"না পিসীমা—আমি কি ঠাট্টা কর্‌ছি, আমি জিজ্ঞাসা করছি—তুমি চটে যাচ্ছ কেন?

সেই সময়ে মীরা লীলাকে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অসীম বলিল, পিসীমা তোমাকে ডাক্‌ছেন। হ্যাঁ, এই বেলা টিকিট দু'খানা কিনে আনি, ওবেলা হয়ত ফুল হ'য়ে যাবে বলিয়া অসীম বাহির হইয়া গেল।

"হ্যাঁরে বৌ, এসব শুনি কি? ওমা কোথায় যাবো! সেই অসীম আমাদের—এ কতদিন থেকে হয়েছে? তুই কি আগে একটুও জান্‌তে পারিসনি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ

মীরা বুঝিতে পারিল না, কি তাহার স্বামী করিয়াছে, কি সে জানিতে পারে নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিল—"কি পিসীমা, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না?"

"ওমা! ঘেন্নায় মরে যাই, তুই কিনা আবার লুকোচ্ছিস্?"

"সত্যি পিসীমা—আপনার পা ছুঁয়ে দিব্বি কর্‌ছি—এখনও পর্য্যন্ত আপনার কথা একটুও বুঝ্‌তে পারিনি!"

"কেন, তুই কি কিছু শুনিস্‌নি?"

"কি বিষয়টা আগে বলুন?" বলিয়া মীরা আকুল আগ্রহে চাহিয়া রহিল।

"আশ্চর্য্য, তুই মোটেই শুনিস্‌নি? কি জানি বাবা! শোন, বলি। হ্যাঁ বৌ, অসীমের বারটান হ'য়েছে কবে থেকে? আমরা তো একটুও বুঝ্‌তে পারিনি—খুব চাপা ছেলে বাবা! আজকাল যেখানে সেখানে যায়—তাদের বাঁশী শোনায়। সেদিন আবার অবিনাশ আর রমেন ছোঁড়াকে নিয়ে গিয়েছিল। ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নায় যাই! আবার ওদের লীলা বলে—পিসীমা, ভালবাসা যদি বল্‌তে হয় তো অসীমবাবুর, কি ভালবাসাটাই না বাসে মীরাকে—মীরা বল্‌তে অজ্ঞান। মুখে আগুন অমন ভালবাসার যে বেশ্যা নিয়ে কেলি করে!

মীরা ধীরভাবে বলিল—এইবার আপনার কথা বুঝেছি। কিন্তু পিসীমা আপনি তো ভুল শুনেছেন, তিনি তো কখনো ওসব জায়গায় যান না হ্যাঁ, একদিন গিয়েছিলেন—অবিনাশবাবুদের সঙ্গে টাকা আন্‌তে অবিনাশবাবুরা একটা ভিক্ষে কর্‌বার দল তৈরী করেছিলেন, তাঁরাই ওকে বাঁশী বাজাতে ডেকে নিয়ে যান। আর সেই বাড়ীতে টাকা

আনতে যাবার সময় তাঁরাই ওঁকে জোর করে নিয়ে যান। তা ছাড়া তো পিসীমা উনি একদিনও যাননি। উনিতো কোন কথা আমার কাছে লুকোন না পিসীমা—ওঁকে আপনি ভুল বুঝবেন না?"

"তুই কি করে জান্‌লি সে যায় না? পুরুষ মানুষকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই—হাজার বল্‌লেও না। তবে শোন, যখন কথা উঠ্‌লো বলি—একবার তোর পিসেমশাই ঐ রকম এক জায়গায় গিয়েছিল। সেও বন্ধুদের সঙ্গে—তারপর প্রায়ই মধ্যে মধ্যে যেত—আমায় কিছু বল্‌তো না। কথাটা ক্রমে ক্রমে আমার কাণে এলো, আমিও কিছু বল্‌লাম না। একদিন আমার বাপের বাড়ীর এক ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম, পিছু পিছু যেতে। কোন বাড়ীতে যায়, সে দেখে এসে আমায় বল্‌লে। আমি লক্ষ্য করতাম তোর পিসেমশাই দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ী ফেরে। ঠিক সন্ধ্যা বেলায় বেরোবার আগে আমার কাছে এসে বল্‌লে—বিরো, আজ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে যাবো, রোজ একজায়গায় বেড়াতে ভাল লাগে না। আমাকে রোজ সে কৈফিয়ৎ দিত কোথায় সে রোজ বেড়াতে যায়, বুঝ্‌তাম শুধু ঐটুকু সে লুকোচ্চে। আর ভালও তো কম বাস্‌তো না, রোজ বেরোবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে তবে যেতো। আমি বল্‌লাম, হ্যাঁ এস, সকাল সকাল ফিরো। আমি করলাম্ কি জানিস্? দশটা বাজবার কিছু আগে বাপের বাড়ীর দেশের সেই ছেলেটাকে নিয়ে সেই মাগীটার বাড়ীর সাম্‌নে রইলাম। খানিক পরে দেখি মূর্ত্তিমান বেরুচ্ছেন, আর একটা কাল ভূতের মত মাগী দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। আমি

তাড়াতাড়ি গিয়েই তোর পিসেমশায়ের কাণটা ধরে টান্‌তে টান্‌তে একেবারে গাড়ীর মধ্যে নিয়ে এলাম।

মীরা আর থাকিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল—"পিসেম'শাইকে রাস্তার মাঝে কাণ ধরলেন, পিসেম'শাই কিছু বল্‌লেন না?"

বল্‌বে আবার কি! ভয়ে জড়সড় হয়ে একেবারে কেঁচো। তখন আবার শীতকাল, বাড়ী এনে সেই রাত্রিতে স্নান করিয়ে, শুদ্ধ করে তবে ঘরে ঢুকতে দিলাম। সেদিন থেকে তোর পিসেম'শায় নাকে কাণে খৎ দিয়েছিল—আর কখনও যায়নি। তা পোড়া অদৃষ্ট, রাখ্‌তে পারলাম কই? তাই বল্‌ছি ও জাতকে একেবারে বিশ্বাস করবি না। যাক্ শোন্, হ্যাঁ, তোদের আপনার জন ভাবি বলেই বলা—তা-নইলে আমার আর কি বল্‌না?"

মীরা বলিল—"সে তো নিশ্চয়!"

"হ্যাঁ, তাই বলি, কি যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে, পেটে আসে ত মুখে আসে না। গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পারিস্, বৌ, নাতনীটাকে একবার দেখ্‌তে যাবো। ওই ত মরা হাজা একটা, মনটা মাঝে মাঝে কেমন করে ওঠে।"

মীরা বাক্স হইতে টাকা আনিয়া দিল। পিসীমা যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—বেঁচে থাক মা, অসীমের যেন তোমার উপরই শুধু মতি থাকে! হ্যাঁ, দে আমার নাতনীকে একবার কোলে নেই। তিনি মীলাকে একটী চুমু খাইলেন, তারপর আবার মীরার কোলে দিয়া প্রস্থান করিলেন।

৭

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অসীম কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে আসিয়া দু'খানি টিকিট কিনিল। সেখানে অসীমের এক কলেজের বন্ধুর সহিত দেখা হইল। পরস্পর গল্প করিতে করিতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া আসিয়া, বন্ধুটী বিডন ষ্ট্রীট্ দিয়া তাহার বাড়ী চলিয়া গেল, অসীম বাসের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ একখানি ট্যাক্সি একেবারে অসীমের সাম্নে আসিয়া থামিল ও ভিতর হইতে বলিতে শোনা গেল—অসীমবাবু বড় বিপদে পড়েছি—দয়া করে যদি আসেন।" পরক্ষণেই উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া একেবারে অসীমের হাত ধরিয়া ভিতরে উঠাইয়া লইল। তারপর ড্রাইভারকে বলিল—"চলো চিৎপুর"। অসীম ভাবিবার অবসর পাইল না। তারপর যখন সে সবিতার মুখ হইতে কথা কয়টী শুনিল, তখন কিছু বলিবার আগেই সবিতা তাহাকে গাড়ীর ভিতর তুলিয়া লইয়াছে—গাড়ীও ছাড়িয়া দিয়াছে, সুতরাং প্রথমটা সে বুঝিতে পারিল না কি হইল!

গাড়ীতে অসীম বলিল—আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, না—

কথা শেষ হইতে না হইতেই সবিতা হাসিয়া বলিল—ভয় নেই, আমি ছেলে ধরার মা নই অসীমবাবু! আপনাকে অবশ্য নিয়ে যাচ্ছি এই অধমের বাড়ীতে—বড়ই বিপদে পড়েছি কিনা তাই! গাড়ী আসিয়া সেই ত্রিতল বাটীর সম্মুখে থামিল। সবিতা আগেই নামিল,

তারপর অসীমকে বলিল—নামুন, কি ভাবছেন? গাড়ী হইতে অসীমকে হাত ধরিয়া নামাইতে যাইতেই অসীম বলিল—না, না, আমি নিজেই নাম্‌ছি, হাত ধরে নামাতে হবে না, আর কি দরকার তাতো বুঝতে পারলাম না—আমার বিশেষ কাজ আছে। বলিতে বলিতে অসীম সবিতার অনুসরণ করিল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সবিতা বলিল—"চিনতে পারছেন বোধ হয় সেই ঘর—যে ঘরে বসে একদিন বাঁশী বাজিয়েছিলেন, যার রেশ এখনও প্রাণের মধ্যে বেঁচে আছে।"

অসীম বলিল—পেরেছি! এইবার তোমার কি কাজ বল?

ওঃ! কাজ! হ্যাঁ, নিশ্চয় বল্‌ব—আর বল্‌ব বলেই ত নিয়ে এলাম আপনাকে এখানে। আচ্ছা অসীমবাবু, জগতে মানুষ সব সময়—সব জিনিষই কি প্রত্যাখান করে—বলতে পারেন?

আমি তোমার কথা একটুও বুঝতে পারলাম না। ভাল করে না শুনে উত্তর দেওয়া মুস্কিল।

আচ্ছা ধরুন অসীমবাবু, কেউ যদি তার প্রাণের সমস্ত আবেদন নিয়ে —আর্ত্তের মত, ভিখারীর মত—কারও কাছে দাঁড়ায়, আর সেই দাতার যদি সাধ্যায়ত্ব হয় তার সে আশা পূরণ করবার—তাহলে কি সে তা করে না?

বুঝলাম, কিন্তু সব বিষয়ের একটা সীমা আছে। তবে দাতা যদি দেখে তার সে আশা সীমাছাড়া নয়, অথবা কাহারও কিছু ক্ষতি হবে না—তাহ'লে তার সে আশা পূরণ করা ত উচিত। যাক্, এসব কথা

কেন? এখন আসল কথা কি? আমার অনেক কাজ আছে, আমি এখন যাই।

অসীমবাবু, আমি ত সেই কাজের জন্য আপনাকে নিয়ে এসেছি। না, না—শুধু কাজ নয়—বুভুক্ষু আর্ত্তের মত ভিক্ষা আছে, আর আপনিই বলেছেন—সে ভিক্ষা দিতে পারে দাতা, যদি কারো কিছু ক্ষতি না হয়—বলুন, বলেছেন কিনা?

বলেছি—কিন্তু আমার কাছে কি ভিক্ষা তোমার?

হ্যাঁ আছে। আর সে ভিক্ষা আপনি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবেনা—দিলেও প্রাণ অন্যের দেওয়ায় তৃপ্ত হ'বে না!

কি তোমার ভিক্ষা বল?

আগে বলুন, রাখবেন?

সাধ্যায়ত্ব হয়তো রাখব—!

অসীমবাবু, সেদিনও বলেছি, আজও বল্‌ছি—আমি বাঁশী বড় ভালবাসি, বিশেষ করে আপনার বাঁশীর টান—মনের সমস্ত তন্ত্রীগুলো ওলোট্ পালট্ করে দেয়—জগতের সব জিনিষ ভুলে মনে হয় আপনার বাঁশীর স্বরে মিশে যাই। ক্ষমা করবেন অসীমবাবু, আমি তার পরের দিনই নিজে গিয়ে একটা বাঁশী কিনে এনেছি। আপনাকে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও আপনাকে পাইনি। আজ সকাল থেকে মনটা ভাল লাগ্‌ছিল না—গেলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেড়াতে—পথে অযাচিত ভাবে পেলাম আপনাকে। তাই অসীমবাবু আপনাকে নিয়ে এলাম—যদি দয়া করে আমার—আমার বাঁশীটাকে বাজান। আর অসীমবাবু, বড় মুস্কিলে পড়ে আপনাকে ডেকে এনেছি—প্রাণের মধ্যে

যে অশান্তি, যে জ্বালা অনুভব করছি, বাঁশী কেনা থেকে—তার তো আসান হচ্ছে না, যতক্ষণ না আপনার মুখে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আর সে প্রাণের দাবী নিয়ে যতক্ষণ না আপনার কাছে দাঁড়াতে পারছি, ততক্ষণ যে কি জ্বালা, বোধ হয় বোঝাতে পারব না—আপনিও হয়তো বুঝবেন না।

ওঃ! এই তোমার বড় মুস্কিল, বড় বিপদ? আমার বিশেষ কাজ আছে, আমি যাই—আর শুধু শুধু বাঁশীটা কিনতে গেলে কেন?

কেন? অসীমবাবু, সে কথা আপনি বুঝবেন না—যাক সে কথা! আপনি আগেই বলেছেন, সাধ্যায়ত্ত হ'লে আমার আশা পূরণ করবেন—দয়া করে—দয়া করে বাঁশীটা বাজান—শুধু একবার!

বাড়ী থেকে একটা কাজে বেরিয়েছি—এখনি ফিরতে হবে। তাছাড়া আমার এখন স্নানাহার হয়নি—

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই সবিতা বলিল—ওঃ! তাই তো—আমি একেবারে ভুলে গেছি—ছিঃ ছিঃ!

সবিতা ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিনিট কতক পরে ফিরিয়া আসিয়া, বাঁশীটা দেরাজ হইতে বাহির করিতে করিতে বলিল—আচ্ছা অসীমবাবু, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন?

অসীম বলিল—স্ত্রী ও একটা মেয়ে ছাড়া বাড়ীতে আমার আর কেউ নেই।

ওঃ—বলিয়া সবিতা বাঁশীটা হাতে করিয়া আনিয়া অসীমের হাতে দিয়া বলিল—দেখুন ত অসীমবাবু, বাঁশীটা কেমন, ঠিক আপনার মত কিনা—?

কিছুক্ষণ পরে দ্বার ঠেলিয়া একটী উড়িয়া ঠাকুর ফল ও মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ একখানি থালা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। অসীম কি বলিতে যাইতেছিল। তৎপূর্ব্বেই সবিতা বলিল—"জানি আমার কোন অধিকার নেই আপনার উপর—তাই অনুরোধ করছি আপনাকে—যদি দয়া করে এটুকু গ্রহণ করেন। 'আপনার এখন আহার হয়নি—এতক্ষণ যে আপনাকে অভুক্ত অবস্থায় আট্‌কে রেখেছি, তার জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত—দয়া করে, দয়া করে যদি—

না, না, ওসব আমি ভালবাসি না। তা ছাড়া আমি বাজারে খাবার ও যেখানে সেখানে খাই না—আমি চল্‌লাম। 'অসীম চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, সবিতা ধপ্‌ করিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার হাত দুইটী চাপিয়া ধরিল। তারপর তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—আপনি বাড়ী যাবেন জানি, আপনাকে আট্‌কে রাখ্‌ব না, কিন্তু এটুকু দাবীর আশাও কি আমি করতে পারি না—বলুন? তা ছাড়া অসীমবাবু, ঠাকুরকে দিয়ে ভাল জায়গা থেকে খাবার আনিয়েছি। পাছে মনে কিছু ঘৃণার ভাব জাগে—তাই নিজেও স্পর্শ করিনি। নিন্‌ অসীমবাবু—আর, আর আমাকে—

মুখের কথা শেষ না হইতে দিয়া অসীম বলিল—আমি তো একথা বলছিনা যে তুমি ছুঁলে খাব না—ও সব বলছো কেন?

তবে নিন্‌—বলিয়া সবিতা ডিস্‌খানা তুলিয়া অসীমের হাতে দিল—তারপর আবার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

অসীম বলিল—"ওখানে কেন, চেয়ারে উঠে বসো না। আর এত খাবার কে খাবে—এ কিন্তু ভারী অন্যায়।"

অন্যায় কিছু না অসীমবাবু, এখন খেয়ে নিন্!

অসীম তাহা হইতে কোন রকমে কিছু খাইল—তারপর নিজেই পুনরায় বাঁশীটা হাতে লইল ও তাহাতে সাহানার করুণ রাগিণী ধরিল। সবিতা একদৃষ্টে অসীমের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। বাঁশীর প্রতি পর্দ্দায় পর্দ্দায় তাহার মনের—তাহার দেহের—সমস্ত শিরা উপশির গুলি মিশাইয়া যাইতে লাগিল। বাঁশী থামিয়া গিয়াছে, সবিতা তখনও আত্মভোলা রহিয়াছে—সে জানিতেও পারে নাই কখন অসীম বাঁশী রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অসীম বলিল—এবার আমি চল্লাম। ওঃ, তুমি যে একেবারে বাঁশীর স্বরের সঙ্গে মিশে গিয়েছ? আশ্চর্য্য, তুমি বাঁশী এত ভালবাস?

সবিতা মুখ তুলিয়া খুব আস্তে আস্তে ধীরভাবে বলিল—হ্যাঁ বাসি—খুব ভালবাসি, আর, আর তার সঙ্গে—যাঁর কণ্ঠ থেকে বাঁশী প্রাণ পাচ্ছে—তাঁকে, তাঁকেও ভালবাসি।

অসীম হাতঘড়ীর দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। সবিতাও উঠিয়া দাঁড়াইল, অসীমের খুব কাছে সাম্না সাম্নি সরিয়া আসিয়া তাহার হাত দুটী নিজ হাতে লইয়া বলিল—বলুন আবার আসবেন, শুধু বাঁশী শোনাতে—আর কিছুর দাবী আপনার কাছে করছি না—শুধু এইটুকু দাবী আপনার কাছে। কেন জানিনা, এ দাবী প্রাণের ভিতর থেকে জোর করে জানিয়ে দিচ্ছে—বলুন অসীমবাবু, বলুন আসবেন—বলিয়া আকুল আগ্রহে সে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

অসীমও তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—যদি সময় পাই ত আসব।



সবিতার নিকট হইতে বাড়ী ফিরিতে পথে অসীম ভাবিল, আজ আর মীরাকে এখানে আসার কথা বলিব না—শুধু শুধু তার ফুলের মত মনটা মলিন হইয়া যাইবে। আনন্দের মাঝে নিরানন্দ আনা উচিত নয়। না, না, ইচ্ছা করিয়া কোন ব্যথা মীরার মনে দিব না। সেদিনও এখানে আসার কথা মীরাকে বলেছিলাম—যার ফলে তার ফুটন্ত ফুলের মত মুখখানা—রৌদ্রে ঝল্সে নুয়ে পড়ার মত দেখাচ্ছিল। তারপর কি কান্না—না, আমি মীরার চোখে জল দেখ্তে পারব না। আর তা ছাড়া আমি তো কোন অসদভিপ্রায় নিয়ে সেখানে যাই নি—আমার মনে ত কোন ছাপ্ পড়েনি! শুধু বাঁশীটা একবার বাজিয়ে চলে এসেছি, তাও তার বিশেষ অনুরোধে। না মীরাকে আমি কাঁদাতে পারব না। তাই বাড়ী ফিরিয়া অসীম মীরাকে বলিল—ফিরতে খুব দেরী হয়ে গেছে মীরা, না? অনেকদিন পরে পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো—সে ছাড়লো না—তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

তাতে আর কি হয়েছে? কিন্তু এত বেলা গেল, চান নেই, খাওয়া নেই, পিত্তি পড়ে যে অসুখ করতে পারে।

না, একদিনে আর অসুখ করবে না। কি, তুমিও এখন খাওনি? দেখ দেখি, ছিঃ ছিঃ—

ছিঃ ছিঃ কিছু নয়, তোমার আগে ত কোন দিন খাইনি, তবে আজ আর কি করে খাই বল? আর তোমারও যদি একদিন বেলা

করে খেলে চলে—আমারও বোধ হয় চল্‌তে পারে। যাক্ ভেবে আর কি করবে বল? যে রকম ভাবনা উঠ্‌লো তাতে আরো বেলা যাবে দেখ্‌ছি।

তারপর সন্ধ্যায় উভয়ে বায়স্কোপে চলিয়া গেল। কিন্তু বায়স্কোপ দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার পর হইতে, থাকিয়া থাকিয়া অসীমের মনের মাঝে কি যেন একটা অস্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতেছিল মীরার কাছে কেন গোপন করিলাম! সে সরলা, আমারই উপর একান্ত নির্ভরশীলা, বিবাহের পর থেকে কোন দিনও তার কাছে কিছু গোপন করিনি—সেও তাই নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করে আস্‌ছে। বিশ্বাসের কি এই প্রতিদান? না, না, মীরাকে বলিতেই হইবে, শুধু বলা নয়, হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে বল্‌তে হবে—মীরা, আজকের ঘটনা তোমার কাছে গোপন করেছিলাম, জীবনে যা আমি কোন দিন করিনি—তাও আজ করেছি শুধু তোমারই চোখের জলের জন্য, যা আমি দেখ্‌তে পারিনে। তোমার ছলছল চোখ, বিষণ্ণ মুখ, যে আমার মনকে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়—শুধু তোমারই জন্য যে গোপন করেছিলাম। আর আমি ত স্বেচ্ছায় সেখানে যাইনি, সে পথ থেকে নিয়ে গেল, বাঁশীটা বাজিয়ে চলে এলাম। ক্ষতি কি মীরা? বাস্তবিকই সে বাঁশী বড় ভালবাসে। বাঁশী বন্ধ করেছি, তখনও তারই সুরে ডুবে বসে আছে—এত আনমনা হয়ে গেছে সে। জগতে লোক কত কি করে, কত কি দিয়ে লোককে সুখী করে। আমার একটু বাঁশী শুনে যদি সে অন্তরে তৃপ্তি পায়—ক্ষতি কি? তারপর তার কি করুণ প্রার্থনা—দীনের মত। কি সঙ্কোচ, পাছে খাবার স্পর্শ

কর্‌লে আমি না খাই। এসব কি উপেক্ষা করা যায়? আর বাঁশী বাজালে ত চরিত্র কলুষিত হয় না। আচ্ছা, কেন এত দীনতা হীনতা, ভিখারীর মত পায়ের তলায় বসা? বল্‌লেই পারত—অসীমবাবু বাঁশীটা বাজান, আমার ভাল লাগে। হয়ত বা বাজাতাম, বা না ও বাজাতাম—তাই কি এত দীনতা? ঐ দিনই জানতে পেরেছি—প্রকৃতই সে বাঁশী ভালবাসে—বাজিয়েছিলাম তাই, নইলে সত্যই সে প্রাণে ব্যাথা পেত। মানুষকে ব্যথা দেওয়া ত উচিত নয়! তখনই মনে পড়িল, মীরাকে বলা মানেই তার মনে ব্যথা দেওয়া। না, মীরা বোধ হয় আর বিশ্বাস করবে না, যখন গোপন করেছি—আরও বেশী ব্যথা সে পাবে। বুঝবে না, কেন তাকে বলিনি? তার চাইতে না বলাই ভাল। আর আছেই বা কি যে বল্‌ব? মনের মধ্যে এই সব আলোচনা করিতে করিতে অসীম ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রে অসীম ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিল—সে বাঁশী বাজাইতেছে, সাম্‌নে পায়ের তলায় বসিয়া সবিতা—তাহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে। অসীম বাঁশী বাজাইয়া চলিয়াছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। সবিতা আর থাকিতে পারিল না, একেবারে অসীমের পায়ের উপর মুখ রাখিয়া বলিল—ওগো, বাঁশী তোমার থামাও, আর যে পারিনা—আর কত দিন নিষ্ঠুরের মত কাঁদাবে? অসীম বাঁশী রাখিয়া বলিল—সবিতা তুমি কাঁদছ? তুমিই ত বলেছ বাঁশী তুমি ভালবাস, তাই ত বাজাচ্ছি—আবার কাঁদছ? বলিয়া অসীম তার হাত ধরিয়া তুলিয়া নিজের পাশটীতে বসাইল। তাহার পর নিজের কাপড় দিয়া সবিতার চোখের জল মুছাইয়া দিল। সবিতা নিজের মাথাটী অসীমের কাঁধের

উপর এলাইয়া দিয়া বলিল—এইবার বাজাও, আর কাঁদব না। অসীম আবার বাঁশী ধরিল। সবিতা বলিল—বিশ্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাক্ ক্ষতি নাই, শুধু তোমার বাঁশীর স্বর—তোমার বুকের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, আর সে বুকের উপর কাণ পেতে রেখে যেন আমি তাই শুনতে পাই। সে স্বর যেন কোন দিন থেমে না যায়, আর শোনারও যেন কোন দিন বিরাম না হয়।

তাই হোক সবিতা—তাই হোক—বলিয়া অসীম তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিল। সবিতাও সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ করিল। তখনই অদূরে মীরার মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল—তাহার চক্ষে প্রখর জ্যোতিঃ, মুখে শান্ত কমনীয় ভাব—অসীমের দিকে তাকাইয়া আছে। অসীম সে দৃষ্টির দিকে তাকাইতে পারিল না—চোখ বুজিয়া মীরা—মীরা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। অসীমের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মীরারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—ভয় কি? এই যে আমি”—বলিয়া স্বামীর মাথাটা বুকের উপর টানিয়া লইল। অসীম বলিল—উঃ! কি বিশ্রী স্বপ্ন!



কিছুদিন পরে দুপুরে মীরা কার্পেট বুনিতেছিল। এমন সময় পিসীমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"আসুন পিসীমা, আসুন—নাতনী ভাল আছে ত? বলিয়া মীরা একখানি আসন পাতিয়া দিল।

পিসীমা তাঁহার বিপুল দেহখানি কোন রকমে আসনের উপর স্থাপন করিতে করিতে বলিলেন—আর কি বেরোবার জো আছে, যে সব পাড়ার ছেলে পিলে। মর আপদ—আমার পেছনে লাগতে আসিস কেন? আমি কি জানি তা—আবার হেবো ছোঁড়াটা বলে কিনা—পিসীমা তুমি ত শুধু আমাদের পিসীমা নও—তুমি আমাদের পাড়ার গেজেট!

মীরা হাসিতে হাসিতে বলিল—কি হ'লো পিসীমা?

হ'বে আবার কি? আমার মাথা আর মুণ্ড—তোর ঢঙ্ দেখে বাঁচি না! ভাবলাম, যাই বৌটাকে একবার দেখে আসি—রোজই আসি আসি মনে করি, তা যে শরীর, আসবার জো আছে কি? তা নয় এলাম,—কোথায় হাড় হাবাতে ছেলে গুলো ছিল—কেউ বলে পিসীমা টালার পুলের উপর দিয়ে নাকি ট্রাম যাবে, কেউ বলে এ সপ্তাহে কটা ছোট ছেলে ও বুড়ী মরেছে, কেউ বলে ঢাকায় নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট কে এসেছে, আবার রাধার ছেলেটা বলে কিনা, পিসীমা বলতে পার, হেবোরা আজ পটল ভেজেছে না ঝিঙে ভেজেছে? আঃ মর! আমি কি করে জানব? বল্ তুই বৌ?

মীরা হাসিতে হাসিতে বলিল—ওরা আপনাকে খুব ভালবাসে কিনা —তাই ওরকম করে।

তোর ঢঙের কথা শুনে গা জ্বালা করে, ওরই নাম ভালবাসা—তা তুই বল্‌বি না ত, আর বল্‌বে কে? ওরে, ভালবাসাটা অত তুচ্ছ জিনিষ নয়, একটু বুঝে সুঝে কথাটা বল্‌তে হয়—দেখাতে হয়। ওই অসীম ছোঁড়াটা মীরা বলতে যেন অজ্ঞান——মীরা, মীরা, মীরা। মুখে বলতে ত আর বাধে না, আর পয়সাও খরচ নেই। তুমিও ভাবলে স্বামী কি ভালবাসাটাই না বাসে,—এর বুঝি আর তুলনা নেই। ওরে, এর পরে এই বুড়ীর কথা বুঝ্‌বি!

মীরার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য বিদায়গামী সূর্য্যের মত ম্লান হইয়া গেল। তারপর অতি করুণভাবে বলিল—পিসীমা, আমি এমনি ওকথা বলছিলাম, আপনি রাগ করবেন জানলে বলতাম না।

না, রাগ করব কেন? আচ্ছা তুই বল, ছেলেগুলোর অন্যায় কিনা? হ্যাঁ, কি বলছিলি, নাতনী ভাল আছে কিনা?—হ্যাঁ, ভাল আছে। আর ভাল থাকবেই বা না কেন? কারুর ত কিছু ক্ষতি করিনি—বল না? দু'জনে দু'জনকে নিয়ে বেশ মনের আনন্দে আছে। নাতজামাইটি আমার বেশ, বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরোয় না—সব সময়ই আমার বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এই যে সেদিন আমি বললাম—"দেখ বাপু, দিন কতক আমি ওকে নিয়ে যাই, অনেকদিন ত এসেছে—তা বউ কি বলব তোকে, সে বেটা একবারে আমার পাদু'টো জড়িয়ে ধরে কি করে যে বললে, তা আর তোকে কি বলব?"—

"দিদিমা ওকে নিয়ে যান ত আমি বাঁচব না—আমি যে একদিন ওকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। দয়া করে দিয়েছেন ত নিয়ে যাচ্ছেন কেন ?" তা আমি বললাম—না, এই ওর ঘর, এইখানেই ত থাকবে—মাথার সিঁদুর বজায় রেখে এই ঘরই ও আলো করে থাকবে। ও কোথায় যাবে ? তবে যে কদিন পোড়া প্রাণটা না বেরোয়, মনটা কেমন করে। একটা নাতনী—ভাইটারও একটা ছেলেপিলে হ'লো না। শেষে সে বললে—বেশ দিদিমা, এখন ধানের সময়, ধান উঠে গেলে, আমি নিজে সঙ্গে করে আপনার চরণ দেখতে যাব, আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসব। তা বল্ বউ, এ শুনে কি কেউ আর কিছু বলতে পারে ? তাই বললাম বেশ বাবা, তাই করো, বলিয়া পিসীমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—"কি জানিস বউ, বিশ্বাস কিছুতেই নেই—বিশেষ করে পুরুষ মানুষকে। এত ভালবাসা-বাসি—শেষে অসীমের মত না হয়। তবে বুড়ী আমার খুব শক্ত মেয়ে—আমার নাতনি ত ? আমি বলে দিয়েছি যে, একটু কিছু কোন রকম দেখলেই খুব চোখোচোখী রাখবি, আর প্রতি কথায় কথায় কৈফিয়ৎ নিবি। পুরুষ মানুষকে কড়া শাসনে রাখতে হয়, ওরা হচ্ছে—

"মুখের কথা শেষ না হইতেই মীরা বলিল—থাক্ পিসীমা থাক্, আর বল্‌তে হবে না, বুঝেছি।

বুঝবি না ত কি ? অসীম কি ওরকম হতে পারত যদি তুই শাসনে রাখতিস। বলে শাসনে ভূত জব্দ হয় তা, স্বামী ! এখনও তোর চোখ ফুটল না, ধন্যি তোর বুকের পাটা ! এই ত রমেনের মা বলছিল—রমেন দেখে এসেছে যে, অসীম কোন ছুঁড়ীকে নিয়ে ট্যাক্সি করে রাস্তায় রাস্তায়

হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। দিনে দুপুরে, ওমা ঘেন্নায় যাই! ওরে,—আমার আর কি বল্‌না? ভাবি, দুর ছাই, যা করে করুক, আমার কি? পোড়া প্রাণ কি বোঝে? অমনি বুকের মধ্যে খচ্‌ খচ্‌ করে ওঠে। হাজার হোলেও তোদের যা হোক ভালবাসি—চোখের সাম্‌নে এরকম দেখলে কি চুপ্‌ করে থাকা যায়, তাই তোরই ভালর জন্যে বলা। যাক্‌! সব ভাল আছিস্‌ তো? হাঁতের নোয়া বজায় থাক, অসীমের আমার মতি গতি ফিরুক। যাই, আজ আবার দাশুটার শরীর খারাপ, বৌটা একা সব করছে—আর একদিন আসব।

মীরা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—হ্যাঁ, আসবেন।

১০

পিসিমা চলিয়া গেলেন, কিন্তু রাখিয়া গেলেন সন্দেহের রেখা, মীরার মনে—নদীতটে পলির মত। সত্যি, কেনই বা তারা আমার স্বামীর বিষয় ওরকম বলে। আজ ছয় বৎসর ত বিবাহ হইয়াছে, এতদিন ত তারা কেহ কিছু বলে নাই! সত্যই কি এর মূলে কিছু নাই? না, মুখ দেখলে ত কিছু মনে হয় না!—সে যে সরল, সুন্দর! না, না, এসব মিছে কথা—রমেন বাবুর দেখতে ভুল হয়েছে, অথবা পিসিমারই শুনতে

ভুল হয়েছে। ওগো, এযে হতেই পারে না—কিন্তু হ্যাঁ, সেদিন সকালে জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌লেন—ও কিছু নয়, বাজে—স্বপ্ন কি কখন সত্যি হয় মীরা ? আচ্ছা, লোকে যে বলে, যেটা মনে মনে আলোচনা করা যায়, ঘুমঘোরে সেটাই নাকি স্বপ্নে দেখে। তবে কি তিনি তাই ভেবেছিলেন ? মনের জিনিষ কি স্বপ্নরূপে প্রতিফলিত হলো ? না গো না, ওগো আমার স্বামী—হৃদয়দেবতা ! তোমার নিজের কথাই—"ও সব কিছু নয়, বাজে"—ওগো, তাই তাই, বাজেই যেন হয়। আমার মনের কবাট নিজ হাতে বন্ধ করে দিয়েছ—তোমার ঐ কথাতে—আর সে কবাট খুলো না। ওগো যতই ঝড় ঝাপ্‌টা আসুক, কেহ সে কবাট খুলতে পারবে না—কেবল তুমি—তুমিই পারবে—তোমার একটি কথাতে—তোমার মনের পরিবর্ত্তনে। ওগো, আর যে আমি কিছু চাইনা—তোমার ভালবাসা যে আমার মনের সব জায়গা দখল করে রেখেছে—আর ত কিছু রাখবার আমার জায়গা নেই।

মনটাকে হাল্কা করিয়া ফেলিয়া মীরা স্বামীর খাবার করিতে লাগিল। দুপুরে অসীম ব্যাঙ্কে গিয়াছে, টাকার সুদ আনিতে—কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায় এখনও বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া মীরা উদ্বিগ্ন হইয়া এক একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। রাত্রি আটটার সময় অসীম বাড়ী ফিরিলে, মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"এত দেরী, সেই দুপুরে বেরিয়েছ" ?

অসীম হাসিয়া মীরার চিবুক ধরিয়া বলিল—টাকাটা নিয়ে আসবার সময় দেখলাম এলবার্ট হলে বড় মিটিং, তাই শুনে এলাম। তুমি চা খেয়েছ ত মীরা—বিকালে ?

"এখনি আসছি আসছি বলে আর বিকালে চা করিনি। হাতমুখ ধোও, আমি চায়ের জলটা চাড়িয়ে আসি। বলিয়া মীরা প্রস্থান করিল।

মীলা এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল, বোধ হয় তার বাবার উপস্থিতিতে জাগিয়া উঠিল। সেও বোধ হয় জানে—তার বাবা শুধু তার মাকে নয়—তাকেও আদর করে চুমু খায়। সে নয় প্রতিদানই দিতে পারে না, তা বলে কি আর আদর বোঝে না? না বুঝলে কি আর সে তার বাবার কোলে চুপ করে থাকে? যেখানে ভাল না লাগে, সেইখানেই ত সে কাঁদে!

অসীম যখন মীরার সহিত মুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছিল, মীলা ত হাসিয়াই আকুল—কি দেখিল বা বুঝিল সেই জানে, তবে বোধ হয় ভাবিতেছিল—ওঃ, এসেই আগে মার সঙ্গে কথা, মাকে আদর করা আর আমাকে শেষে! আচ্ছা আর একটু বড় হই, বাবা বলে ডাকতে শিখে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরি, তখন দেখবে আপনা হতেই আমাকে আগে কোলে নিতে হবে, তারপর অন্য সব—এই আমি বলে দিচ্ছি, দেখে নিও!

অসীম আসিয়া মীলাকে বুকের উপর তুলিয়া লইল। তারপর কত আদর! কত কথা! মীলা শুনিয়া যাইতেছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে নিজের কচি কচি হাতদুটি মুখের ভিতর পুরিয়া কি এক অস্ফুট উচ্চারণ করিতেছিল—যা শুধু মীলাই বোঝে—আর যে নিজের কথাতে সেই অস্ফুট বুলির রূপ দিতে পারে—সেই শুধু কল্পনাতেই বলিতে পারে।

চায়ের পিয়ালা হাতে করিয়া আনিয়া মীরা বলিল—উঃ, খুব যে আদর খাওয়া হচ্ছে? পোড়ারমুখী, এখন কথাটি নেই! আবার

হাত ছুটো কাঁধের উপর দিয়ে মুখের উপর গাল পেতে রাখা হয়েছে। বাপ সোহাগী—আমার কোলে যত কান্না।

না তুমি বোঝ না! আমার লক্ষ্মী মা—বড় হ'লে আমায় কত আদর করবে, বলিয়া অসীম তাহাকে কোলের উপর বসাইয়া চায়ের কাপ্‌টি হাতে লইল, তারপর বলিল—সত্যি মীরা, কি করে যে এর উপর আমার এত মায়া পড়ল্‌—তাই আমি ভাবি? ছেলেবেলা থেকে মেয়ে আমার তেমন ভাল লাগে না—ছেলে যাহোক তবু ভাল লাগে। তাই ভাবি—কিসে মনের এত পরিবর্ত্তন করে দিল? সত্যি—বাইরে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ এর মুখ মনে পড়ে—কতক্ষণে গিয়ে দেখব! আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই মীরা।

তাত হবেই! এখন কি আর আমার কথা মনে পড়বে? এতদিন যে আমি আছি তাতো মনে পড়বে না, আজ দু'দিনের যে—তার কথাই খালি মনে পড়বে।

অসীম চা খাইতে খাইতে বলিল—তুমি রাগ করছ্‌ নাকি? ওগো তোমার কথা তো সব সময় আমার অন্তরে গাঁথা। তবু যে নূতন অতিথি—যে দাবী প্রতিষ্ঠা করতে এসেছে, তার'ও ত সম্মান—দাবী রাখা দরকার মীরা!

আচ্ছা, তুমি চা খাও, আমি এখন খাবারের যোগাড় দেখিগে, বলিয়া মীরা রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে মীরা বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল—পিসীমার কথা জিজ্ঞাসা করিব কিনা? যদি ভাবেন, আমি ওঁকে সন্দেহ করি...... জিজ্ঞাসা করা মানেই ত অবিশ্বাস করা! শেষে অনেক

ভাবিয়া চিন্তিয়া মীরা স্থির করিল, জিজ্ঞাসা করাই ভাল। এ এক অশান্তি, নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। তাই মীরা স্বামীর খুব কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার একখানি হাত নিজ হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"জানি তুমি আমায় খুব ভালবাস, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে—কোন কথা আমার কাছে গোপন করনা, করনা বলেই তোমার মুখে শুনতে চাই যে সেকথা একেবারে মিথ্যা—মোটেই সত্যি নয়। এ অসম্ভব কল্পনার জিনিষকে ওগো কি করে আমি সম্ভব বলে মেনেনি—তার রূপ দিয়ে। না, তা পারিনা—যতক্ষণ না তোমার নিজের মুখে শুনতে পাই।

অসীম বলিল বেশ, বল কি শুনতে চাও?

মীরা খুব ধীর ভাবে বলিল—আজ পিসীমা এসেছিলেন দুপুরে। অনেক কথার পর বললেন, "তুমি নাকি মোটরে করে কাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে! ওগো, একি কখন বিশ্বাস করা যায়? এও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

অসীম খুব ধীরভাবে বলিল—কাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—বল?

মীরা বলিল—কোন একজন মেয়ে লোককে নিয়ে!

অসীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মীরা তাহার হাত দু'টি একটু জোর দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ওগো বল, এ কি করে বিশ্বাস করি, চুপ করে রইলে কেন—বল?

অসীমের মুখ মীরার মুখের খুব নিকটে—তার ঘন ঘন তপ্ত নিঃশ্বাস মীরার মুখের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছিল। মীরা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল—বল, কেন প্রাণ আমার দোলাচ্ছ? কেন এত ইতস্ততঃ করছ?

তখনও অসীমের হাত মীরার হাতের মধ্যে—তার কপালের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুইএকগাছি চুল বাতাসে উড়িয়া অসীমের কপালে পড়িতেছিল।

অসীম খুব ধীরভাবে বলিল—মীরা, এখনও বলছি, জীবনে আমি কোনদিন কোন কিছু তোমার কাছে লুকোই নি, কিন্তু সে দিন গোপন করেছি একটা কথা, শুধু তোমারই জন্য, তোমার চোখের জলের জন্য।

বল, বল, থামলে কেন? তাহ'লে কি আমায় পিসীমার কথাই বিশ্বাস করতে হবে?

না মীরা, পিসীমা যা বলেছেন তা ঠিক নয়। সে দিন টিকিট কিনতে গিয়ে সত্যই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার সঙ্গে বিডিন ষ্ট্রীট পর্যন্ত এসে সে চলে গেল—আমি বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল—দেখি সেই যে ভিক্ষা দিয়েছিল—বড় বিপদে পড়েছি বলে সে আমায় গাড়ীতে তুলে নিল। বিপদ কথাটা শুনে ভাবছি —গাড়ী ছেড়ে দিল। তারপর সে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল, কিন্তু বিপদ তার কিছু নয়—সে বাঁশী ভালবাসে, একটা বাঁশী কিনে এনেছিল— সেইটা দিয়ে বাজাতে বললে। আমি রাজী হলাম না—চলে আসছিলাম। তার অনেক কাকুতি-মিনতিতে বাজালাম—কি করব মীরা? সত্যি স্বেচ্ছায় যাইনি, আর গোপন করেছিলাম, আগেও বলেছি, এখনও বলছি —তোমার চোখের জলের জন্য। মীরা, সেদিন সেখানে টাকা আনতে গিয়েছিলাম শুনে তুমি কেঁদেছিলে—সমস্তক্ষণ তোমায় ছল্ ছল্ চোখ— ওকি, মীরা তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন?

অসীমের হাত তখনো মীরার হাতের উপর ছিল—হঠাৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হাতটি শিথিল হইয়া গেল। অসীম মীরা—মীরা

বলিয়া ডাকিয়া উত্তর পাইল না—তারপর দেখিল—মীরা মূর্চ্ছা গিয়াছে। অসীম চিৎকার করিয়া ঝিকে ডাকিল। ঝি জল আনিয়া দিতে অসীম মীরার মাথা নিজ কোলের উপর লইয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মীরার একটু জ্ঞান হইল, সে পাশ ফিরিয়া শুইল। অসীম ডাকিল—এখন একটু ভাল বোধ করছ? বল, বল মীরা—?

মীরার তখনও ভালভাবে ঘোর কাটে নাই—নীরব রহিল। আরও কিছুক্ষণ হাওয়া ও জল দিবার পর মীরার জ্ঞান হইল—চক্ষু চাহিয়া দেখিল—অসীম মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া হাওয়া করিতেছে—তাহার মাথা অসীমের কোলের উপর। মিনিট খানিক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া মীরা চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।



সেদিন রাত্রের ঘটনার পর হইতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেমন যেন একটা মনের ব্যবধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে। জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য যেমন করিতে হয়, মীরা তেমনি করিয়া যায়। অসীম আর বাড়ী হইতে বাহির হয় না—সর্ব্বদা মীরার মনকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করে—কিন্তু মীরার মনের ভিতর অশান্তির কালো মেঘ উঠিয়াছে—ধীরে ধীরে সমস্ত মনটার

উপর স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। এখন মীরা মীলাকে বুকে লইয়া সময় সময় কাঁদে, অসীমের স্মৃতি হইতে পলাইয়া থাকিবার চেষ্টা করে। কথার মাঝে মীরা হাসিলেও—সে হাসিতে আগের মত আর প্রাণ নাই—কথায় আগের মত আর মাদকতা নাই। একদিন অসীম বলিল—"চল আজ চিত্রায় ভাল বই আছে, দেখে আসি!

মীরা বলিল—আজ বড় মাথা ধরেছে, তুমি দেখে এসো।

অসীম বলিল—মীরা, এখনও তুমি আমায় ক্ষমা করনি—আমি তো আর বাড়ী থেকে বেরোইনে—তোমার কাছে অপরাধী হওয়া থেকে! কেন বায়স্কোপে যাবে না—বল? চল্ মীরা, আমার কথা শোন!

মীরা বলিল—সত্যি আমার মাথা ধরেছে—তুমি যাও!

উঃ! এততেও তুমি আমায় ক্ষমা করলে না! আমি জানি তুমি ব্যথা পেয়েছ—সেদিন রাত্রি থেকে তোমার মুখে হাসি নেই—যদিও বা হাস, সে জোর করে—ভেতর থেকে টেনে এনে। তুমি কথা কও—সে কথার মধ্যে তোমার ক্রন্দনের রূপ ফুটে ওঠে। আরো দেখতে পাই, তুমি আমার সাম্‌নে থেকে সরে থাকবার চেষ্টা কর। মীরা, আমি নিজেই আমার মনের উপর অপরাধের বোঝা চাপিয়েছি, আর সেই অসহ্য বোঝার উপর তুমিও যদি আবার বোঝা চাপাও—তাহ'লে জগতে ত আমার কোন সান্ত্বনাই থাকে না। মীরা, মীরা, কথা কও, বল ক্ষমা করেছ!

মীলাকে দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে মীরা বলিল—আমি ত কিছু বলছিনে—ও বিষয় কেন তুলছ।

না মীরা তুমি একবার বল—ক্ষমা করেছি। আর আমার এ ভুল হবেনা।

ঝি আসিয়া মীলাকে লইয়া গেল।

অসীম মীরাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল—চল তবে বায়স্কোপে যাই—আর ত আমাদের পরস্পরে মনের ভিতর কিছু নেই মীরা ?

অসীমের অনেক পীড়াপীড়িতে মীরা গেল—কতদিন সে আসিয়াছে, ঠিক এমনি করিয়া স্বামীর পাশে বসিয়াছে, কিন্তু সে বসায় মনে কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কত গরিমা—আর আজ ? সেই চিত্রা, সেই স্বামী, তবে কেন মনের মাঝে বিষাদের কালিমা। অসীম মাঝে মাঝে বুঝাইয়া দিতেছে—মীরা হুঁ হাঁ দিতেছে, কিন্তু মন যেন অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। বায়োস্কোপ হইতে বাড়ী ফিরিয়া আহারাদির পর উভয়েই শয়ন করিল। মীরার কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না—কত [illegible] কল্পনার মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মীরা ভাবিতে লাগিল—আচ্ছা, কি করে মানুষ ও রকম হয়—এত পরিবর্ত্তন ? হয় বইকি, উনি নিজ মুখেই বলেছিলেন ঐদিন—"আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই কি করে আমার এত পরিবর্ত্তন হ'লো—আর নূতনের সম্মান আগে দেখাতে হয় যে তার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে আসছে"...... তবে আর এ অসম্ভব কি ? মেয়ে ত শুধু উপলক্ষ—অন্তরের আসল কথা ঐখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—চেপে আর কতদিন রাখা যায়। একটু জায়গা পেলেই কোনো না কোন ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে। পিসিমা ত ঠিকই বলেছেন—"পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই!" ওগো, বিশ্বাসের কি এই প্রতিদান তুমি নিজ হাতে দিলে ? পিসিমা বলে-

ছিলেন—"এর পরে বুঝবি, এ বুড়ীর কথা মনে পড়বে!" না পিসিমা, আমি খুব বুঝেছি—তোমার কথাই ঠিক—আর বুঝেছি বলেই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। বলেছিলে···"মীরা—মীরা, আর মীরা ভাবলে ক ভালবাসাটাই না বাসে—এর আর তুলনা নেই!"—সত্যিই এর তুলনা একদিন ত ছিল না—আমি কেন, অনেকেই ত বলতো—কিন্তু আজকের এই পরিবর্ত্তনেরও বুঝি তুলনা হয় না আর কারোর সঙ্গে। মিথ্যা কি কখন চাপা থাকে? তার স্বরূপ একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে। আচ্ছা সেদিনের কথা বললেন, আর এ দিনের কথা চাপলেন কেন? উনি বললেন—আমার চোখের জল দেখতে পারেন না তাই—শুধু আমার চোখের জলের জন্য—তাই যদি হবে, ওগো আজ আমার চোখের জল কি করে শোধ করবে—আর কি দিয়ে আমার সে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে! এ চোখের জল, এ মনের অশান্তি তুমি কি দিয়ে থামাবে? আচ্ছা, পিসিমারও ত স্বামী ও রকম হয়েছিলেন। পিসীমা বললেন—"আর যান নি—সেই দিন থেকে"—ইনি, ইনিও কি ছাড়তে পারেন না! পারেন বোধ হয়—কি জানি হয়ত বা না'ও পারেন।

মীরা একবার ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল, তারপর আস্তে আস্তে মাথাটি স্বামীর পায়ের উপর রাখিয়া আরো কত কি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। জানালা দিয়া এক ঝলক জ্যোৎস্না তাহার ঘুমন্ত মুখের উপর পড়িয়া—তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে মনের জ্বালা ক্ষণেকের তরে ভুলাইয়া দিল।

অসীম চলিয়া যাইবার পর সবিতা একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল, যতক্ষণ না অসীম দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া গেল—তারপর বাঁশীটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। বাঁশীই ত তাঁর মুখে প্রাণ পেয়েছে—বাঁশীর স্বরেই তাঁকে আমায় চিনিয়ে দিয়েছে! বাঁশী, বাঁশী, বাঁশী—কই, বাঁশী নামে ত প্রাণ তৃপ্ত হয় না—তার সঙ্গে যে প্রাণ অন্য কিছু চায়···একটু, একটু ভালবাসা! তা'হলে বাঁশীকে ভালবাসিনে—বাসি তার বাদককে? আরো তো অনেকেই বাজায়—অনেকেরই বাঁশী শুনেছি—কই, প্রাণ ত তেমন শোনবার জন্য ব্যগ্র হয়নি, হাহাকার করে ওঠেনি—এর কারণ কি? শুধু কি তাঁর চেহারা! না, চেহারাই বা কি এমন ভাল? রং ত খুব ফরসা নয়, শ্যামবর্ণ—মুখশ্রীও মাঝামাঝি—হ্যাঁ, চোখ দুটি বেশ—তবে বিশেষ কি আছে? অনেক পুরুষের ত এ গৃহে পদার্পণ হয়েছে—তাদের গোলাপের মত রং—বাঁশীর মত নাক, পয়সার ছিনিমিনি খেলা—কই প্রাণকে ত টানতে পারিনি—দেহ ত মনের ব্যগ্র আলিঙ্গনে ছুটে যায়নি—হাহাকার করে ওঠেনি। হ্যাঁ, উঠেছিল, মৌখিক বাহিরের রূপ নিয়ে, পয়সা আদায়ের জন্য—সম্বন্ধ শুধু পয়সার—মনের নয়! কই, অসীমবাবুর পয়সা আছে কি নেই, কি করেন—তাত খোঁজ করিনি—আর করবই বা কি, উনি ত এখানে কোনদিন পতঙ্গ হয়ে আসেন নি—আমিই ত জোর করে এনেছি—কেন? প্রাণ কি চায় তাঁর কাছ থেকে? মন

বলছে ভালবাসা—দরদ—কারুর কাছে পাইনি, অথবা আমিও দিইনি, তাই পাইনি! অসীমবাবুকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি—কেন বাসবনা? এতদিন বাসবার মত মন পাইনি, আজ পেয়েছে, তাই বেসেছে। কিন্তু অসীমবাবু—তিনি কি বাসবেন—তাঁর ত স্ত্রী আছে—যদি না বাসেন? না বাসুন আমি বাসব—সমস্ত প্রাণ দিয়ে... ..বাসব কি বেসেছি! ঐ সেদিন ত উষা গাইছিল—"আর কারে যদি ভালবাস সখা, আর যদি নাহি ফিরে চাও, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুঃখ কেন পাই গো" তবে তাই অসীমবাবু, তুমি না বাস্‌তে পার—আমি তোমায় বাসি—তাতেই প্রাণে আমার তৃপ্তি। কিন্তু তৃপ্তি কোথায়? প্রাণ যে চায় তাঁকে, খুব কাছে। না, ওসব কিছু নয়, কবির কল্পনা! অসীমবাবুকে চাই—খুব কাছে একবারে নিজের করে নিয়ে, তা নইলে প্রাণের মধ্যে এই হাহাকার নিয়ে যে পাগল হয়ে যাব! এত তো ছলাকলা শিখেছি, কতজন ত তাতে নিজেকে একেবারে ভাগ্যবান মনে করে—কিন্তু অসীমবাবুকে সে সব দেখাতে কেমন যেন লজ্জা হয়—আপনা হ'তে বেধে যায়! মন বলে ওঠে—"অন্তরের জিনিষ অন্তর দিয়ে টান্‌বি—বাহ্যিক টান ত অন্তরের নয়"! কি রকম একটা লজ্জা, বেশ সঙ্কোচ ভাব—আমার বেশ লাগে। প্রথম যে দিন দেখলাম—সকলেই তো কত কথা বল্‌লে, কিন্তু উনি ত একবার চেয়েও দেখলেন না—আপন মনেই বাঁশী বাজিয়ে গেলেন—শুধু শেষে একবার তাকালেন—কোন কথা বল্‌লেন না। তারপর যেদিন টাকার জন্য এ বাড়ীতে আবার এলেন, সেদিনও ত সেই সঙ্কোচভাব। দু'জনত ঘরে আগেই ঢুকেছিল,

কিন্তু কই, উনি ত ঘরে ঢোকেন নি! শেষে যখন তারা ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো—কি এক রকম মুখের ভাব—চুপটি করে বসে রইলেন...অনেক বলাতে বাঁশী বাজালেন। বেশ লোক! বুঝলাম এঁর আসবার ইচ্ছা ছিল না—ওরাই জোর করে নিয়ে এসেছে! তারপর আজ রাস্তায় দেখা, নিয়ে ত এলাম এই ঘরে! কই, কোন কথা বললে তো ঠেল্‌তে পারলেন না! খাবার ছোঁয়ার কথা বলাতে মুখের ভাব কি রকম করে বল্‌লেন "না, আমি ত তা বলছি না, কেন তুমি ওকথা বলছো—" তারপর ত আমারই হাতে করে দেওয়া জিনিষ খেলেন, পাছে আমি ব্যথা পাই! না, দরদী ওঁকেই বলা চলে, তা নইলে এত শীঘ্র ব্যথা বুঝবেন কি করে? তারপর সেই এক মধুর কথা, এখনও ত কাণে কাণে ফিরছে...ওখানে পায়ের কাছে কেন, ঐ চেয়ারটায় উঠে বসো।" কেন বলবেন না—নিশ্চই বলবেন, সে অধিকার তাঁর আছে আমাকে বল্‌বার—আর আমাকেও শুন্‌তে হবে! প্রাণে লাগলেই লোকে বলে থাকে—তবে কি তাঁর প্রাণে লেগেছে? হ্যাঁ, লেগেছে! তবে কেন ওরকম দূরে দূরে চলে যাও, ভাল করেই টেনে নাওনা? ওগো, আমি যে তোমার জন্য আমার সমস্ত কিছু উন্মুখ করে রেখেছি—নাও. নাও নাও—

—এমন সময় ইন্দু আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"কিলো, কি ভাবছিস আপন মনে। দিন দুপুরে যখন তখন ত কৃষ্ণের উদাস ভরা বাঁশী বাজছে—মিলনের বাঁশীটা কবে বাজবে...এদিকে যে আমার রাধিকার প্রাণ যায়!—"

সবিতা বলিল—সময় হলেই বাজবে—তখন শুনতে পাবি?

১৩

অসীম যখন দেখিল মীরার মন হইতে সে ভাব যায় নাই, বরং দিন দিন আরো বেশী করিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে চায়, তখন অসীমের মনে কি রকম একটা বিশ্রী রেখা ফুটিয়া উঠিল। একি! দিন্‌রাত কেবল বিমর্ষভাব—মুখে হাসি নেই, আগে কত এটা ওটা ছুতা করিয়া কাছে আসিত—আর আজকাল আসা ত দূরের কথা, বরং ডাকিলে পরে ছুতা করিয়া চলিয়া যায়। কেন, কি আমার হয়েছে—সেখানে গিয়েছিলাম? তাত অনেকবার বলেছি স্বেচ্ছায় যাইনি—সে নিয়ে গিয়েছে—আর সেখানে গিয়েছি মানে বাঁশীটা বাজিয়ে চলে এসেছি—তাও তার অত কাকুতি-মিনতিতে। বেশ, গিয়েছি—যাওয়া অন্যায় হয়েছে—তার জন্য ত অনেক ক্ষমা চেয়েছি—তাতেও কি মার্জ্জনা নেই? বাড়ী থেকে বেরোনো পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলাম, তারই মন ভাল রাখবার জন্য। আমিত সর্ব্বান্তকরণে মীরাকে ভালবাসি, তার মন ভাল রাখবার জন্য, তার মুখের হাসি দেখবার জন্য—জগতের সব কিছু আমি যে করতে পারি। কিন্তু মীরা বোঝে কই? সে হাসি, সে প্রাণ খোলা ভাব কই? আচ্ছা, মীরা কি ভাবে—আমি তাকে ভালবাসি? ছিঃ ছিঃ; মীরার মন কি করে এ জিনিষ কল্পনায় আনে? আনে ত নিশ্চই—তা নইলে এ ভাব হবে কি করে? তা হলে মীরা নিশ্চয় আমায় সন্দেহ করে—কেন এ সন্দেহ? এ সন্দেহের মধ্য দিয়ে কি আমাদের জীবনকে নিয়ে যেতে হবে? না না, এ ভাব নিয়ে ত একদিনও আর যাওয়া উচিত নয়! কি করে

মীরার এ ভুল সন্দেহ ভেঙ্গে দিই ? এ কথা তুললেই ত বলে—"ও সব কথা কেন তুলছ, আমি ত ও বিষয় কিছু বলছিনে" না, আজই মীরার সঙ্গে এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করতে হবে—আজই নয়—এখনি, বলিয়া অসীম রান্নাঘরের দিকে গিয়া দেখিল যে মীরা গালে হাত রাখিয়া একমনে কি ভাবিতেছে। মীরা জানিতেও পারিল না অসীম আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অসীমের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—শকুন্তলার সেই ছবির দৃশ্য—দুর্ব্বাসার আগমন জানিতে পারে নাই, যার ফলে দুর্ব্বাসার অভিশাপ··· তাই অসীম যখন দৃঢ় মন লইয়া যাহোক একটা মীমাংসা করিতে আসিয়াছিল, তখন অন্যমনস্কতা ও অপরপক্ষের প্রচণ্ড ক্রোধ স্মরণ করিয়া আর সে-কথা তখনি তুলিতে ইচ্ছা হইল না, শুধু ধীর ভাবে ডাকিল—মীরা কি ভাবছ বলনা ?

মীরা চমকাইয়া উঠিয়া সে ভাব দমন করিয়া বলিল—"কিছু নয়, বড় মাথা ধরেছে—যাই মেয়েটা হয়ত এতক্ষণ উঠে কাঁদ্‌ছে, বলিয়া মীরা যেমন রান্নাঘর হইতে বাহির হইতে যাইবে, অমনি অসীম তাহার বাঁ হাতটি ধরিয়া বলিল—"মীলা ঘুমুচ্ছে, আমি এই দেখে আস্‌ছি! আচ্ছা সত্যি বলত মীরা, কি ভাবছিলে ?—আমাকে বল ?

মেঝের দিকে মুখ রাখিয়া মীরা বলিল—"ভাববার আর কি আছে মাথাটা ধরেছে, তাই এমনি বসেছিলাম"।

অসীম তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া হাসিয়া বলিল—কই, আগে ত ধরত না—আজকাল প্রত্যহই কি মাথা ধরে ? আজই ডাক্তার নিয়ে আসছি। দেখি, মাথার কোনখানটায় ধরেছে বলিয়া অসীম মীরার মাথার উপর মুখ রাখিল।

মীরার ভিতর হইতে কান্না বাহির হইয়া আসিতেছিল... এর উপর আবার হাসি ঠাট্টা কেন—এততেও কি সাধ মিটিল না? ওগো কেন, আমি তো তোমায় কিছু বলছিনে—শুধু নিজের মনে কাঁদবারও কি অধিকার আর আমার নেই? তাই মীরা বাহিরে সে ভাব দমন করিয়া বাহুবাধন হইতে ছাড়াইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—রোগ কখন কি ভাবে আসে কেউ বল্‌তে পারে? আগে ধরতো না—শুনতে না, এখন ধরছে—শুনছো!—ছাড়, মেয়েটা অনেকক্ষণ দুধ খায়নি—দুধ খাইয়ে আসি?

অসীম বলিল—তা মেয়ে উঠুক আগে। ছোট ছেলেপিলে ঘুমুলে তাকে জাগিয়ে কিছু খাওয়াতে নেই।—আচ্ছা, চল ঐ ঘরেই যাই. ওখানে বসেই কথা হবে।

কি কথা, এখানেই বলনা?

অসীম বলিল—তুমিত ঐ ঘরে যেতে চাচ্ছিলে—মীলাও বোধ হয় এতক্ষণ উঠ্‌তে পারে—ও ঘরেই চল।

মীরা আর কিছু বলিল না, অসীমের সহিত উপরে শয়ন ঘরে আসিল।

অসীম বলিল—বস মীরা, ঠিক আমার পাশটিতে, যেমন ক'রে আগে বসতে—এই ধর দিনকতক আগে—।

মীরা বলিল—বল তোমার কি বল্‌বার আছে, এখনি মেয়ে উঠবে।

অসীম হাসিয়া বলিল—মেয়ে উঠ্‌লে মেয়ের মা তো কাছেই রয়েছে-তার আর ভাবনা কি বলিয়া অসীম মীরাকে নিজের খুব কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—"আচ্ছা, মীরা সত্যি করে বলতো, তোমার এ ভাব হলো

কেন—সে হাসি কোথায় গেল? তোমার মুখের হাসি যে আমায় জগতের সব জিনিষ ভুলিয়ে রাখে!—সে হাসি কেন তুমি লুকালে মীরা, বল?

মীরা আর থাকিতে পারিল না—স্বামীর বাহুর উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—মুখ দিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

অসীম তাহাকে তুলিয়া, নিজ বুকের উপর তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—হ্যাঁ কাঁদ মীরা, মনটাকে হাল্কা করে ফেল!

কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিল, তারপর অসীম বলিল—বল মীরা, যদি তোমার মনের কোণে একটু কিছু উঠে থাকে—আমায় ভেঙ্গে বল! দু'জনকেই ধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে হ'বে—তার চাইতে যাতে পথ করে বেরুতে পারি, তার চেষ্টা করা কি উচিত নয় মীরা? বুঝেছি, তুমি আমায় সন্দেহ করেছ, যেদিন শুনলে সেখানে গিয়েছিলাম—তার উপর পিসিমার কথা সেটাকে আরো দৃঢ় করে দিয়েছে—সবই আমার অদৃষ্ট। মীরা, মীরা আমি তোমার সাম্‌নে যা দিব্যি করতে বল্‌বে—তাই করতে প্রস্তুত আছি...মেয়েকে ছুঁয়ে বল্‌ছি বলিয়া অসীম যেমন নীলাকে স্পর্শ করিতে যাইবে, অমনি মীরা বলিল—না, কখন মেয়েকে ছোঁবে না ওরা নারায়ণ—ওদের নিয়ে খেলা নয়"—

অসীম বলিল—তাইতে ত ছুঁতে চাইছি—তবে শোন, আমি এখনও বল্‌ছি, সেখানে আমার কিছু নেই, সেখানে গিয়েছিলাম শুধু তার ফিকিরে পড়ে—আর বাঁশী বাজিয়েছিলাম, আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। যদি তোমার মনে কোন সন্দেহ জেগে থাকে, তা সম্পূর্ণ ভুল—আমার প্রতি অবিচার করা হবে। এ মনের ভিতর তোমার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে

গেছে—একেবারে পাথরে গাঁথার মত...সে গাঁথা ভাঙ্গবার কারো সাধ্য নাই। হাঁ, ভাঙ্গবে, যেদিন ওপারের বাঁশী এসে চুপি চুপি কাণে বাজবে—ও পারে নিয়ে যাবার জন্য। আমার প্রতি কেন এ অবিচার কর মীরা? তোমাকে নিয়ে আমি জগতের সব দিক ভুলে আছি—আর কিছু দেখবার আমার অবসর কোথায়? আর তা ছাড়া আমার অভাব কি? তোমার মত স্ত্রী যার, তার ত কিছু অভাব থাকতে পারে না? দুঃখ হয় মীরা, তুমি আমায় ভুল বুঝলে—? বল মীরা, আবার আমরা পূর্ব্বের মত জীবন যাপন করব—কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচ করব না!

মীরা মুখ তুলিয়া বলিল—জানতাম তাই আগে—বুঝিবা আমার মত স্বামীর ভালবাসা কেউ পায়নি—কেউ পাবে না, কিন্তু আর তো আমি তা ভাবতে পারিনে—জেনে শুনে কি করে তা ভাবি? মনে আমার কত জোর ছিল—কত জোর নিয়ে আমি যে স্বামীর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতাম। সকলকে বলতাম—চরিত্রবান স্বামী পাওয়া কত তপস্যার ফল! কিন্তু সে জোর আজ আর আমার কোথায়?

অসীম উত্তেজিত হইয়া বলিল—মীরা মীরা, আমাকে ভুল বুঝোনা—এখনো বলছি চরিত্রে আমার কোন দাগ পড়েনি, যেমন শুদ্ধ ছিল তেমনি আছে··· তবুও তুমি বিশ্বাস করলে না?—জানিনা এ সন্দেহের পরিনতি কোথায়?

মীরা আর কিছু বলিল না, শুধু কৌচের একটা হাতল নখ দিয়া খুঁটিতে লাগিল।

অসীম বলিল—শোন মীরা, আমি কোনদিন তোমার উপর উত্তেজিত হয়নি, কিন্তু আজকে হয়েছি, কারণ প্রাণে বিশেষ কষ্ট

পেয়েছি। এ বিশ্বাসের একমাত্র উপায়—আমার মরণ—তা ছাড়া আমি আর কিছু উপায় পাচ্ছি না বলিয়া অসীম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মীরা মীলার পাশে তাহার বালিসে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

১৪

সেদিন সকাল হইতে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে—মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গর্জ্জন, বিজলীর ক্ষণিক খেলায় প্রকৃতিকে এক নূতন সাজে সাজাইতেছিল। স্বামী স্ত্রীর মনের মধ্যে বরষার মেঘ একটু একটু করিয়া জমিতেছিল—বড় একটা দু'জনে কথাবার্ত্তা হয় না, হইলেও সে কথা ফাঁকা—কোন দাম্পত্য প্রণয়ের আর ভাব নাই বরং পূর্ণ বিচ্ছেদের পূর্ব্বসূচনার গন্ধই মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসে।

ওয়াটার প্রুফ্‌টা গায় ফেলিয়া অসীম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে উঠিতেছিল—কেন যে সেই গানের দলে গিয়েছিলাম—তা নইলে সেও আমায় জানত্‌না; আমাকেও সেখানে গিয়ে বাঁশী বাজাতে হতো না। তাহলে ত কোন গোলই হতো না—মীরা কি সন্দেহ কর্‌তে পারত? কেন, মীরারই বা সন্দেহ করবার আছে

কি ? স্বামী স্ত্রী যদি পরস্পরে সন্দেহের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে—সে সংসারে সুখের কোথায়? না, মীরার মন থেকে এ সন্দেহ কখন যাবে না—কিছুতেই না, মিছামিছি এ সন্দেহের বোঝা? না—যদি তাই বইতে হয়, তবে সত্যি বওয়াই ভাল—তবু নিজের মনের কাছে ত তৃপ্তি পাব যে বিনা দোষে সে আমায় সন্দেহ করে না! মনের মধ্যে এই সব ভাঙ্গা গড়া লইয়া, উদভ্রান্তের মত রাস্তা ঘুরিয়া অসীম সবিতার বাড়ীর সামনে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মিনিট কতক বাড়ীটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল ও শেষে খুব তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে তখন বিভিন্ন ঘর হইতে গান বাজনার আওয়াজ আসিতেছিল। অসীম উপরে উঠিয়া—একেবারে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

সবিতা তখন আরসির সামনে দাঁড়াইয়া রুমালের একটি কোন দিয়া অতি সন্তর্পণে নিজের রক্তিম ওষ্ঠদ্বয় পুঁছিতেছে। আরসিতে অসীমের প্রতিবিম্ব পড়িবামাত্র সবিতা ফিরিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিয়া অসীমের হাত দুটি নিজ হাতে লইল, তারপর বলিল—"আজ আমার একি দিন, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—আজ সত্যি অসীমবাবু, সমস্ত দিন প্রাণটা কি রকম করছিল—আপনার জন্য—এ ব্যথা তাঁর চরণে বোধ হয় আঘাত করেছিল, তাই তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

সবিতার পরণে ছিল চাঁপা রঙের সিল্কের সাড়ি, সেই রঙের কাঁধের নীচে হাতকাটা ঢিলে ব্লাউজ—তাতে আরো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে তাহার দেহ বর্ণের শুভ্রতা—যৌবনের সমস্ত আনুসঙ্গিক নিয়ে। পাড়টা মাথার খানিকটা ছুঁইয়া, বুকের উপর দিয়া আসিয়া আঁচলা সমেত

সম্মুখে ঝুলিয়া রহিয়াছে। পায়ে জরী দেওয়া স্লিপার—বিদ্যুতবাতির আলো পরিয়া ঝকমক করিতেছে।

অসীম মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—সবিতা দেখিতে ত মন্দ নয়! কই, দুদিনত এ বাড়ীতে এসেছিলাম, এ রকম ত কোনদিন দেখায় নি!

সবিতা হাসিয়া বলিল—কি দেখছেন, খারাপ দেখাচ্ছে তাই—না?

না না, খারাপ কেন দেখাবে—বেশতো দেখাচ্ছে!

আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আচ্ছা অসীমবাবু, আপনি ত বাঁশী বাজাতে পারেন ভাল—গানেও বোধ হয় সেই রকম—কি বলেন?

অসীম বলিল—না, গান আমি গাইতে পারিনে, মোটেই না—তুমি নিশ্চয় ভাল গাইতে পার?

হ্যাঁ, না—তা পারি—একটু আধটু চেষ্টা করি। লোকে ত বলে ভাল লাগে, তবে আপনার কি রকম লাগবে জানিনে। শুনবেন—না হয় একটু চেষ্টা করে দেখি!

অসীম সবিতার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিল—লোকে বেশ্যাদের বিষয় কত কি বলে, কিন্তু কই, সবিতার ত সে রকম কিছু নাই—কথাবার্ত্তা বেশ মার্জ্জিত—তাই ভাবিতে ভাবিতে অসীম বলিয়া ফেলিল—"বেশ তো, গাওনা।"

ঘরের এক কোণে একটি টেবিল হারমোনিয়ম ছিল—সবিতা ডালাটি তুলিয়া তাহাতে সুর দিয়া গান ধরিল-

"সুন্দর আজি অতিথি-মম গৃহে পরমোৎসব রাতি"—

সবিতা গান গাহিয়া চলিয়াছে—দৃষ্টি আবদ্ধ অসীমের মুখের উপর

—কি করুণ দৃষ্টি, আর অসীম, সেও তো সবিতার দিকে চাহিয়া। গান থামিয়া গিয়াছে, তখনও পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া।

ডালাটি বন্ধ করিয়া অসীমের সামনে দাঁড়াইয়া সবিতা বলিল—কি দেখছেন? বলুন কেমন লাগল্? অবশ্য আমি আগেই বলে দিচ্ছি অতি যাচ্ছেতাই—তাই কিনা বলুন?

অসীম বলিল—সত্যি বলছি, আমার খুব ভাল লেগেছে—তুমি আমার বাঁশী বলেছ খুব ভাল লাগে—প্রাণস্পর্শী, আমিও বলছি তোমার গানে প্রাণ আছে—হৃদয়স্পর্শী—

অসীম ভাবিতেছিল—সবিতা এ সব গান কি করিয়া গায়। সে যে শুনিয়াছে এখানে ভালবাসাকে বিশ্রী নগ্ন সৌন্দর্য্যের রূপ দিয়া গানের মূর্ত্তি ফুটিয়া বাহির হয়। কই, সবিতার ত তার কিছুই নাই—এ গানে যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়—এত ভাব সে কোথা হইতে পায়? বেশ্যাদের ছলাকলাই ত সার—ভাবের ধার ত তারা ধারে না। তখনি মনে হইল না না, আমি এখানে তো সে অতিথি হয়ে আসিনি—আমি এসেছি জানা শুনার খাতিরে—তবে? তাই অসীম জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, তুমি এ গান কোত্থেকে শিখলে—এতো এখানকার গান নয়?

সবিতা নীচুদিকে মুখ করিয়া খুব আস্তে আস্তে বলিল—আমায় আপনি নাম ধরে ডাকবেন—সবিতা বলে, তাতেই আমি খুব সুখী হব। তারপর অসীমের দিকে চোখ রাখিয়া বলিল—অসীমবাবু আমিও পারতুম—ঠিক আপনাদের মত জোর নিয়ে—হয়ত অপরকে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতাম—কিন্তু ঐ জিনিষ তো হ'ল না—হৃদয়ের রুদ্ধ-আবেগ নিয়ে নিজেই গুমরে মলুম। তাই সময় সময় প্রাণ কেঁদে ওঠে, হাহাকার

করে উঠে—একটু, একটুখানি পরশ পেতে—প্রকৃত প্রাণের সঙ্গে। একদিন ভাবতুম, বুঝি জীবনটাকে নিয়ে বেড়াব, অপরদের মত ঐ রকম গান গেয়ে—কিন্তু অসীমবাবু, সেতো হ'ল না—সে কি আমার দোষ?—বলুন?

সবিতা এতই করুণ ভাবে কথাগুলি বলিতেছিল যে অসীমের মনটা মুহুর্ত্তের মধ্যে কি রকম হইয়া গেল, তাই খুব নরম সুরে অসীম বলিল—দোষত নয়— কিন্তু আমি ত ঠিক বুঝতে পারলুম না সবিতা—ভালি করে বল!

সবিতা আর থাকিতে পারিল না, একেবারে অসীমের কোলের উপর মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অসীম হতবুদ্ধির মত হইয়া গেল, বলিল—কাঁদছ কেন সবিতা—আমায় বল, যদি আমার সাধ্যায়ত্ব হয়—দূর করবার চেষ্টা করব।

সবিতার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছিল—গলার সরু হারের থানিকটা অংশ দেখা যাইতেছিল, অসীম সেটাকে নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল—ওঠ্ সবিতা, শুধু যা তা জিনিষ নিয়ে মন খারাপ করোনা—ওঠ্!

পাশের ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া ১০টা বাজিতেই অসীম নিজ হাত ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তা হ'লে আজ যাই সবিতা!"

সবিতা অসীমের খুব কাছে আসিয়া একেবারে মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—আজ রাত্রি হয়ে গেছে যান—আবার কাল আসবেন কোন সময় বলুন? সত্যি আপনাকে দেখলে আসি সব ভুলে যাই-

আমার নিজের অস্তিত্ব—আমার জীবনের ধারা। মনে হয় আমিও বুঝি অন্যের মত, যেমন তারা সব কিছু তাদের দয়িতকে দিয়েছে—আবার নিয়েছেও—আদান প্রদানের ফলে এক হয়ে গেছে—দু'জনা দু'জনকে নিয়ে।

বাহিরে তখন প্রবলভাবে বারি-বর্ষণ চলিতেছিল—প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ। বিদ্যুতের হাসি সারসির কাঁচের ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে পর্য্যন্ত উঁকি দিয়া গেল ও তাহার সহিত গুরুগর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সবিতা অসীমের খুব কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিল—হঠাৎ মেঘের গর্জ্জনে, বিজলীর চমকে—সবিতা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া একেবারে অসীমকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে মুখ ঢাকিল।

অসীমের মনের সমস্ত তন্ত্রীগুলো ভিতরে লাফালাফি করিয়া উঠিল, ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল—মাথার মধ্যে পৃথিবী যেন ঘুড়িয়া উঠিল, স্থান কাল পাত্র সবই তাহার সহিত ঘুরিয়া গেল। সবিতার মাথা তখনও অসীমের বুকের উপর ছিল। অসীম উন্মাদের মত দু'বাহু দিয়া নিবিড়ভাবে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া নিজ অধর নীচু করিতে যাইতেছিল—তখনি আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"সবিতা কেন তুমি আমার পথে দাঁড়িয়েছিলে—ছিঃ ছিঃ, একি করলাম—আজীবনের ব্রত কি করে এখানে ভাঙলাম! সবিতা তুমি আমার অতি শত্রু—না না, তুমি নও—তুমি নও—বলিতে বলিতে অসীম ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—সবিতা নিশ্চল মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অসীম উদভ্রান্তের মত হাঁটিতে হাঁটিতে রাত্রি এগারটার সময় বাড়ী ফিরিল। পথে যদি সে সময় কেহ তাহাকে দেখিত, তাহা হইলে ভাবিত—হয় অসীম নেশাখোর, নয় পাগল—চক্ষু রক্তবর্ণ—তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই—এই মন লইয়া সে দরজায় কড়া নাড়িল। মীরা তাড়াতাড়ি আসিতেছিল, উঃ মাগো বলিয়া পায়ের দিকে একবার চাহিয়া সেই অবস্থায় দরজা খুলিয়া দিল। অসীম বাহির হইতে মীরার যন্ত্রনার আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিল—দরজা খুলিতেই দেখিল—মীরার পা হইতে রক্ত ঝড়িতেছে।

অসীম চিৎকার করিয়া বলিল—একি হ'ল, কি করে কাটল—একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দেখি বলিয়া যেমন অসীম নীচু হইয়া পা দেখিতে যাইবে, মীরা সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ও, কিছু নয়, একটু হোঁচট লেগেছে—চ'ল ওপরে!"

অসীম বলিল—না মীরা, ভয়ানক কেটেছে, ওঃ, একেবারে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে পড়ছে বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পা বাঁধিতে গেল, মীরা বাঁধিতে দিল না—"ওপরে গিয়ে বাঁধছি বলিয়া আগে আগে চলিল।

অসীমের মন রক্ত দেখিয়া খারাপ হইয়া গিয়াছিল—সেও তাড়াতাড়ি উপরে চলিল। সিঁড়ির কাছে দেখিল একটি শিশি ভাঙ্গা—সেইখানে খানিক রক্ত পড়িয়া।

অসীম বলিল—হোঁচট ত লাগেনি—এই শিশিতে পা কেটে গেছে বলিয়া শিশি ভাঙ্গাটা একপাশে সরাইয়া রাখিল। তাহার পর উপরে আসিয়া বলিল—"বস এই চেয়ারটায়, দেখি ভিতরে কাঁচ ঢুকে আছে কিনা!

মীরা আপত্তি করিল—শেষে অসীম জোর করিয়া পা দেখিল ও তাহার ভিতর হইতে একটি কাঁচের টুক্‌রা বাহির করিয়া তাহাতে টিনচার আইডিন লাগাইয়া বাঁধিয়া দিল।

অসীম জিজ্ঞাসা করিল—"ওখানে শিশি ভাঙ্গা ফেল্‌লে কে?

মীরা বলিল—ঝির হাত থেকে তেলের শিশিটা পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল, তুলে ত ফেলে দিয়েছিল—ওটা বোধ হয় দেখতে পাইনি?

অসীমের ঐ ভাব দেখিয়া, মীরার মনের রুদ্ধ আবেগ গুমরাইয়া উঠিতেছিল—ওগো, এই সামান্য জিনিষ নিয়ে তুমি যে অস্থির হ'তে—আমি নিজেই যে লজ্জিত হতাম। এখনও আছে—কিছুদিন পরে বোধ হয় আর থাকবেনা।

অসীম চুপ করিয়া বসিয়া মীরার মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিল, এইত আমার স্ত্রী—কোন দিকে লক্ষ্য নাই, পাছে একটু দেরী হয়, তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল—নিজের পা কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, ভ্রূক্ষেপও নাই? আর আমি! ছিঃ ছিঃ মহাপাতক—বিশ্বাসঘাতক—তার প্রতিদান কি দিলাম? আর ত আমি সে মন নিয়ে মীরার কাছে কিছু বলতে পারব না?

মনের আবেগ মনে চাপিয়া, মীরা বলিল—বিকালে চা খাওনি, জলে ভিজেছ, ষ্টোভ জেলে চা করে দেব।

অসীম বলিল—না মীরা, চা এত রাত্রিতে আর খাবনা—?

মীরা অসীমের মুখের দিকে চাহিল।

অসীমও কিছু বলিল না, শুধু চাহিয়া রহিল।

মীরা বলিল—তবে খাবার দেব?

অসীম বলিল—মীরা, আমি—আমি বিশ্বাসঘাতক—আর—আর আমি তোমার কাছে মাথা তুলতে পারব না—পারিনে। কি করব মীরা বল—আমি যে স্থির হ'তে পাচ্ছিনে—তুমিই পথ বলে দাও?

মীরা সে কথার উত্তর দিল না, শুধু বলিল—রাত হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও—

অসীম খপ্ করিয়া মীরার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—তুমি, তুমিও ত আমাকে তোমার বুকে আবার টেনে নিতে পারো। কেন তুমি আমার সঙ্গে আর হেসে কথা কওনা—সে হাসি কেন তোমার মুখে আর নেই? আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি ফুলের মত পবিত্র ছিলাম, তারপর সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে গেলাম—তোমার উপর অভিমান করে। বোধ হয় তখন আমার জ্ঞান ছিলনা, অথবা ক্ষণিকের জন্যই বা পাগল হয়েছিলাম—আমার সব কিছু হারাচ্ছিলাম, তখনি আবার লুপ্ত জ্ঞান ফিরে পেলাম, তাকে যা তা বলে পাগলের মত বেরিয়ে পড়লাম। মীরা, মীরা, মীরা আমার কি হবে? আর ত আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনে?

মীরা শুনিল, কিন্তু সে বিষয়ে কিছুই বলিল না, যেন ওসবে আর তাহার কিছুই হয় না—ওত সেদিনই জানিয়াছে।

মীরা বলিল—রাত তো হয়ে গেল, এইবার খেয়ে নাও!

অসীম বলিল—না, আজ আর কিছু খাব না। মনের জ্বালা কিসে শান্ত হয়—তাই, তাই বলো মীরা!

তারপরেই মনে পড়িল—মীরা এখনও খায়নি—আমি না খেলে তো সে খায় না, তাই বলিল—"আচ্ছা দাও মীরা খাব।

মীরা খাবার দিল—অসীম তাহা হইতে একটু কিছু মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িল—বলিল, আজ ক্ষিদেও তেমন নেই—তুমি এবার খাও মীরা।

মীরা খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া বলিল—আমার আজ শরীরটা খারাপ, কিছু খাবনা বলিয়া সুইচটি টিপিয়া দিয়া মীনাকে কোলের কাছে টানিয়া শুইয়া পড়িল।

অসীম মীরাকে বাহুবাঁধনে বাঁধিতে গেল—মীরা অমনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"শোন, তোমায় আমি আর কিছু বল্‌তে চাইনা—বল্‌বার অধিকারও আর আমার নেই—কিন্তু এ আমার নিজের দিক দিয়ে, আমার নারীত্বের দিক দিয়ে তোমায় বল্‌ছি, আর—আর তোমার ও বাহুর বাঁধনে আমার দেহকে কলুষিত করো না। আর আমি কিছু চাইছি না, শুধু এইটুকু—এইটুকু ভিক্ষা তোমার কাছে।"

অসীম প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। মীরার দিকে তাকাইয়া দেখিল—মীরার দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর—চক্ষু জলভারাক্রান্ত—অশ্রু ফোঁটা গাল বহিয়া পড়িতেছে।

অসীমের নিজেরই মস্তিষ্ক তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। সমস্ত দিন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, মন একেবারে ক্ষত বিক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তের জন্য সে নিজের বিবেকের কাছে পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনি ত আবার সে নিজের পূর্ণশক্তি ফিরিয়া পাইয়া-

ছিল—আবার ত সে সেই মনকে পরাজিত করিয়া নিজের আবাসে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যে জয়ী—কোন দিন যে সে নিজের মনের কাছে পরাজিত হয় নাই—পরাজিতের কল্পনাও কোন দিন আসে নাই—তাই শেষে জয়ী হইয়া আসিলেও, মুহূর্ত্তের জন্যও যে একবার পরাজিত হইয়াছিল তাহাই আত্মগ্লানিতে সে যে মরিয়া যাইতেছে। অনুশোচনার জ্বালা, ক্ষতবিক্ষত হৃদয় লইয়া সে তার অতি প্রিয়জনের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে—সান্ত্বনা পাইতে—কিন্তু, কিন্তু সে কই? তবে—তবে কিসের আশায় জয়ী হওয়া—কার জন্য? ক্ষত বিক্ষত দেহ—না, না, সে তো তুলে নিলো না, বলে দিল—এ জয়ে গৌরব নেই! জয়ী পুরুষের দুর্ব্বলের কাছে মুহূর্ত্তের জন্য পরাজিত হইয়া, তারপর সে জয়ের মূল্য নেই—পরাজিতের তালিকাতে নাম থাকবে—আর এ জয়ীদের মধ্যে তোমার নাম থাকবে না, পরাজিতদের সঙ্গে তোমার আসন করে নাও। কিন্তু মীরা কি জানে না—জয় পরাজয় সে ত আছেই, কোন দিকে নিয়তির কুটিল চাহনি কেউ বলতে পারে? আবার সে ওঠে জয়ী হয়ে—পরাজিতের গুঞ্জন থেমে যায়—জয়ের বজ্র নিনাদে, জয়ের গৌরবে! তবে কি পাগল হয়ে যাব? না, না আর পারিনা! চাই শান্তি, চাই সান্ত্বনা! মীরা ত সাফা জবাব দিয়াছে। তবে তাই হোক; পরাজিতের নিশানই বেঁধে দিলাম।

অসীম আপন মনে ভাবিয়া চলিয়া ছিল—হঠাৎ যখন সে মীরার দিকে মন লইয়া তাকাইল—মীরা বাহুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে।

অসীম খুব ধীরভাবে বলিল—"বেশ মীরা, আমি তোমায় আর স্পর্শ

করবনা, আর জ্বালাতন করবনা। এসেছিলাম তোমার কাছে শ্রান্ত দেহে—তুমি ফেলে দিলে—তাই দাও।

মীরা কোন উত্তর দিল না শুধু চোখের জলে বালিসের কতক অংশ ভিজিয়া উঠিল।

১৬

আজ ক'দিন হইতে স্বামী স্ত্রীর ভিতর মোটেই কথাবার্ত্তা নাই—যে যার দৈনন্দিন কর্ম্ম করিয়া যায়।

মীলা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে, বুঝিতে পারে না তাহার বাবা মার কি হইল? প্রত্যহই ত তাহাকে লইয়া তার বাবা মা একসঙ্গে কত হাসি খুসি করে কিন্তু আজ কদিন হইতে তাহাদের কি রোগ হইল? মা তবু ত কোলে নেয়, সব সময় না হউক তবু ত হাসে, কাঁদে, আদর করে, কিন্তু বাবাকে এ ঘরেই ত আর দেখিতে পাই না। এ দেখছি মার চাইতে বাবারই রোগটা বেশী। আমার কাজ আদর নিয়ে—সেটা পেলেই আর আমার কিছু নেই।

অসীম যখন ঘরে ঢুকিল, মীলা হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছিল। অন্যদিন সে বাবা আসিলে তাকায়—আজ বুঝি সে অভিমান করিয়াছে,

তাই পাশে টাঙান লাল কাগজের ফুলটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

অসীম হাত ঘড়িটা বাঁধিতে বাঁধিতে এক একবার মীলার দিকে তাকাইতেছিল, তারপর মীলার মুখে একটি চুমু খাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মীলা আর কতক্ষণ একলা খেলা করে, কিছুক্ষণ পরে কাঁদিয়া উঠিল। অভিমানের পর আদর, তাহারই দ্বারা যাহার উপর সে অভিমান করিয়াছে—সে তো কান্না আসিবেই, সকলের যা হয় তাহারও তাই হইল—এসব বিষয় মীলা তাহার মার দেখিয়া শিখিয়া লইয়াছে।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অসীম সবিতার বাড়ীর দিকে চলিল। আজ তিনদিন সে অনেক ভাবিয়াছে, চিন্তা করিয়াছে, কিন্তু মনের শান্তি ত দূরের কথা, আরো অশান্তি আনিয়াছে। শেষে স্থির করিল সবিতার কাছে ত তবু দুটো মিষ্ট কথা শুনিতে পাইবে, দুটো গান ত শুনিতে পাইবে। মীরা ত সাফই বলিয়া দিয়াছে "তোমার স্পর্শে আমার দেহ কলুষিত হবে"—না, আর তাহার কিছু ভাবিবার নাই, সত্যকেই বরণ করিয়া লইবে—মিথ্যা অপবাদ লইয়া আর বেড়াইবার দরকার নাই। তাই অসীম সোজা আসিয়া অতি পরিচিতের মত সবিতার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল ও একেবারে ঘরে ঢুকিয়া কোচের উপর বসিয়া পড়িল। সবিতা তখন ঘরে ছিল না।

টেবিলের উপর একখানি খাতা ও পাশে দোয়াত কলম রহিয়াছে। অসীম বুঝিল সবিতা লিখিতেছিল, কারণ খাতাটি তখনও খোলা—পাতার উপর একটি ছত্রের অসমাপ্ত অংশ। অসীম টেবিলের সামনে চেয়ারটার

উপর বসিল। অন্যমনস্ক ভাবে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে খাতার অসমাপ্ত লেখাটির উপর নজর পড়িতেই সে দেখিল—একজায়গায় তাহারই নাম রহিয়াছে। কাহারও কিছু লেখা, তাহার অসাক্ষাতে, লুকাইয়া পড়া অসীম পছন্দ করিত না কিন্তু যখন সে দেখিল তাহার নাম সবিতার খাতার মধ্যে, তখন সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল এবং তাহা দেখিবার জন্য খাতাখানি তুলিয়া লইল। সেই জায়গাটিতে লেখা—"ওগো তৃষ্ণায় যে প্রাণ যায়—আর যে কথা কহিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই—জলপাত্র নিয়ে এসে দাঁড়ালে—এক ফোঁটা মাত্র জল মুখে দিয়ে তখনি আবার পাত্র সরিয়ে নিলে। কিন্তু এর চাইতে যে না দেওয়াও ছিল ভাল—এতে যে তৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়—আগের চাইতে যে বড় বেশী যন্ত্রণা। অসীম বাবু তুমিত অত নিষ্ঠুর নও—তোমার প্রাণে যে ব্যথা, দরদ— এই পর্য্যন্ত লেখা তাহার পর আর লেখা হয় নাই।

অসীমের বিষম কৌতূহল হইল, আরো বেশী আশ্চর্য্য হইয়া পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। প্রথম পাতায় লেখা—

কুয়াশার ঘন অন্ধকার ঠেলেও মানুষের ক্ষীণ দৃষ্টি যায় ও তার মধ্য হইতে আবছায়ার মতও সে কিছু দেখে আবার নাও বা কিছু দেখতে পারে—তেমনিই ত আমার কাহিনী লেখা! মনে সব নাও থাকতে পারে, তবু যেটুকু মনে আছে সেটুকুই বা লিখতে এমন ক্ষতি কি? না, লিখতে আর এমন ক্ষতি কি—ক্ষতি যা হবার তাত হয়েছে—যখনি মা বেরিয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর মা নাকি অকূল সাগরে পড়েছিল আমায় নিয়ে—কি করে তাঁর সংসার চলবে? একলার হলে তিনি না হয় না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরতেন—না হয় আত্মহত্যা

কাঁদতেন—কিন্তু আমায় নিয়ে হ'ল নাকি মহা ভাবনা—সকল জ্বালা—সবে তখন আমার যে একবছর বয়স। চোখের সাম্‌নে অনাহারে আমার কচি প্রাণটা বেরিয়ে যাবে তিনি কি করে সহ্য করবেন! ও পাড়ার দ্বিজেনবাবু তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান—মা তাঁরই বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ নিলেন—শেষে আমাকে নিয়ে গেলেন ও গৃহিনীর পদ দখল করলেন। দ্বিজেনবাবু থাকতেন হাজারীবাগে, তাঁর ছিল কাঠের কারবার—অগাধ পয়সা উপার্জ্জন করেছিলেন। দেশে এসেছিলেন এখানকার বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করবার জন্য—কর্ম্মস্থলেই স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা। এখানকার সব কাজ শেষ করে তিনি মাকে ও আমাকে নিয়ে গেলেন। আমাদের দারিদ্র দেখে বুঝি তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল— তাই তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন।

অসীম পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিল, একখানিতে লেখা রহিয়াছে—তাঁকেই বাবা বলে ডাকতাম। তখন ত বয়স হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর—ভাবতাম আমাদের কত বড় বাড়ী, মার গায় কত গহনা, আমার ও গায় গহনা—বাবা মা কত ভালবাসে। পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতাম—মনের আনন্দে দিন কাটত

অসীম পাতা উল্টাইল, আর একটি পাতায় লেখা—মেয়ে স্কুল বাবা অনেক টাকা সাহায্য করেছিলেন—সেইখানেই ভর্ত্তি হলাম—প্রাণে কত আনন্দ। আর একজায়গায় লেখা—বয়সের সঙ্গে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলুম—আমি কোথায় আছি, সমাজের বুকে আমার স্থান কতখানি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আর কারুর বাড়ী যেতাম না—প্রাণ আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, হাঁপিয়ে উঠল—আরো

অতিষ্ঠ করে তুললো সেই পাড়ার মাতাল, চরিত্রহীন হরেন—যখন তখন জ্বালাতন করতো। কাউকে ত কিছু বলতে পারতাম না—আমার আর বলবার মুখ কই? একদিন স্কুল থেকে আসছি, রাস্তায় সে আমার পথ আগলে দাঁড়াল, তারপর বিশ্রী প্রস্তাব করলো। এমনি নিজের মনের অশান্তিতে নিজেই জ্বলে যাচ্ছি; তার উপর আবার সেই উপদ্রব—তাকে বললাম, যে চরিত্রহীন মাতাল—তাকে আমি ঘৃণা করি। সেও উত্তর দিল—বেশ্যার মেয়ের আবার সতীপনা—আর এ ঢং কদিন?

অসীম একমনে পড়িয়া যাইতেছে এমন সময় সবিতা ভিজা কাপড় গায়ের উপর ফেলিয়া সাবানদানি হাতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই দেখিল—অসীম এক মনে কি পড়িতেছে—তাহারপরই বুঝিল তাহারই অসমাপ্ত লেখা যা সে একটু আগে রাখিয়া গিয়াছে। সবিতা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, মিনিট কতক দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—"আপনি? কতক্ষণ এসেছেন—আমাকে ডাকেননি কেন?

অসীম একটু থতমত খাইয়া গেল, তাহারপর বলিল—"হ্যাঁ, একটু আগে এসেছি।"

ও কি অসীমবাবু, ওসব পড়ছেন কেন? না, না এ কিন্তু আপনার অন্যায়?

অসীম বলিল—এ অন্যায় সবিতা স্বীকার করছি। আমি পড়তাম না—প্রথম পাতায় আমার নামটা দেখে কৌতূহল হ'ল, তোমার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলাম না, তাই পড়লাম—বুঝলাম ব্যথা ভরা জীবনের কাহিনী—তারপর পাতা উল্টাইতে লাগলাম, যেটুকু বুঝলাম—তাতেই তোমার—

তাতেই আমার পাগলামী এইত! আচ্ছা বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে চাটা করে নিয়ে আসছি বলিয়া সবিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা চলিয়া গেল, অসীমের চোখে ভাসিতে লাগিল—সবিতার যৌবনের অনাবৃত রূপ, পরিস্ফুট ও সুগঠিত তনু—

অসীমের মনের ভিতর কবির কল্পনার মত অনেক কিছু ভাসিয়া উঠিল—তারপর খাতায়, তারই হাতের লেখার উপর আমার মনটা আছড়াইয়া পড়িল।

অসীম পড়িতে লাগিল—না, আর পারলুম না—একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। মাকে সব কথা বলে কাঁদতে লাগলাম। মা বাবাকে বলেছিল।

আর এক জায়গায় লেখা—বাবা এখানে এসে এক লেডী হোষ্টেলে রাখলেন ও এখানকার স্কুলে ভর্ত্তী করে দিলেন। ব্যাঙ্কে আমার নামে পনেরো হাজার টাকা রাখলেন। না, তিনি ত ঠিক মেয়ের মতই মানুষ করেছিলেন—সত্যি করেই ভালবাসতেন। যাবার সময়ের তাঁর কথাগুলি এখনও কাণে বাজছে—তুমি তোমার জীবন নিজহাতে গড়ে নিতে চাইছ, তাও নাও—আমি বাধা দেবনা। তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—তোকে আমি মেয়ে বলেই জানি, আর সেই ভাবেই তোকে এতবড় করে মানুষ করেছি। লেখা পড়া শিখেছ, জীবনে ভাল মন্দ বুঝে চলো—আর কিছু বলবার নেই মা। প্রাণ কেঁদে উঠল, তখনই মনে হ'ল জগতে আমি আজ একা। পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলাম—তিনিও চোখ মুছতে মুছতে বিদায় নিলেন।

অসীম খাতা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবার পড়িতে লাগিল।—একজায়গায় লেখা—কই, আর তো তাঁদের চিঠি পাই না—আমিও দিই না। তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ, জানি না তাঁরা জীবিত কি মৃত?

অন্য একপাতায় লেখা—হোষ্টেলে থাকি, স্কুলে যাই। স্কুলে এসরাজ বাজাতে শিখেছি—গানও শিখেছি। এখানে রবিবাবুর গানই বেশী হয়—গানে আমার খুব নাম হয়েছে—সকলেই ভালবাসে।

আর একটি পাতায়—সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি—মেয়েরা দেখি আমায় দেখে হাসে, ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়—আমি গেলেই চুপ করে—বুঝতাম না। ইচ্ছে বিএ টা পাশ দেব—সেই ভাবেই ত যাচ্ছি।

আর একটি পাতায়—মীরাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন আজকাল এরা আমায় দেখলে ওরকম করে? মীরাকে সত্যি ভালবাসি—সেও আমাকে বাসে। স্কুলে এত মেয়ে, তারই সঙ্গে আমার বেশী ভাব—শুধু তাদেরই বাড়ীতে যেতাম—তার মাও আমাকে ঠিক মেয়ের মত দেখেন, ভালবাসেন। জানি মীরা আমার কাছে কিছু লুকাবেনা—তাই জিজ্ঞাসা করলাম। প্রথমে সে বল্লে, ও কিছুনা; আড়ালে কে কি বলে, সে সবের খোঁজে আমাদের কি দরকার ভাই!

কিন্তু এ উত্তরে আমার কৌতূহল উদ্বেগ দূর হ'ল না। কেন এরা আমার আড়ালে আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলে—কি করেছি আমি ওদের—কি জানে ওরা আমার? মীরাকে খুব বেশী ক'রে ধরাতে, সে ম্লানমুখে বল্লে, আমি সে কথা একটুও বিশ্বাস করিনি—বলতেও আমার ইচ্ছে করে না। এরা তোমার মায়ের চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে—এত

নীচু ওরা। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল আর শুনতে পারলুম না—যে ভয় ছিল এতদিন তাই প্রকাশ হ'ল। মনে হচ্ছে যাই গিয়ে খানিকটা আফিম এনে খেয়ে মরি।

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই অসীমের মনে একটা সংশয় জাগিল—এ মীরা কে? মীরাও তো স্কুলে পড়িত—তবে কি মীরাই ইহার সখী? না, সে সম্ভব না। তাহলে এতদিন এ কথা নিশ্চয় শুনতে পাইতাম। মীরা একটা সাধারণ নাম মাত্র। এ নাম কত মেয়েরই ত থাকিতে পারে।

তারপর তিনখানা পাতায় কিছু লেখা নাই; পরের পাতায় লেখা—সকালে উঠে বই নিয়ে পড়ছি এমন সময় হোষ্টেল সুপারিন্টেন্ডেণ্ট এসে আমার ঘরে ঢুকলেন ও আমাকে আফিস ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি বললেন—সবিতা, আমি অতীব দুঃখের সহিত তোমাকে এ কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি—তুমি তোমার জন্মের জন্য দায়ী নও, তা আমরা জানি কিন্তু এখানকার আইন ও শৃঙ্খলার দিক দিয়ে আমরা, তোমাকে আর এ হোষ্টেলে রাখতে পারি না, অবশ্য তোমাকে আমরা তিন দিন সময় দিচ্ছি—তার মধ্যে তুমি অন্যত্র যাবার ব্যবস্থা করতে পারবে নিশ্চয়?

মাথাটা ঘুরে গেল তাঁর পায় কেঁদে সব বললাম। আমার জন্ম কোন দূষণীয় নয়—যখন আমার এক বছর বয়স তখন আমার বাবা মারা যান, তারপর মা হাজারীবাগে যান। তাদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে দিয়েছি—জীবনে অন্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—। আমার জীবনটাকে নষ্ট করে দেবেন না?

তিনি বললেন—সবিতা কেন তুমি লুকোচ্ছ? আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর

পেয়ে সেটা যাচাই করে নিয়েছি, এরপরে কি করে তোমায় আর রাখি। কোন উপায় নেই, বললাম—বেশ আমি যাব, কিন্তু দয়া করে কি বলবেন কোথা থেকে খপর পেলেন—শুধু এই শেষ ভিক্ষা? তিনি বললেন বেশ তো এর আর কি, তোমায় দেখাচ্ছি বলে ড্রয়ারের ভেতর থেকে দুখানা চিঠি বের করে আমার হাতে দিলেন—দিয়ে বল্লেন, তুমি এখানে বস, আমি ওপরটা একবার রাউণ্ড দিয়ে আসি।

চিঠির এক খানিতে নাম সই দেখলাম "হরেন", লেখা ছিল—

প্রিয় মহাশয়া—

আপনাদের হোষ্টেলে সবিতা নামে একটি মেয়ে থাকে ও স্কুলে পড়ে। মেয়েটি উচ্চাকাঙ্খী ও মেধাবী সত্য, কিন্তু হইলে কি হয় সবই যে পণ্ড তার জন্মের জন্য। সে বেশ্যার মেয়ে—এখানে থাকিত। বেশ্যার মেয়ের যা যা গুণ হয় তা থেকে সে মোটেই বঞ্চিত হয় নাই। এখানে থাকিতে সে অনেক হতভাগ্য যুবকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও আরও করিবার চেষ্টায় ছিল। এর মার একে লেখা পড়া শিখাইয়া অন্য পথে দিবার ইচ্ছা, তাই তাড়াতাড়ি এখান হইতে সরাইয়া কলিকাতায় রাখিয়া আসিল, যাহাতে আপনাদের শাসনে থাকিয়া শুধরাইয়া যায়। আপনাকে এ সংক্রান্ত ব্যাপার লিখিতে যে কি রকম লজ্জা পাচ্ছি তা কি করে জানাইব, শুধু আমার দেশের ভদ্রবংশীয়া ভগ্নীদের জন্য লিখিলাম। তাঁরা সরল হৃদয়া, এক সঙ্গে থাকে, মেলা মেশা করে—কিন্তু দূষণীয় হাওয়া খারাপ, তা থেকে যতটা দূরে থাকিতে পারা যায় ততই মঙ্গল।

শুভাকাঙ্খী—

"হরেন"

আর একখানি চিঠিতে লেখা—

"আপনার পত্র পেয়ে অনুসন্ধান করে জানলাম। হ্যাঁ, সবিতা বলে একটি মেয়ে এখানে থাকত। তার বাপ মা, স্বামী-স্ত্রী ভাবেই এখানে থাকে ও ঐ বদনাম আছে।

যাক, শরীর কেমন? চাকরী কেমন চলছে? পূজার ছুটিতে আপনার ওখানে যাবার ইচ্ছা রইল।

প্রমীলা"

চিঠি দুখানা তাড়াতাড়ি নকল করে নিলাম—কাহিনী যখন লিখছি এ দুটোই বা বাদ যায় কেন?

তারপর আর এক জায়গায়—উঃ! হরেন কি করে প্রতিহিংসা নিল! মানুষের মানুষ এত শত্রু হয়?—না, না, শত্রু ত সে নয়—শত্রু আমার মা—কেন সে আমায় বাঁচিয়েছিল? আজ মীরা আমার হাত ধরে বল্লে—চল আমার বাড়ীতে, মা ডেকেছেন! বল্‌লাম—না ভাই, এ মুখ আর তাঁদের দেখাব না—আমায় ক্ষমা কর। মীরা—সত্যই সে ব্যথা পেয়েছে, সত্যই সে ভালবাসে!

বাড়ীর জন্যই কি কম কষ্ট করতে হয়েছে? কেউ তো ঘরভাড়া দিতে না। মেয়েমানুষ, তায় একা—কত সব প্রশ্ন করে, তারা ভ্রুকুঞ্চিত করে বলে—না, আমি অভিভাবকশূন্য একা, তার উপর বয়স কম—মোটে নাকি ১৫।১৬—এমন অবস্থায় তারা বাড়ী ভাড়া দিতে পারে না।

অনেক খুঁজে ত বাড়ী পেলাম—একখানা ঘর—কিন্তু এখানে থাকা দায়, বাড়ীর বুড়োকর্ত্তার উৎপাতে। আমার যৌবন নাকি তাকে পাগল করে দিয়েছে। কিন্তু যাই কোথায়? যেখানে যাব সেইখানেই ত এই

উপদ্রব। সহায় সম্বলহীন একা—সকলেই ত এই সুযোগ অন্বেষণ করছে।

আর এক জায়গায় লেখা—দুদিন ত খুব ভাবছি—শেষে অখ্যাত পল্লীতে ঘরভাড়া নেবার ঠিক করলাম। ভাবলাম সেখানে এ উপদ্রব হবে না ত—একলা থাকব।

তাই নিলাম। দিনত বেশ যাচ্ছে—কারুর সঙ্গে মিশতাম না। তারপর দেখি অনেকেই আমার ঘরে ঢোকে—বলাতে বেরিয়ে যায়।

আর একটা পাতায়—বিবাহ যদি করতে হয়, শিক্ষিত যুবককে বিবাহ করব, তা নইলে করব না। কিন্তু দেখছি তা হয় না। এ ভাবে এ অবস্থায় থেকে একা জীবন যাপন করা যায় না। প্রাণ হাহাকার করে ওঠে—একটু, একটুখানি পরশ পেতে। কেন—কেন আমি বিবাহ করতে পারিনে—কিসে আমার আটকায়? কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেল।

আর এক জায়গায় লেখা—এখন সকলের সঙ্গে জানাশুনা হয়েছে—অনেকেরই ত এ বাড়ীতে পদার্পণ হতো—দেখতাম তারা কেমন আসে যায়।

আর এক জায়গায়—অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান, ক্রমে আমার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে। আমার এ যৌবনটা এমনভাবে ব্যর্থ করে রাখবার তারা কোন হেতু খুঁজে পায় না, অথচ আমি এদের মধ্যেই আছি। কি রহস্য আমার জীবনে?

আর একখানা পাতায়—অনেককেই ত কেঁদে পর্য্যন্ত বললাম—বিবাহ করে আমার জীবনটাকে ধন্য করুন—আমার জন্ম কলুষিত নয়। আমি সেই

সামাজিক ভাবে—আইন কানুন মেনে, সকলের মত বন্ধনের মাঝে যেতে চাই—তারই পূজায়, তারই চরণে, এ দেহ বিলিয়ে দিতে পারি—অন্যভাবে এ দেহ বিলিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু ভদ্রবংশীয় শিক্ষিতেরা এতে রাজী হ'ল না—তারা বলে—বিবাহ আবার কি? পাঁচজনের সামনে, কতকগুলো বাজে আবোল-তাবোল মন্ত্র পড়ে, সেই এক সঙ্গে থাকলাম, ও সব হচ্ছে ভড়ং—আসল পরস্পরে ভালবেসে মনের মিলে থাকা।

আর এক জায়গায় লেখা—কই, কেউ তো বিবাহের মধ্যে দিয়ে যেতে রাজী হ'ল না? তাদের বুঝি সমাজ আছে—তাই তারা সেখানে ঠিক থাকতে চায়। দুদিনের ভোগ—আমার দেহটাকে তাদের লালসা বহ্নিতে ফেলে ছারখার করতে চায়! তাতে আর ওদের ক্ষতি কি, ওদের ত বহ্নি নিভে যাবে। আর আমাদের—পুরুষের পিপাসা মেটাতেই ত আমাদের জন্ম। পিপাসা মিটে গেলে, আর আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? আমাদের ত আর বাজে মন্ত্র পড়ে নিচ্ছে না?

আর এক জায়গায় লেখা—আর কত, কত সহ্য করব! আর ত যুদ্ধ করে পারছি না। জীবনের সব দিকেইত ব্যর্থতা—জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত। না, আর পারি না! কে এই জীবন ব্যর্থ করে—কারা? ওঃ কি প্রতিহিংসা নিব—!

আর এক জায়গায়—অনেক ভাবছি, ভেবে ভেবে কি পাগল হয়ে যাব! কি করি—আত্মহত্যা করব নাকি? না, তা করব কেন? ব্যর্থ যখন হ'ল, তাল করেই হোক—তবে সে ভোগের উপর দিয়েই হোক! তাদের সেই মনের ময়লা—তাদের ইচ্ছা, বহন করেইনি। ওঃ ভগবান, তাই যদি তোমার অভিপ্রায়—তাই, তাই হোক!

আর এক খানা পাতায় লেখা—জীবনটাকে ফেলে দিয়েছি, পথের ধূলায়—আবর্জ্জনার মধ্যে। এ পথে যাদের যাবার রাস্তা, চোখে পড়লেই তাদের প্রাণ কেঁদে উঠে—তুলে নেয়, তারপর সময় হলেই চলে যায়। ও রকম ত কতশত ক্ষত বিক্ষতা, পথের ধূলায় পড়ে আছে—দরদীরাই ব্যথা বোঝে।

* * * *

অসীম খাতা হাতে করিয়া সবিতার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল—এমন সময় সবিতা ফিরোজা রঙের একখানি মাদ্রাজী সাড়ী পরিয়া, একহাতে চা এর কাপ, অপর হাতে লুচি ও মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ একখানি থালা লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া অসীমের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—কি ভাবছেন—পড়ে কি ব্যথা পেলেন? এখন ভেবে কি করবেন বলুন, দয়া করে এখন উপস্থিতটার দিকে একটু মনোযোগ দিন! হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকলে ত আর তৃপ্তি হবে না!

অসীম চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ সবিতা, সত্যিই ভাবছি—

তা ভাবুন, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত, এগুলি খেয়ে নিন্, তারপর যত পারেন ভাববেন, যদি কিছু আর উপায় থাকেত করবার চেষ্টা করবেন—আমি কিছুতেই বাধা দেব না বলিয়া সবিতা চা এর কাপ ও থালা টেবিলের উপর রাখিল। তারপর আলমারী হইতে একটি পরিষ্কার কাঁচের গ্লাস বাহির করিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া সেখানে রাখিল।

না আমি তা বলছিনা, তবে আমি যতক্ষণ থাকি, তুমি ত চা খাওনা—তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

সবিতা বলিল—বেশ, আমার খাওয়া দেখতে চান বলিয়া সবিতা অসীমের উচ্ছিষ্ট ডিসে ও পেয়ালায় যে টুকু চা পড়িয়াছিল, তাহাই খাইয়া ফেলিল।

অসীম বলিল—ওকি, তুমি পাগল নাকি? আমি কি ওই বললাম—দেখ দিকিন, ও গুলো চা এর ময়লা, তলায় পড়ে থাকে—ও গুলোই খেলে?—

সবিতা শুধু একটু হাসিল, তারপর একটু থামিয়া বলিল—এরকম ভাবে জোর করে মনের সঙ্গে প্রসাদ খাবার সৌভাগ্য, আমারও একদিন হ'ত—হ'ত নাকি? কিন্তু সে ব্যর্থ হ'ল কাদের জন্য—কাদের দোষে—আমার জীবন, আমার নারীত্ব, ব্যর্থ হ'ল—ধ্বংস হয়ে গেল?—তার জন্য এ দেশের ভদ্র, শিক্ষিতেরাই কি দায়ী নয়—বলুন নয় কিনা?

অসীম বলিল—হ্যাঁ সবিতা আমরাই সম্পূর্ণ দায়ী—

সবিতা বলিতে লাগিল—বড় জ্বালা পেয়েছি, অনেক সহ্য করেছি—আর পারলাম না তাদের উপর অভিমান করে জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিলাম—যাক, ছারখার হয়ে যাক আমার নারীত্ব—আমার সব কিছু, আর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুক—দগ্ধ দেহটার উপর পিশাচের নৃত্য করে করুক।

অসীম বলিল—সবিতা, কিন্তু তুমিত ভুল করলে—তাদের উপর অভিমান করে—প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, তুমি নিজেরই ত ক্ষতি করলে—তাদের ত কিছু ক্ষতি হ'ল না—

হোক, হোক অসীমবাবু! কিন্তু প্রাণটা হাহাকার করা ত থামল না? তারপর—তারপর আপনাকে পেলুম, আপনার বাঁশীর স্বর কাণে কাণে ফিরতে লাগল। গেলাম নীচে ভিক্ষে দিতে—নিয়ে এলাম সলাজ মুখের স্মৃতি।

অসীম একদৃষ্টে সবিতার মুখের দিকে তাকাইয়া শুনিতেছিল। সবিতা বলিয়া যাইতে লাগিল—হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছিলাম, এই রকম প্রাণ, চাইনি, নম্রতা। কত কি কাণে কাণে কয়ে যেত, কত ভাবে ভাঙ্গতাম, গড়তাম—নিজের মনের সঙ্গে বেঁধে। তারপর সেদিন পেয়েছিলাম—আমার ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে একটু—একটুখানি প্রাণ, কিন্তু সে প্রাণ ত বিজলী চমকের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেল। আবার সেই ভাঙ্গাগড়া নিয়ে মেতে রইলাম—শুধু ভাবি, ভাঙ্গতে গড়তে—একদিন হয়ত বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

অসীম সবিতাকে দুবাহু দিয়া কাছে টানিয়া বলিল—হ্যাঁ সেদিন এখান থেকে সত্যিই পাগলের মত, ঝড়ের বেগ নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে বেগ তো সে রোধ করে দিল—বাধা পেলাম সেখানে। আমার এত উন্মত্ততা, যুদ্ধ করা—সবই তো সে ঘৃণাভরে ফেলে দিল! সবিতা, আবার—আবার ফিরে আসতে হলো, সেখান থেকে বাধা পেয়ে। সবিতা, এবার তোমারই হাতে আমার এ অবসন্ন দেহ তুলে দিচ্ছি, নিতে চেয়েছ—তুমিই বহন করে বেড়াও।

সবিতা কিছু বলিল না, চোখ দিয়া টস টস করিয়া জল পড়িতে লাগিল—অসীমের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

অসীম বলিল—তাকে বড় ভালবাসি, সে বুঝলেনা, মহা ভুল করলে—তার প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব। সবিতা, সবিতা তুমি আমায় চেয়েছ—তাই নাও, তাই নাও বলিয়া তাহার মাথার উপর মুখ নীচু করিল।

বিশ্বস্রষ্টার কি বিচিত্র লীলা! মানুষ পরকে শিক্ষা দেয়, তার দোষ, তার ভুল দেখাইয়া দেয়, কিন্তু নিজেরটা একবার ভাবিয়াও দেখেনা—যে ভুলের জন্য অপরকে শিক্ষা দিতেছে; সেই ভুল যে সে নিজেই করিতে যাইতেছে।

১৭

গভীর রাত্রে অসীম বাড়ী ফিরিল। আর ফিরিবেই বা না কেন—আর তো মীরার ভয় নাই—মীরা যে তাহারই জন্য দু'টি তৃষিত আঁখি উদ্‌গ্রীব করিয়া রাখিয়াছে সে ভাবনা নাই—তাই অসীম অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিল। মীরা দরজা খুলিয়া দিল—কেহ কোন কথা বলিল না। খানিক পরে মীরা বলিল—খাবার দিয়েছি।

অসীম বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল—শরীরটা খারাপ, খাবনা।

মীরাও কোন কিছু বলিল না, খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

মীরা দেওয়ালে টাঙান ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল—রাত্রি একটা বাজিয়াছে। রাত্রি একটাই হোক, আর প্রভাতই হোক যখন তাঁহার খুসী হইবে তখন তিনি আসিবেন, মীরার আর বলিবার কি আছে—সেদিন ত চলিয়া গিয়াছে। একদিন ছিল, কোন কারণে ন'টার বেশী হইয়া যাইলে, তিনি বাড়ীতে ঢুকিয়া আপনা হতেই প্রথমে দেরীর কারণ বলিতেন। আমিই ত বাঁধা দিতাম, আচ্ছা—তাতে আর কি হয়েছে! আর আজ! মীরার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িয়া মাথার বালিস ভিজিয়া যাইতে লাগিল। উঃ এত পরিবর্ত্তন! মীরা শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অসীমও তখন অন্যদিকে ফিরিয়া ভাবিতেছিল—সবিতার জীবন, আহা বড় দুঃখী সে। ব্যথাহত হৃদয়ে কত দ্বারে দ্বারে ফিরেছে— সব দ্বারই ত বন্ধ, সকলেই ত তাকে পথে বসিতে বলিয়াছে—কেউ ত এতটুকু আশ্রয় দেয় নাই। সবিতার কথা, সবিতার আলিঙ্গন—না, সবিতা প্রকৃত ভালবাসে, প্রাণের সঙ্গে আমায়। তার সে ব্যথা ভরা কথা, ব্যগ্র আলিঙ্গন—এ যে বুভুক্ষু আর্ত্তের মত—এতে তো মৌখিকতা থাকতে পারে না। আসবার সময় কি করুণ ছল ছল চাহনি—পিপাসিত অধর—এখনও চোখের সামনে ভাসছে। না—সবিতা প্রকৃত ব্যথা পেয়েছে—আর, আর আমি তার উপর ব্যথার বোঝা চাপাতে পারব না। না, সবিতা ভালবাসে—আমিও, আমিও বাসব—বাসি।

স্বামী স্ত্রী পরস্পর যে যার বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া গেল— তাহার পর নিদ্রাদেবী তাঁহার এই দু'টি সন্তানকে বক্ষ মধ্যে টানিয়া লইলেন।



সকালে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া অসীম বাহিরের ঘরে গিয়া বসিল, তাহার পর কি মনে করিয়া উপরে উঠিতেছিল—সিঁড়ির কাছে ঝির কোলে মীলাকে দেখিয়া কোলে লইল ও পুনরায় বাহিরের ঘরে গিয়া বসিল। ঝি চা দিয়া গেল—অসীম চা খাইতে খাইতে মীলাকে আদর করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ঝি আসিয়া মীলাকে লইয়া গেল।

অসীম কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। কোথায় বা যায়, আর বাড়ীতেই বা কি করিয়া এমনি চুপচাপ বসিয়া থাকা যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অসীম, বাড়ী হইতে বাহির হইল এবং সোজা সবিতার বাড়ী আসিল।

ঘরে ঢুকিতেই সবিতা বলিল—আসুন সুপ্রভাত—!

অসীম বলিল—সত্যি সুপ্রভাত সবিতা, বলিয়া আরাম কেদারাটার উপর নিজের দেহ এলাইয়া দিল।

সবিতা তখন সদ্য ফোটা গোলাপ কয়টি ফুলদানিতে রাখিতেছিল, পুনরায় তাহা হইতে লইয়া অসীমের হাতে দিয়া বলিল—এই নিন, প্রভাতের বাতাসের সঙ্গে গোলাপের গন্ধ লাগবে ভাল। দেখবেন, ডালে বড় বেশী কাঁটা—হাতে যেন না ফোটে।

অসীম ফুলগুলি লইয়া বলিল—ভোর ত অনেকক্ষণ হয়েছে সবিতা, আর ভাল জিনিষের গন্ধ কি সময় অসময় লাগে—বিশেষ গোলা

গন্ধ—সে তো সব সময়ই ভাল লাগে। তার চেহারাতে প্রথম আকৃষ্ট হয়—তারপর তার গন্ধ ত আছেই! আর কাঁটা বলছ—ভাল জিনিষটা একটু দুষ্প্রাপ্য—একটু কষ্ট করে নিতে হয়,—নইলে ত সকলেই নিত—তার ত আর কদর থাকত না। সাবধানে নিতে ত চেষ্টা করবই, তাতেও যদি কাঁটা লাগে—বুঝব তার গন্ধ নিচ্ছি, তখন তার কাঁটাও সহ্য করতে হবে!

সবিতা বলিল—হ্যাঁ বুঝলুম, কিন্তু অসীমবাবু সব জায়গায় কি এই নিয়ম খাটে?

অসীম বলিল—বলতে পারি না, তবে আমার ত এই মত! যাক, ও কথা ছেড়ে দাও। এখন শোন, আজ চল বায়স্কোপে যাই—পূর্ণায় খুব ভাল বই আছে।

সবিতা তখন কি ভাবিতেছিল, বলিল—বায়স্কোপে—কি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?

অসীম বলিল—হ্যাঁ, সঙ্গে করে নিয়ে যাব না কি তোমায় একা যেতে বল্‌ব—আর আমি গিয়ে আগে বসে থাকব?

না, তা বল্‌ছিনা—তবে আমাকে পাশে নিয়ে বসে দেখতে অসুবিধা হবে না ত? হয় ত আপনার জানাশুনো কেউ দেখতে পাবে—তাতে, তাতে ত আপনার মানসম্ভ্রমে—তাই বলছিলাম?

অসীম বলিল—না, না সবিতা সে সবের আমি আর ভয় করি না। ভয় ছিল, প্রাণে বাজত যার জন্য—সেই যখন জেনেছে—তখন লজ্জা আর আমার কারুর জন্য নেই! প্রাণ যেখানে পিপাসিত—সেখানে লজ্জা ভয় কিছু নেই—আছে অন্তর ভরে পান। সবিতা, সবিতা—

আমি তোমায় ভালবাসি—বুঝলুম কিসে জান ? প্রাণ তোমাকে চায়—তোমার সঙ্গে মিশে থাকতে।

সবিতা কিছু বলিল না—এক দৃষ্টে অসীমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * * * *

সমস্ত দিন বাড়ীতে এটা ওটা করিয়া কাটাইয়া, আসিবার সময় অসীম ঝিকে চীৎকার করিয়া বলিল—আজ তাহার দরকার আছে, রাত্রিতে সে আসিবে না—তাহারা যেন না ভাবে। রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় অসীম সবিতার বাড়ী আসিল।

সবিতা একখানি খদ্দরের সাড়ী পরিয়া হারমোনিয়মের পর্দ্দাগুলি আপন মনে টিপিয়া যাইতেছিল। অসীম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—বাঃ বেশ তো, আপন মনে গেয়ে—নিজেকেই শোনাচ্ছ! কেন, একটু গলা ছেড়ে গাইলে কি শুনতে পাইনে ?

সবিতা হারমোনিয়মের সামনে হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিল—কি করে জানব বলুন যে গলা ছেড়ে গাইলে আপনি আপনার বাড়ী থেকে শুনতে পাবেন। এবার জানলাম, যখন ওটার কাছে বসব, তখন না হয় চেঁচিয়ে গাইব।

বেশ তো—থামলে কেন সবিতা, গাওনা যেটা গাইছিলে—

না কিছু গাইনি, এমনি বসে একটা সুর তোলবার চেষ্টা করছিলাম।

সবিতা হারমোনিয়মের কাছে বসিয়া সুর ধরিল—অসীম তাহার চেয়ারের একটা হাতলের উপর বসিয়া সবিতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। সবিতা গাহিয়া চলিয়াছে—"কেন মোর গানের ভেলায়, এলেনা প্রভাত বেলায়—হলেনা সুখের সাথী, জীবনের প্রথম দোলায়"—

রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিতেই অসীম বলিল—সবিতা চল, এইবার যাওয়া যাক!

সবিতা বলিল—এখনি? তারপর অসীমের সহিত বাহিরে ট্যাক্সিতে উঠিল।

পূর্ণ থিয়েটারে তাহারা প্রথম শ্রেণীর দুখানি আসন দখল করিল।

বায়স্কোপ তখন হইতেছে—কিন্তু অসীমের মনের ভিতর মাঝে মাঝে কি যেন খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল। তাহার মনের ভিতর বিদ্যুতের মত মীরার মুখখানি উঁকি দিতেছিল। এই ত সেদিন সে মীরাকে এমনি ভাবে পাশে লইয়া বসিয়াছে—সে বসায় কি এক অবর্ণনীয় প্রীতি, আর আজও ত সবিতা বসিয়াছে তাহার পাশে—সেই ভাবে—ঠিক সে জিনিষ কই? মুখে যতই সে বলুক লজ্জা ভয় আর কারুর জন্য নাই, তবু প্রাণের মধ্যে যে জন্মগত বাধা, লজ্জা, অলক্ষ্যে উঁকি দেয়।

ইণ্টারভালের সময় তাহারা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকিল ও সেখান হইতে বাহির হইতেই অসীমের এক বন্ধুর সহিত দেখা হইল। অসীমকে দেখিয়া বলিল—"হ্যালো অসীম—See you long after—তারপর কি মনে করে আজ এখানে—একেবারে সস্ত্রীক!

তারপর সবিতার দিকে তাকাইয়া—ক্ষমা করবেন মিসেস দত্ত—

আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি—তাই নিজেই আলাপ করছি—অসীম আমার Class mate ছিল।

অসীমের মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া গেল—সে এমন কি প্রতিবাদও করিতে পারিল না যে, না—সে তার স্ত্রী নয়। কিন্তু ততক্ষণে বন্ধু মহাশয় সবিতার সহিত হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে—যেন সবিতারই সহিত তাহার অনেক দিনের আলাপ—অসীম আর কেহ নয় বা তাহাকে জানেও না

অসীমের অস্বস্তি হইতে লাগিল। তারপর বন্ধুটি বলিল—You অসীম, আশা করি একদিন মিসেস দত্তকে নিয়ে আমার বাড়ীতে যাবে বলিয়া একখানি কার্ড সবিতার হাতে দিয়া, প্রথমে তাহার ও শেষে অসীমের সহিত করমর্দ্দন করিয়া মোটরে উঠিল।

সে চলিয়া গেল কিন্তু তখনও অসীম সেইদিকে চাহিয়া রহিল—কি যে দেখিতেছে—সেই জানেনা ?

সবিতা বলিল—বন্ধুর গাড়ীত অনেকক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গেছে, কি দেখছেন ?

অসীম বলিল—না, গাড়ী ত দেখ্‌ছিনা বলিয়া একবার সবিতার মুখের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল—চল্ আরম্ভ হয়ে গেছে বোধ হয় এতক্ষণ, মিছে আর—

সবিতা বলিল—হাঁা, বাহিরে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে বরং ভেতরে গিয়ে বসলে, মনটা ওতে ডুবলেও ডুবতে পারে।

তারপর পুনরায় তাহারা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আসিয়া বসিল।

বায়স্কোপ ভাঙ্গিয়া যাইতে অসীম সবিতাকে লইয়া তাহার বাড়ী আসিল। অসীমের মনের মাঝে মেঘের টুকরা ভাসিয়া আসার মত মাঝে মাঝে বিষাদের তীর বিঁধিতেছিল—সোজা সবিতার ঘরে ঢুকিয়া তাহার বিছানায় গা এলাইয়া দিল।

বাড়ী যাবেন না, বলিয়া সবিতা হাসিয়া অসীমের মুখের দিকে চাহিল।

অসীম বলিল—না, আজ যে তোমার অতিথি! কেন—তুমি বাড়ী যেতে বল্‌ছ?

না, না তা বল্‌ব কেন? তবে কিনা, এ যে আমার আশার অতীত—এ যে আমি আমার কল্পনাতেও আনতে সাহস করিনে—তাই বলছিলাম!

কথার মাঝে হঠাৎ অসীম বলিল—আচ্ছা সবিতা, লোকে বলে মদ খেলে প্রফুল্লতা আসে, বিষাদের মেঘ চলে যায়—সে কি সত্যি?

কি করে জানব বলুন, কখন ত খাইনি! কেন খাবেন নাকি?

না, তা বলছিনা,—এমনি জিজ্ঞাসা করছি!

হঠাৎ আজ মদের কথা মনে উঠ্‌ল অসীম বাবু?

অসীম বলিল—দেখ সবিতা; সত্যি কথা বলতে কি, প্রাণে আজ আমার তেমন স্ফুর্ত্তি নেই—কেন জানি না! তাই মনে পড়ল্‌ লোকে বলে মদে আনন্দ এনে দেয়, সব কিছু জ্বালা অশান্তি ভুলিয়ে দেয়—তাই দেখতে ইচ্ছে করে—সেটা সত্যি কি মিথ্যা!

তারপর একটু থামিয়া বলিল—শুনেছি তোমাদের এখানে পাওয়া যায়- একটু আনিয়ে দিতে পার—দেখব?

অসীমবাবু—!

কেন সবিতা— ?

সত্যি, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি আপনার মনের এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন দেখে—

আশ্চর্য্য হবার ত কিছু নেই সবিতা—এর চেয়ে বেশী ত আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়—যখন আমার প্রাণ পিপাসিত তোমার বুকের মধু পানের জন্য, তোমার আলিঙ্গনের জন্য—বল? তাই সবিতা বলছি—জগতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—সবই সম্ভব।

সবিতা কিছুই বলিল না, শুধু মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—তাহার পর বলিল—জানি, জানি, খুব জানি—

যাক ও সব কথা ছেড়ে দাও এখন—একখানা গান গাও?

সবিতা কি ভাবিতে ভাবিতে বলিল—আমার গান আপনার ভাল লাগে?

বলেছি ত তোমার গানে প্রাণ আছে—খুব ভাল লাগে। তারপর একটু পরে চীৎকার করিয়া বলিল—"সবিতা গান গাও—আজ আমার প্রাণে খুব আনন্দ, স্ফূর্ত্তি—মনে হচ্ছে কি জান—আমার নূতন জীবন, চোখে প্রথম আলোক রশ্মি—

সবিতা বলিল—দেখবেন, প্রথম আলো চোখে পড়লে, সে অন্ধ হয়ে যায় কিছুই দেখতে পায়না অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বলিয়া হারমোনিয়মের ডালাটি খুলিল।

অসীম বলিল—সেই বাঁশীটা কোথায় সবিতা—দাওতো আমিও বাজাই।

সবিতা গান ধরিল--অসীমও তাহার সহিত বাঁশীতে সুর দিল। সবিতা

গাহিয়া চলিয়াছে—"আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি—তুমি যেন ঘৃণা করোনা—" গান থামিয়া গেলে অসীম বলিল—সবিতা থাম্‌লে কেন, আবার একখানা গাও!

সবিতা আবার গান ধরিল। রাত্রি আড়াইটা বাজিতেই সবিতা বলিল—আর পারিনে, সারারাত জাগলে আপনার অসুখ করবে—অভ্যাস ত নেই—

না—না সবিতা, অভ্যাস আমার কোন কিছুরই নেই, ছিলনা—আবার সবই সহ্য হবে।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গিতেই অসীম দেখিল—সবিতা পায়ের তলাটিতে শুইয়া আছে, আর একখানি হাত তাহার পায়ের উপর।

* * * * *

ঘর হইতে মীরা স্বামীর কথা কয়টি শুনিয়াছিল—আজ রাত্রে বাড়ী আসিবে না, তাহারা যেন না ভাবে। মীরা মন্ত্রবতের মত খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। রাত্রি বেলায় ঝি বলিল—মা, আমি কি শোব তোমার ঘরে, একা ভয় করবে না ত?

মীরা বলিল—না, তুমি তোমার ঘরে শোও। বিছানায় মীলাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া মীরা কাঁদিতে লাগিল। মনের রুদ্ধ

আবেগে জলপ্রপাতের মত চোখের জল ঝরিতে লাগিল। চোখের জলে মনটা একটু হাল্কা হইয়া গেলে, মীরা ভাবিতে লাগিল—কেন এমন হলো আমারই কি কোন পাপে? কই, এমন কোন পাপ কিছু ত করিনি—মনেত পড়ে না? তবে কি অজ্ঞাতে কিছু করেছি—যার জ্বালা এখন দংশাচ্ছে? এ যে স্বপ্নের অতীত! বিবাহের পর বাবার কাছে যে থাকৃতাম না, উনি ছেড়ে থাকতে পারেন না বল্লে—আর আজ?

কেন, কিসের আশায় সেখানে ছোটেন—কি অভাব তাঁর! ভালত প্রকৃত বাসতেন—তবে? চেহারা—সত্যিই কি আমি এত কুৎসিত? বেশতো যদি কুৎসিতই হই—কৈ, আজ ত ছ'বছর বিবাহ হইয়াছে—এতদিন কি আমার রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েনি? না, না তাত নয়—তবে কিসের আশায় যান?

বাঁশী—বাঁশীই ত হ'ল কাল্! এই বাঁশীতেই ত আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! অবিনাশবাবু—উঃ! তুমি আমার এত শত্রু!—আমি ত তোমাদের কিছু ক্ষতি করিনি—তবে কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করলে?—না, অবিনাশ বাবুরা ত আমার কিছু করেনি—তাঁরা ত গিয়েছিলেন ভিক্ষে করতে—ভিক্ষে করে চলে এলেন,—আরত তার সঙ্গে সংশ্রব নেই! না ওঁদের দোষ কিছু নেই—দোষ সবই আমার অদৃষ্টের!

হ্যাঁ, যৌবন? কেন যৌবন কি আমার গিয়াছে?—কই না, সে দিনও ত বলেছিলেন—"মীরা সত্যিই তুমি চির-যৌবনা—তোমার মধ্যে চিরবসন্ত—তবে? না, যৌবন আবার কি?—স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় যৌবন আবার কি?—হোক সে বিগত যৌবনা, কুৎসিত—তাতে কি আসে যায়?—প্রাণের টান—প্রকৃত ভালবাসায়—সেখানেত কিছুর বিচার

করে না—পরস্পরের কাছে সবই যে সুন্দর—তাতেই যে দিশেহারা থাকে—প্রকৃত ভালবাসায় ত এ বিচ্ছেদ আসে না ?—তবে, তবে কি এতদিন সবই মৌখিক ছিল—ছাই চাপা আগুনের মত—আজ তার নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ল্? মীরার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িয়া বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। মীলাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—ওরে সর্ব্বনাশী, কেন তুই হয়েছিলি—তোর মত অভাগী কেউ নেই! আগে যে তোকে চোখের আড়াল করতেন না, একমিনিটও ছেড়ে থাকতে পারতেন না—আর আজ—তোর কথা একবার মনেও পড়ে না—হয়ত্ তোর অস্তিত্বও মনে আসে না!

১৮

সারারাত বিনিদ্র কাটাইয়া—ভোরের বেলায় মীরা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকাল সাতটা বাজিয়া গিয়াছে—ঝি আসিয়া ডাকিল—মা ওঠ, বাবু এসেছেন।

মীরা ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িল ও দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

কিছুক্ষণ পরে অসীম বাহিরের ঘর হইতে উপরে আসিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। মীলা তখন হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে—অসীম তাহাকে কোলে লইল ও চুমু খাইতে লাগিল।

মীরা কি একটা করিতে ঘরে আসিয়াছিল—মীলাকে অসীমের কোলে দেখিয়া মনের সুপ্ত ভাবরাশি বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল।

হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া বাটিটি হঠাৎ মীরার হাত হইতে মেঝেতে পড়িয়া গেল—মীরা অপ্রস্তুতে পড়িল।

অসীম বলিল—সাবধানে কাজ করতে হয়—এখুনি হয়ত্ পায়ে পড়ত্!

মীরা কিছু বলিল না—শুধু নীরবে নীচুদিকে মুখ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ মীলাকে আদর করিবার পর, অসীম তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া পুনরায় বাহিরের ঘরে আসিল।

মীরা ঝিকে দিয়া বাহিরের ঘরে চা পাঠাইয়া দিল—অসীম তাহাকে বলিল—তোর মাকে একবার ডেকে দে—বল্, বিশেষ কাজ আছে, যেন শুনে যায়—

অসীম চা খাইতে লাগিল—মিনিট দশেক কাটিয়া যাইবার পরও যখন মীরা আসিল না, তখন সে নিজেই উঠিয়া শয়ন ঘরের দিকে চলিল। মীরা সেখানে নাই—তাহার পর রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল—মীরা হাতের উপর গাল রাখিয়া কাঁদিতেছে। মীরা জানিতেও পারিল না অসীম ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অসীম ডাকিল—মীরা—?

মীরা মুখ তুলিল না—কোন উত্তরও দিল না—তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল। পুনরায় অসীম ডাকিল—মীরা মুখ তোল, তোমায় একটা কথা বলব!

মীরা মুখটি একটু ঘুরাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখদুটি মুছিয়া লইল, তারপর আস্তে আস্তে চোখ তুলিয়া চাহিল। চোখে তখনও অস্পষ্ট জলের দাগ, মাথার চুলগুলি কপালের উপর ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত—মুখখানিতে বেদনা ও ব্যথার ছাপ আঁকা।

মুখের দিকে চাহিয়া অসীমের মনের রঙ মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলাইয়া গেল। অতীতের কত সব ছবি একের পর একে মানস পটে ফুটিয়া উঠিল। তাহার ক্ষুব্ধ প্রাণের রুদ্ধ আবেগ হৃদয় দ্বারে আছড়াইয়া পড়িল।

অসীম আর থাকিতে পারিল না—একেবারে ধপ্ করিয়া মীরার খুব নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল—মীরা, মীরা আর যে পারি না! বড় জ্বালা নিজেও পাচ্ছি তোমাকেও দিচ্ছি! বল, বল মীরা কিসে এ জ্বালার শান্তি হয়—

মীরা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

অসীম বলিল—বল্‌বে না? সত্যিই আমি পাপী মীরা! তোমার ওই পবিত্র মন্দিরে—আর আমার স্থান হয় না জানি—এখন আবর্জ্জনাতেই আমার স্থান—অনেক নীচে! কিন্তু মীরা এরজন্য কি আমি একাই দায়ী? না, না আমিই দায়ী—আমিই দুর্ব্বল—তাই ত আমার পরাজয়!

মীরা খুব ধীর ভাবে বলিল—কি বল্‌বে বল্‌ছিলে বল ?

মীরা, বলতে এসেছিলাম একটা কথা, কিন্তু সব ত আমার এলো মেলো হয়ে গেল—তোমার ওই বিষাদ মাখা মুখ দেখে !

মিনিট কতক অসীম স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর আবার বলিল—মীরা আবারি বলছি, এখনো কি আমায় তুলে নিতে পার না ? পার ! তাই নাওনা—নাও মীরা !

মীরা আর থাকিতে পারিল না ; বলিল—রোজ রোজ বাজে কথা বক্‌বার আমার সময় নেই—আমার কাজ আছে ! তারপর একটু থামিয়া—ওগো কেন, আমি তোমায় কোন বিষয়ে বাধা দিইনি, কোন কিছু ক্ষতি করিনি—তবে কেন—কেন আমায় এমনি করে জ্বালাও।

এমন সময় ঝি ডাকিল—মা খুকী থাকছে না, বড় কাঁদছে !

মীরা উপরে চলিয়া গেল।

অসীম খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে গিয়া বিছানার উপর নিজ দেহ ভাঙ্গিয়া দিল।



সন্ধ্যা হইতেই অসীম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটি মদের দোকানের সামনে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মিনিটখানিক কি ভাবিল, তাহারপর চারিদিকে একবার

চাহিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল ও পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া মদ চাহিল।

দোকানদার পাকা ব্যবসায়ী—লোক সে ভালরূপই চিনে—জহুরী জহরৎ চিনে। বুঝিল—পিতৃদায় হইতে উদ্ধার হইয়া, পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া—অথবা হতাশ প্রেমিক, প্রেমবেদনায় কাতর—শোকাতুর চিত্তে সান্ত্বনা পাইতে—অথবা পৃথিবীর এ হেন আশ্চর্য্য জিনিষের স্পর্শ হইতে নিজেকে বঞ্চিত না রাখিয়া, রসায়ণ শাস্ত্রের এতবড় বিশেষ দানের মর্য্যাদা রাখিতে...তাই জিজ্ঞাসা করিল—বোতল না পাঁট না গ্লাস! তবে বোতল নিলে দরে অনেক সুবিধে হবে!

অসীমের মাথার মধ্যে তখন ঝিম ঝিম করিতেছিল—মদ না খাইবার পূর্ব্বেই তাহার যেন নেশা ধরিয়াছিল—তাই কোন রকমে বলিল—যা হয় দিন?

বোধ হয় দোকানদারের প্রাণের কোণে দয়া বলিয়া একটুখানি পদার্থ ছিল—তাই বোতল না দিয়া পাঁটই দিল, কারণ নূতন অভিজ্ঞতায় বেশী দরকার হইবে না—পাঁট দিলেই যথেষ্ট হইবে। সমস্তটা ত লাগিবেই না বাকীটা ঘরে আসিবে, আর তার সঙ্গে পুরা পাঁটের দাম। আর যখন সে নিজেই তাহার উপর ভার দিয়াছে, তখনত একটু ধর্ম্মের দিক চাহিয়া কাজ করিতে হইবে। জানিয়া শুনিয়া বেশী খরচ করাইয়া আর লাভ কি! তাই পাঁটের মুখটি খুলিয়া—গেলাসে খানিকটা ঢালিয়া আগাইয়া দিল—।

অসীম গেলাসটি হাতে করিয়া কি একটু ভাবিয়া, কোনরকমে খানিকটা গিলিয়া ফেলিল—সর্ব্বশরীর জ্বালা করিতে লাগিল—বাকীটা

ফেলিয়া দিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দোকানদার মোলায়েম সুরে বলিল—পাঁটে যে এখনও অনেকটা রয়েছে, নিয়ে যান—

অসীম সে কথার কোন উত্তর দিল না, সটান হাঁটিতে হাঁটিতে কার্জ্জন পার্কে আসিয়া একটি গাছের তলায় ঘাসের উপর শুইয়া পড়িল। অসীমের বিবাহিত জীবনের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত, একটির পর একটি করিয়া মনের পাতা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল—তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। রাত্রি দশটার পর অসীম উঠিতে গিয়া দেখিল—তাহার মাথা ঘুরিতেছে, তাহার সহিত পৃথিবীটাও যেন একটু একটু নড়িতেছে। কোন রকমে পার্কের বাহিরে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি করিয়া একেবারে সবিতার বাড়ী আসিল।

সবিতা ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অসীমকে দেখিয়া বলিল—এত রাত্রি, ওকি চোখ লাল কেন? টলছেন যে—!

অসীম জড়িত স্বরে বলিল—না না টলব কেন—এইত বেশ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি!

সবিতা খুব কাছে আসিয়া সামনা সামনি দাঁড়াইয়া বলিল—কই, আমার দিকে তাকান'ত—?

অসীম তাহার ঢুলুঢুলু আঁখি সবিতার মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল—কি. তুমি আমায় পরীক্ষা করছ মদ খেয়েছি কিনা!—হ্যাঁ সবিতা—আজ একটু খেয়েছি, শুধু পরীক্ষা করবার জন্য—সত্যি না মিথ্যে।

সবিতা গম্ভীর ভাবে ডাকিল—অসীম বাবু!

অসীম উত্তর দিল—কি বলছ, এইত কাণ খাড়া করে রইছি! কিছু বলবার থাকে নিঃসঙ্কোচে বলে ফেল? মীরাও এক মিনিটে, কিছু না ভেবে তার কথা বলে দিয়েছে! আমিও এই চাই—মন হওয়া চাই এই রকম সাদা—বুঝলে কিনা? তারপর একটু থামিয়া—সবিতা তোমার ঘরে জল আছে—এক গ্লাস জল দিতে পার? হাঃ হাঃ, দেখছ আমার কি বুদ্ধি! তোমার ঘরে জল কতদিন খেয়েছি আজ আবার জিজ্ঞাসা করছি জল আছে? যেন তোমার ঘরে জল বড় একটা থাকে না কিংবা তোমরা খাওনা—বলিয়া একেবারে সবিতার বিছানার উপর আসিয়া ঢলিয়া পড়িল।

সবিতা কোন উত্তর দিল না—শুধু কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস জল আনিয়া অসীমের মুখের নিকট ধরিল। অসীম এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জলটুকু খাইয়া ফেলিয়া বলিল—আঃ বাচালে তুমি—বুক জ্বলে যাচ্ছিল—তেষ্টায় ব্রাহ্মণকে জল দিলে, তোমার যা পুন্যি হবে কি বল্‌ব তোমায়!

সবিতা ডাকিল—অসীম বাবু! এতদূর নামলেন আপনি? আপনি যে—

অসীম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহারপর বলিল—দেখ সবিতা, চাই স্ফূর্ত্তি, চাই আনন্দ—এ দুটো জিনিষ না থাকলে জগতে মানুষ কি করে যে বাঁচত, আমি তাই ভাবি—

তাহারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—হ্যাঁ সবিতা, তুমি নাচতে পার? নাচনা—নাচবে না ত!—মেয়ে জাতটারই ঐ এক দোষ, কথা শোনে না—

নেশার ঘোরে কত সব অসংলগ্ন কথা বলিতে বলিতে অসীম ঝিমাইতে লাগিল।

সবিতা কোন কথার উত্তর দিল না—একদৃষ্টে অসীমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বুক হইতে একটি নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল—অসীমকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া গায়ের জামাটি খুলিয়া দিল।

ঢুলুঢুলু আঁখি সবিতার মুখের উপর ফেলিয়া অসীম বলিল আঃ বাঁচালে—তাই বলি এত গরম হচ্ছে কেন ?—

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সবিতা বাহিরে গিয়া একটি মগ ও এক বালতি জল আনিল—তাহারপর হাতে করিয়া জল লইয়া অসীমের মুখে দিয়া বলিল—মুখটা কুল্‌কুচো করে ফেলুন—!

অসীমের তখন নেশা ভাল করিয়াই জমিয়াছিল—সবিতার কথার কোন প্রতিবাদ করিল না—তাহার হাত হইতে মুখে জল লইয়া ঝিমাইতে লাগিল—মুখের দুপাশ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সবিতা বলিল—জলটা মুখ থেকে দয়া করে ফেলে দিন্—! তাহার পর বিছানার উপর বসিয়া অসীমের মাথাটি নিজ কোলের উপর টানিয়া, এক হাত দিয়া একটু কাৎ করিয়া ধরিল ও অপর হাতে মগে করিয়া জল লইয়া, সমস্ত মাথাটি ধোয়াইয়া দিয়া নিজ আঁচল দিয়া মাথাটি মুছাইয়া দিল।

তন্দ্রাজড়িত স্বরে অসীম একবার শুধু বলিল—আঃ চমৎকার জল—আর আছে—?

না, আর নেই—এইবার ঘুমোন—বলিয়া অসীমের মাথাটি বালিসের উপর দিয়া, সবিতা মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

সবিতার আঁখি অসীমের মুখের উপর নিপতিত ছিল—তাহার রুদ্ধ অশ্রু এইবার প্রস্রবণের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল...না, তাত হলো না—জন্মথেকে আজ পর্য্যন্ত সবই নিস্ফল, ব্যর্থ!—ওগো কেন—আমি তো তোমাকে ওভাবে চাইনি—আমি চেয়েছিলাম তোমার মূর্ত্তি সামনে রেখে পূজা করতে—প্রাণভরে দেখতে! কিন্তু কই—? নিমেষের মধ্যে সে রূপ লুকিয়ে পিশাচের নৃত্যে মাতলে!—স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে ব্যবস্থা—ওগো তাই—তাই কি তোমার স্বরূপ বদলে গেল—? সবিতার চোখের জল গাল বহিয়া ঝরিয়া, অসীমের মুখের উপর পড়িতে লাগিল। অসীম তখন নিদ্রা দেবীর কোলে তাহার অবসন্ন দেহ লুটাইয়া দিয়া আশ্রয় লইয়াছে—বাহিরের কিছু সে জানিতেও পারিল না যে তাহারই জন্য—কতদিকে, কত অশ্রুফোটা নীরবে ধরার বুকে ঝরিয়া পড়িতেছে।

২০

সারারাত বিনিদ্রভাবে কাটাইয়া, ভোরের বেলায় সবিতা বিছানার উপর দেহ এলাইয়া দিল। বেলা তখন আটটা—জানালা দিয়া এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া মুখের উপর পড়িতে, সবিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—অসীম তখনও নিদ্রিত। সবিতা উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও স্নান প্রভৃতি সারিয়া আসিয়া অসীমকে ডাকিল। অসীমের

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চারিদিকে একবার চাহিয়া চোখদুটি ভাল করিয়া মুছিয়া বলিল—আমি এখানে, ব্যাপার কি বলত সবিতা— ?

সবিতা বলিল—হ্যাঁ, আপনি এখানে—এখন উঠে মুখ হাত ধুন্—বেলা অনেক হয়েছে।

অসীমের সবই যেন এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল—তাহার পর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব রাত্রির সকল ঘটনাই মনে পড়িতে লাগিল।

অসীম বলিল—শরীরটা ভারি বিশ্রী লাগছে, কিছু ভাল লাগছে না—কেন মরতে যে খেতে গেলাম !

তাহারপর সবিতার দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার চোখ লাল কেন সবিতা—?

সবিতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, মুখ ফিরাইয়া বিছানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—ঘরের বাঁ'ধারে কলঘর—তারপরই বলিল—আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি, বলিয়া আগে আগে চলিল—অসীমও তাহার অনুসরণ করিল।

অসীম কলঘর হইতে আসিবার পূর্ব্বেই সবিতা চা করিয়া টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিল, তাহারপর জানালার নিকট আসিয়া, বাহিরে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অসীম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এই যে, তুমি একেবারে চা টা রেডি করে রেখেছ।

সবিতা শুধু ফিরিয়া দাঁড়াইল—কোন উত্তর দিল না।

অসীম বলিল—আজ হলো কি তোমার—? কোন কথাবার্ত্তা নেই—অসুখ বিসুখ ক'রল নাকি ?

সবিতা বলিল—এখন এইটাই চান নাকি ?

অসীম বলিল—কি বলছ সবিতা—তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি ?

চাপা দেওয়া ডিসখানা পেয়ালার উপুর হইতে লইতে লইতে সবিতা বলিল—এতদিন হয়নি—বোধহয় এইবার হবে ! যাক্, চা টা জুড়িয়ে গেল—এইবার খেয়ে নিন্—।

তাত নিচ্ছি ! কিন্তু সবিতা তুমি যে পাগল হবে—এই ত আমার মহা ভাবনা—কি করি বল দিখিন্— ?

সবিতা বলিল—আপনার ভাবনা আমার জন্য—আমি আপনার কে ?

চা খাইতে খাইতে অসীম বলিল—উপস্থিত তুমি আমার সব—লোকে যাকে ঘৃণা করেছে—তুমি তাকে তোমার বুকে টেনে নিয়েছ—তোমার মধুর ভালবাসা দিয়ে বেঁধে ফেলেছ—আমিও বন্দী হয়ে গিয়েছি—তা সত্বেও আবার জিজ্ঞাসা করছ—তুমি আমার কে—?

সবিতা একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল—তাহার গাল বহিয়া অশ্রুর ফোঁটা পড়িতেছিল।

অসীম বলিল—সবিতা কি হলো তোমার—কাঁদছ কেন—?

সবিতা চোখের জল আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—অসীমবাবু ! জানি আমি ঠাট্টারই উপযুক্ত—আমাদের লোকে এর চাইতে আর কিছু আশা করতে পারে না—জানি ! —কিন্তু অসীমবাবু বুভুক্ষু প্রাণ সে তো মানল না—সে যে আশা করেছিল অনেক কিছু—তার সমস্ত সম্ভব অসম্ভব জিনিষকে উপেক্ষা করে—।

শূন্য আসন সে কতদিন রাখতে পারে?—তাই সে প্রাণ হাহাকার করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছিল—মন্দিরের আসনে দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে—তাঁকে পূজা করতে—আরাধনা করতে—নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিতে! কিন্তু কই? সে যে মহাভুল হলো—হয় চোখ অন্ধ হয়েছিল, চিনতে পারিনি—দেবতার আসনে পিশাচ—অথবা মন্দিরের আসনই তৈরী পিশাচের উপাদানে—যে যার স্থান চিনে নিয়েছিল—যে যার স্থান দখল ক'রল!—তাইতে তার পরাজয়—তাই ক্ষণিকের গোপন হাসি, অশ্রুতে ঝরিয়ে দিল—বুঝিয়ে দিল—ব্যর্থতার অঙ্কুরে সফলতা ফলে না—ফলে ফুলে ব্যর্থতারই রূপ ফোটে।

সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে অসীম বলিল—সত্যি সবিতা, তুমি কি পাগল হলে—তুমি যে কি বলছ কিছু বুঝতে পারছ—?

মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সবিতা বলিল—হ্যাঁ খুব পারছি—জন্মাবার পর জ্ঞান হওয়া থেকে বুঝেছি—বুঝছি হাড়ে হাড়ে—কিন্তু বুঝেও অসীমবাবু ঠিক বুঝতে পারিনি।

অসীমের এসব হেঁয়ালী আর ভাল লাগিল না। কেবল আজ তার মীরার কথা—মীলার কথা; কত কি সব কাণে কাণে কহিয়া যাইতে লাগিল। তাদের দূরত্ব—অভাব প্রাণের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া জানাইয়া দিতেছিল। তাই অসীম এ দিকে আর ততটা মনোযোগ দিতে পারিল না—শুধু বলিল—হুঁ।

কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিল, তাহারপর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সবিতা বলিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন—

না—ভাববার আর কি আছে সবিতা—? সব দিকই যখন রুদ্ধ তখন আর কি ভাবব—? ঘড়িটা কোথায় সবিতা—দাও তো একটু বেরোই—!

কি করে জানলেন আমি রেখেছি—নাও ত রাখতে পারি ?

মাথার উপর চিরুণী টানিতে টানিতে অসীম বলিল—জানি তুমি ছাড়া আর কেউ তো আমার কিছুকে টেনে রাখবে না—আর কে আমার এত হিতাকাঙ্ক্ষী...বল—?

ওঃ ! বলিয়া সবিতা ঘড়িটি দেরাজ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অসীমের হাতে দিল, তাহারপর বলিল—কোথায় যাবেন ?

হাত ঘড়িটি বাঁধিতে বাঁধিতে অসীম বলিল উপস্থিত এখান থেকে বাড়ী—তারপর সন্ধ্যায় আবার এখানে—বলিয়া অসীম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সবিতা আবার আসিয়া সেই মুক্ত গবাক্ষ দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

২৭

দিন যায়। বিচ্ছেদ, তাহার নিজের আসন পূর্ণভাবেই স্বামীস্ত্রীর মাঝে বিছাইয়াছে। অসীম কোনদিন বা অধিকরাত্রে—কতদিন একেবারেই বাড়ী আসে না। আজকাল মাঝে মাঝে মদ খাইয়াও বাড়ীতে আসে।

মীরা নির্ব্বাক-নিস্তব্ধ—তুষের আগুণের মত অন্তর ছারখার হইয়া যাইতেছে —অশ্রুকেই সাথী করিয়া চলিয়াছে।

সেদিন শুক্রবার—দুপুরে অসীম বৈঠকখানাঘরে শয়ন করিয়া আছে —এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—অসীমবাবু আছেন—?

অসীম দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—কে? শরৎবাবু যে —আসুন—তারপর কি মনে করে?

শরৎ রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—বলেন কেন?— তারপর সেই যে ডুব মারলেন আর আপনার টিকি পর্য্যন্ত দেখা নেই! —এদিকে বাড়ীও চিনিনা—সবিতাকেও জিজ্ঞাসা করি, বলে-জানিনা— বেশী কথাও বলেনা, পাগলাটে মেরে গেছে—আর আপনিও যান না, ব্যাপার কি—?

না, আর যাইনা—বোধহয় আর যাবও না। যাক্ সেকথা—এখন কি মনে করে বলুন—আর বাড়ী জানলেন কি করে—?

শরৎ বলিল—সে যা হোক অনেক কষ্টে জেনেছি—এখন কাল যে শনিবার টাকাগুলো ত' তুলতে হবে—? আবার যেখানকার টাকা সেইখানেই রাখতে হবে—মায় সুদ তস্যসুদ—তার সঙ্গে penalty (পেনালটি)—

অসীম বলিল—না শরৎবাবু—আর রেসেতে যাবনা—যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে—একেবারে পথের ভিখারী হয়েছি—!

অসীমের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শরৎ বলিল—আপনি শিক্ষিত লোক আপনাকে বলবার কিছুই নেই, তবু না বলে আর পারলাম না— কবির সেই ছড়াটা মনে নেই—"যে মাটিতে পড়ে লোক সেই মাটি ধরে,

বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় ছাড়ে।"—হ্যাঁ বুঝলেন কিনা, খেলতে জানা চাই—? খেলে তো সকলেই—কেউ কাঁদে, কেউ হাসে। আনাড়ির মত খেললেইত হলো না—আগে টিপ্ বুঝতে হয়, তাতে প্রথমে কিছু যায় ক্ষতি নেই—শেষে যে বাজী মাৎ। কই, আমার তো loss (লস্) যায়নি—আর ঐ সেদিন যে হারলাম—জানবেন আমার লাভের টাকা। আপনি বলবেন যে আপনার এ কয়দিনে অত টাকা গেল —কিন্তু আমারও ঐ প্রথমে ওর চাইতে ও বেশী গিয়েছিল, কিন্তু আমি আপনার মত নিরাশ হয়নি—কবির ঐ মন্ত্রটি মূল করে রেখেছিলাম—। তারপর তিনক্ষেপে loss (লস্) ত' make up (মেক আপ) করে নিলামই with compound interest (উইথ্ কম্পাউণ্ড ইনটারেষ্ট)।

না শরৎবাবু, আপনার অদৃষ্টে হয়ত বা হয়েছে হোক—আমায় আপনি ক্ষমা করবেন। ব্যাঙ্কের সবই ত' প্রায় নিঃশেষ—এখন সংসার চলবে কি করে—! আমার স্ত্রী তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না —সব রকমেই তার ক্ষতি করলাম—তাকে পথের ভিখারীও করলাম বলিয়া অসীম সোজা হইয়া বসিল।

কি যে বলেন অসীমবাবু কিছুই বুঝতে পারিনে—যাক, এখন উঠুন —একটু ঘুরে আসা যাক—গলাটা শুকিয়ে আসছে বলিয়া অসীমের হাত ধরিয়া তুলিল—।

রাস্তায় গ্যাস জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুইবন্ধু বাহির হইয়া, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর একখানি মদের দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর সেখান হইতে বাহির হইয়া বিডনস্কোয়ারে আসিয়া একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া, অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল যে—অসীমের হাত দেখিয়া

সে জানিয়াছে—তাহার এখন বৃহস্পতির দশা—অব্যর্থ লাভ আছে—সুতরাং এবারও একটা chance (চান্স্) নেওয়া দরকার। অসীমের ইচ্ছা না থাকিলেও অন্ততঃ তাহার অনুরোধে—ও কাল যদি অসীম না যায়, সে নিজে যাইয়া তাহার হইয়া খেলিয়া আসিবে।

অসীমের পকেটে চেক বই ছিল—অবশিষ্ট টাকা যাহা ব্যাঙ্কে ছিল তাহাতে সই করিয়া দিয়া, রাত্রি নটায় উভয়েই সবিতার বাড়ী আসিল।

শরৎ goodnight (গুড্ নাইট) বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল ও অসীম সবিতার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইল।

সবিতা তখন বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়াছিল—পাশে একখানি বাঁধান ফটো রহিয়াছে। আলুলায়িত কুন্তল কেশ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া মুখের উপর পড়িয়াছে। অসীম দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই, সবিতা পাশ ফিরিয়া দেখিয়া বলিল—আসুন—? তাহার পর খাট হইতে নামিয়া দেহের বসন সংযত করিতে করিতে বলিল—এ কদিন যে একবারো এলেননা?

ইজি চেয়ারটার উপর নিজ দেহভার এলাইয়া দিয়া অসীম বলিল—মানুষের মনের অবস্থার ওপর তার সব কিছু নির্ভর করে কিনা সবিতা—?

খোলা চুলগুলি মাথার উপর জড়াইতে জড়াইতে সবিতা একেবারে অসীমের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তার মানে—?

অসীম বলিল—তার মানে অর্থাৎ মনের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না—আর তা ছাড়া—

তাই! বলিয়া সবিতা অসীমের মুখের উপর তাহার আঁখিদুটি

ফেলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল—এ কদিন বোধহয় বাড়ীতেই ছিলেন।

অসীম বলিল—হুঁ, বাড়ীতেই একপাশে ছিলাম।

সবিতা বলিল—তাহলে এখন বাড়ীথেকেই আসছেন—!

না ঠিক বাড়ী থেকে নয়—শরৎবাবু গিয়েছিলেন—বাড়ী থেকে বেরিয়ে, তার সঙ্গে দোকানথেকে একটু ঘুরে। তারপর সবিতা, তোমার কি হলো—এখনো শুয়ে—রুক্ষুশুক্ষু চুল—এরকম বেশ—?

বিছানার উপর হইতে বাঁধান ফটোখানি হাতে করিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সবিতা বলিল—নিজেইত বললেন প্রত্যেকের মনের অবস্থার ওপর তার সব কিছু করাটা নির্ভর করে—হ্যাঁ কিনা বলুন—বলিয়া ফটোখানি তুলিয়া রাখিবার জন্য আলমারীর কপাট খুলিল—।

কিন্তু সবিতা তোমার ত' একঘেয়ে জীবনের সুত্রপাত অনেকদিন থেকেই চলেছে—আর তার লাভ লোকসানের বিচার অনেক আগেই করে ফেলেছ—এখন নূতনকরে চোখে আর কি ধরা পড়ল? যাক, কার ফটো ওখানা তুলে রাখছ?

ঘাড় ফিরাইয়া সবিতা বলিল—আমার স্কুল লাইফের ফটো!

কই দেখি—তখন তুমি কি রকম ছিলে বলিয়া অসীম হাত বাড়াইল।

ফটোখানি হাতে দিয়া সবিতা বলিল—দেখতে কুৎসিতই—তখন আর এখন? তবে মনের রঙটা এখন একেবারে বদলে গেছে সেটা খুবই সত্যি—

অসীম ফটোখানি হাতে লইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, যেন

সে ফটো জিনিষটা পূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই—তাই সবিতা বলিল ধ্যান মগ্ন হয়ে গেলেন যে? আচ্ছা বলুন ত, তখনকার চেহারার সঙ্গে এখন কি অনেক পার্থক্য হয়েছে?

অসীম বলিল—না-হঁ্যা হয়েছে—আচ্ছা সবিতা তোমার পাশে ওটি কে?

কেন, চেনেন না কি? ওরই নাম মীরা!

মীরা? বলিয়া অসীম চমকিয়া উঠিল, তারপর বলিল—তোমার এ ফটোএ, এখানে কি করে এলো—বল, বল সবিতা!

সবিতা বলিল—অসীম বাবু বলছি, কিন্তু আপনি কি ওকে জানেন?

হঁ্যা জানি, খুব জানি—এই মীরাই আমার স্ত্রী!

পথ চলিতে চলিতে সম্মুখে স্বর্প দেখিলে পথিকের মুখের যে ভাব হয়, সেই ভাবে সবিতা বলিল—আপনার স্ত্রী মীরা—! তারপরই বলিল—অসীম বাবু আমি যখন এখানে স্কুলে পড়তাম—মীরাও পড়’ত আমার সঙ্গে—আর এ ফটো তোলা হয়েছিল তখন বন্ধুত্বের স্মৃতি রাখতে!

অসীম বলিল—সবিতা, এই মীরাই আমার স্ত্রী—এরই ভুলের জন্য আজ আমাকে, তোমার হাতে তুলে দিয়েছি—তোমার হাতে দিচ্ছি!

সবিতা নিচুদিকে মুখ করিয়া কি ভাবিতেছিল, উত্তর দিল—কেন, কি সে তার এমন ভুল হলো—যার জন্য আপনি নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন, নিজের ইচ্ছায় নয়—শুধু অপরের—

কি সে ভুল? সে ভুলে আমার জীবনকে অন্য পথে চালিত করে দিল—আমার জীবনের ধারা বদলে গেল—তোমার মত! তাকে

বিতা বড় ভালবাসি—সেও বাসে—বাসত, বুঝিবা অত ভালবাসা-বাসি কেউ কাউকে বাসেনি-বাসবে না...কিন্তু—কিন্তু শেষে সে ভুল বুঝলে—সে ভাবলে আমি তোমাকে ভালবাসি—বেসেছি। সবিতা তখনও নিচুদিকে মুখ করিয়াছিল। অসীম বলিতেছিল—এখন হয়ত বা কিছু বলতে পার, কিন্তু আগেত কিছু বলবার ছিল না! তারপর তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম অনেক করে, অনেক বললাম—তার সে সন্দেহ গেল না—কিছুতেই না—

হঠাৎ সবিতা বলিয়া উঠিল—অসীম বাবু—না-না মীরা, এই মীরাই আপনার স্ত্রী—ঠিক বলছেন? আচ্ছা মানুষের মতন ত মানুষ হয়—! তার পর একটু থামিয়া আবার বলিল—আচ্ছা অসীম বাবু—মানুষের ভবিষ্যৎ কি মানুষ নিজ হাতে গড়তে পারে না—যা সত্যি ঘটবে তা কল্পনায় কি মনের মধ্যে আনেনা—?

তারপর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে যেন আপন মনেই বলিল—কই না, আনেনা ত! আমার নিজেরটায় ত বুঝতে পারছি—আপনারটাও ত আপনি পারছেন?

তাহারপর উভয়েই নিস্তব্ধ—উভয়েই যেন নিজেদের কোন দূর অতীত কালের পথে ছাড়িয়া দিল।

হঠাৎ সবিতা উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল—বসুন আসছি, বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ঘর হইতে এক রকম ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অসীম আবার ফটোখানির উপর নিজের মনটিকে ফেলিল। যতই সে মীরার ফটো দেখিতে লাগিল ততই তাহার মন কোথায়, কোন অতীতে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কোথায় যেন খচ

খচ্ করিয়া কি বিঁধিতেছিল...কি করুণ ভাবেই তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। তখনি অসীমের মনে হইল—মীরার ফটো এ বাড়ীতে—না না মীরার স্থান ত এখানে নয়! যতই সে আমায় ভুল বুঝুক, অবিচার করুক তবু, তবু সে তো আমার স্ত্রী—সে যে সতী—সে যে সন্তানের মা! অসীমের মন ততই মীরার দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। এই খানিক পূর্ব্বে সে মীরাকে বাড়ীতে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখানে তাহার নিশ্চল ছায়া ফটোর ভিতর দেখিয়া তাহার মনের সকল অনুভূতি মীরার সান্নিধ্য পাইবার জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল। তাই অসীম মনে মনে বলিল—মীরা, শুধু বলে দাও কি করব কোন পথে যাব, তুমিই শুধু পারবে—বল, বল মীরা! তাহার পরই পাশে সবিতার ফটোর দিকে দৃষ্টি ফেলিল—তারও ত ঐ শান্ত কি করুণ ভাব—কই কোন ত কলুষিত ছাপ নেই—? মীরার মুখে, তার মুখে কোথায় প্রভেদ—দুটিইত শুভ্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে একটি বৃন্তে—একটি তুলিতে গিয়া পাশের পঙ্কে পড়িল—অপরটা হাতে রহিল—মন্দিরের দুয়ারে সাজাইয়া দেওয়া হইল—কেন? সে দোষ কার? ফুলের—না যে তোলে তার? যে তোলে তারই ত দোষ? তারইত অসাবধানতার দোষে সে পঙ্কে পড়িল। ফুলের ত কোন দোষ নেই, সেওত তেমনি শুদ্ধ ছিল—আশা ছিল দেবতার চরণ, দেবতার মন্দির, অপর ফুলের মত—কিন্তু সে আশা বিনষ্ট হইল—চয়নিকের নির্ম্মম হাতে!

হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অসীম বারান্দার এক কোণে একটি ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—শরৎবাবু একবার বাহিরে আসুন ত—

অর্দ্ধজড়িত স্বরে শরৎ বলিল—কে, অসীমবাবু? আরে ভেতরে আসুন না বলিয়া নিজেই বাহিরে আসিয়া অসীমের হাতটি ধরিল।

অসীম বলিল—প্রাণ ওষ্ঠাগত—খানিকটা দিন ত—

তা আর হবে না—? তখন ত বললাম আরো খানিকটা নিন্—ওটুকু আমরা জল খেতে বসে খাই? আচ্ছা—ও খেঁদী, বোতলটা একবার নিয়ে আয় ত—

খেঁদী নামধারী যে রূপসী বোতল লইয়া আসিল—নাম তাহার খেঁদী না হইয়া, কাণি হইলেই ঠিক হইত—কারণ নাক তাহার মোটেই খ্যাঁদা নয়—ডান চক্ষুটি তাহার নাই—কি উৎকট রোগে নাকি চক্ষুটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রূপসী এক চক্ষু হরিণীর মত, তাহার সমস্ত দৃষ্টিটা অসীমের মুখের উপর ফেলিয়া বোতলটি তাহার হাতে দিল।

অসীম কোনকথা না বলিয়া ছিপি খুলিয়া মুখের ভিতর খানিকটা ঢালিয়া ফেলিল—তাহার পর শরতের হাতে বোতলটি দিয়া—চললাম বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সবিতার ঘরে আসিল।

সবিতা তখন ফটোখানি হাতে লইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ অসীমের পদশব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কোথায় গিয়েছিলেন—?

গিয়েছিলাম জ্বালা নেভাতে—কিন্তু তুমি—তুমি কোথায় গিয়েছিলে সবিতা—?

সবিতা কোন উত্তর দিল না—অসীমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটা উদ্গত নিঃশ্বাস চাপিয়া, আলনা হইতে একখানি কাপড় টানিয়া লইয়া সবিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে উড়িয়া ঠাকুর অসীমের খাবার আনিয়া দেখিল—অসীম তাকিয়া হেলান দিয়া ঝিমাইতেছে। উড়িয়া ঠাকুর অসীমকে জানাইয়া দিল যে, তাহার জন্য খাবার আনা হইয়াছে।

তন্দ্রাজড়িত স্বরে অসীম বলিল—কে? সবিতা—!

মা'ত ছাদের ওপরে শুয়ে আছে—!

চল্ আমিও যাব, বলিয়া অসীম বাহিরে আসিল ও কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গিয়া, টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল—কপালের খানিকটা কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

উড়িয়া ঠাকুরের বোধ হয় First aid (ফার্ষ্ট য়েড্) সম্বন্ধে একটু বিশেষ ভাবেই জ্ঞান ছিল, তাই তাড়াতাড়ি নিজের তৈলাক্ত অপরিষ্কার গামছাখানি অসীমের মুখের উপর চাপা দিয়া—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল ও সবিতাকে লইয়া আসিল।

সবিতা নামিয়া আসিয়া দেখিল—অসীম বারান্দার মেঝের উপর পড়িয়া আছে—ও মুখখানি একখানি গামছা দিয়া ঢাকা।

তাড়াতাড়ি মুখের উপর হইতে গামছাখানি সরাইয়া লইয়া দেখিল—কপাল কাটিয়া গিয়া অঝোরে রক্ত পড়িতেছে।

এঁ্যা, কেন আমায় ডাকতে পাঠালে না—? একি করলে বল দেখি বলিয়া সবিতা নিজের আঁচল দিয়া ক্ষত জায়গাটি চাপিয়া ধরিয়া, বাঁ হাত দিয়া অসীমকে হাত ধরিয়া তুলিয়া—নিজের বুকের উপর তাহার সমস্ত দেহভার টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে ঘরে গিয়া পালঙ্কের উপর শয়ন করাইয়া দিল।

তাহার পর দেরাজ হইতে পয়সা বাহির করিয়া ঠাকুরকে বলিল—শিগ্রী বরফ নিয়ে এস, বলিয়া বাহির হইতে জলের পাত্রটি আনিয়া তাড়াতাড়ি নিজের পরিধেয় সাড়ীর কিয়দংশ ছিঁড়িয়া, জলে ভিজাইয়া অসীমের কপালে ক্ষত স্থানের উপর লাগাইয়া দিল।

বাঁ হাতে বাতাস করিতে করিতে, ডান হাতে নিজের পরিধেয় ছিন্ন সাড়ীর কতকটা ভিজাইয়া অসীমের গালে ও মুখের উপর রক্তের দাগ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—বেশী কি যন্ত্রণা হচ্ছে অসীমবাবু ?

অসীম চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল—মুখখানাকে বিকৃত করিয়া বলিল—উঃ বড় জ্বালা সবিতা—বুক জ্বলে যাচ্ছে—!

উড়িয়া ঠাকুর ঝড়ের ন্যায় ঘরে ঢুকিয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া চলিল—এত রাত্রিতে কি বরফ পাওয়া যায়—তবে আমি কিনা তাই......

সবিতা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া শুধু বলিল—বুঝেছি তুমি এখন যাও—বলিয়া বরফ এক টুকরা লইয়া জলে ধুইয়া ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর নিজের কোলের উপর মাথাটি টানিয়া লইয়া অতি সন্তর্পণে কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল !

অসীম তখন নেশার ঘোরে তাহার অর্দ্ধনিমীলিত আঁখি সবিতার মুখের উপর ফেলিয়াছিল।

একটা বুকফাটা ক্রন্দন বাহির হইয়া আসিতেছিল—সেটাকে সংবরণ করিতে না পারিয়া—সবিতা নিজের মাথাটি অসীমের বুকের উপর এলাইয়া দিল।

২২

সে দিন ছিল কি একটা যোগ—আমাদের সংসার মোহে নিদ্রিত প্রাণে সাড়া আনিয়া দিবার প্রেরণা। ভুলেও বোধ হয় ভগবানের অস্তিত্ব অনেকের মনে উদয় হয় না—তাই না মাঝে মাঝে এই সব যোগ-যাগের সৃষ্টি—!

ভাগিরথী তীরে অসংখ্য নরনারী স্নানার্থে সমবেত হইয়াছে। একদল যাইতেছে অপর দল আসিতেছে—পরিচিত কাহারও সহিত দেখা হইলে—কেহ কেহ দাঁড়াইয়া পরস্পরে সুখ দুঃখের কথা কহিয়া প্রাণটা একটু হাল্কা করিয়া লইতেছে। যুবতীরা চলিতে চলিতে পরস্পরের গায় অলঙ্কার দেখিতেছে--কাহার গায় কত নূতন ফ্যাসানের কি অলঙ্কার...যুবকের দলও চলিয়াছে মৃদু গুঞ্জন করিতে করিতে—চারিদিক চকিত দৃষ্টি—আরো কত কি—?

পিসিমাও গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন—মীরাকে সঙ্গে আনিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু মীরা কিছুতেই রাজী হয় নাই, শরীর খারাপ ইত্যাদি অনেক দোহাই দিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। স্নান শেষ করিয়া, ঘাটের ধারে একপাশে বসিয়া পিসিমা মালাজপ করিতেছেন।

সবিতাও স্নান করিতে আসিয়াছে—তাহার আসিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না--কিন্তু উষা প্রভৃতি বাড়ীর অপরাধের পীড়াপীড়িতে ও শেষে জ্বালাতনের জন্য বাধ্য হইয়া আসিয়াছে। উষারা সকলেই হেলিয়া দুলিয়া ঘাটে নামিয়া গেল।—সবিতা সকলের পশ্চাতে ছিল--সে

আস্তে আস্তে চলিয়াছিল—সে চলায় চপলতা নাই—যেন জোর করিয়া অবসন্ন পা দুখানিকে টানিয়া আনা—মুখে চিন্তার গভীর রেখা! উষা চিৎকার করিয়া বলিল—কি'লো, আসবি না ঐখান থেকেই বাড়ী ফিরবি—সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি—

পিসিমার গোড়াতেই ইহাদের প্রতি নজর পড়িয়াছিল। নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া একপাশে সরিয়া বসিলেন—যেন তাহাদের হাওয়া গায় না লাগে—

হঠাৎ পিসিমা ডাকিয়া উঠিলেন—ভবো ও ভবো—

ডাক শুনিয়া একটি বর্ষীয়সী বিধবা একটি যুবতীকে সঙ্গে লইয়া পিসিমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—দিদি যে, অনেকদিন পরে দেখা হ'ল—ভাল তো?

হাতের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে পিসিমা বলিলেন—ভাল থাকব সেই ম'লে। সঙ্গে এটি কে, বউ নাকি—বাঃ, বেশ মুখখানি ত?

কথাটি সবিতার কাণ যাইতেই ফিরিয়া দেখিল—একটী যোড়শী যুবতী—সত্যই মুখখানি সুন্দর—

ভব পিসিমার সহিত কথা কহিতে কহিতে, তাহার পুত্র-বধুকে বলিলেন—নাও বৌমা মাথাটা নিঙড়ে দেরী হয়ে গেল—

বৌমা গামছা দিয়া সদ্যস্নান হইতে উঠিয়া আসা ভিজা চুলগুলিকে নিঙড়াইয়া ফেলিল। গামছা হইতে নিঙড়ান মাথার জল—পিসিমার গায় ও কাপড়ে ছিটকাইয়া পড়িল।

ছিঃ মা, একটু সরে দাঁড়িয়েত মাথাটা নিঙড়াতে হয়—দেখছ উনি জপ করছেন—

বাঁ হাত দিয়া 'জলের ছিটা মুছিতে মুছিতে,' পিসিমা বলিলেন—তা হোক তা হোক—তাহার পর বৌমার চুলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—বেশ তো চুলের ঢাল্—

ও এখন কি দেখছ দিদি—বিয়ের পর কি চুলই হয়েছিল—মেঝেয় বসলে, আধখানা মেঝে চুল ছড়িয়ে থাকত! তারপর বাপের বাড়ী গেল—যখন নিয়ে এলাম, চুলের আর সে ছিরি নেই—!

তাহার পর পিসিমার সহিত আরো দুই একটি কথা কহিয়া ও পিসিমাকে তাহাদের বাড়ীতে একদিন অবশ্য করিয়া যাইবার কথা বলিয়া ভব, বৌমার হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন—

কত লোক স্নান করিয়া চলিয়া গেল—তাহাদের মনের ময়লা—দেহের পাপ—মা ভাগীরথীর বক্ষে ঢালিয়া দিয়া—

উষারা তখনো স্নান করিতেছিল—সবিতা একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাটে নামিয়া গেল ও খুব তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিল। পিসিমার তখনও মালা জপ শেষ হয় নাই। ঘাটে ক্রমশঃ ভীড় বাড়ীতে লাগিল—সবিতা ভীড় ঠেলিয়া যাইবার সময়, সাবধান সত্বেও ভিজা কাপড়ের জল পিসিমার গায়ে ছিটিয়া লাগিল। একবার সবিতার মুখের দিকে ও একবার নিজের গায় সবিতার ভিজা কাপড় হইতে নিক্ষিপ্ত জলের ছিটার দিকে চাহিলেন—তাহার পর ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—হ্যাঁ গা কি রকম আক্কেল তোমার—বলি কপালের উপর চোখ দুটো ত রয়েছে—? ওমা, চানটা সেরে নিয়ে ভাবলাম, নামটা এইখানে বসেই সেরে নিই! ঘাটে ত্রো আসবারই যো নেই যে সব অনাচার—একপাশে সরে বসলাম—তা কি হবার যো আছে? ইষ্টি দেবতার নাম মুখে—আর যত সব অনাচার, অশুদ্ধ জল গায়—!

সবিতা একটি কথারও উত্তর দিল না—একদৃষ্টে পিসিমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

চাহনি দেখিয়া পিসিমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন : আবার যে ব্যাড্ ব্যাড্ করে চোখ বের করে বড় দেখা হচ্ছে—তখন ও চোখ কোথায় ছিল? একটু মনিষ্যি দেখে পাশ দিয়ে গেলে বুঝি আর গঙ্গা চানের পুণ্যি হোতো না• ? সারারাত ফুর্ত্তী মেরে, সকালে সব আসবেন গঙ্গা নেয়ে পূণ্যি করতে—!

সবিতা তখনও দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—যত সব অনাচার অশুদ্ধ জল গায়—তাহার পর খুব ধীর ভাবে বলিল—গঙ্গা জল কি অশুদ্ধ হয় মা? সব তাতেই যে লোকে শুদ্ধ বলে গ্রহণ করে? আমার আগে যে বউটি মাথা মুছ্ছিলেন, তাঁরও ত মাথার জল আপনার গায় পড়'ল—কই তাকে ত—

পিসিমা চক্ষু প্রায় কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন—কলিকালে হোলো কি? ওঁর সঙ্গে ওনার তুলনা—বলি কিসে আর কিসে—? উনি যাচ্ছেন ঘরের সতীলক্ষ্মী বউএর সঙ্গে তুলনা হতে—! ওদের জল গায় লাগলে অনেকে তোরে যায় বলিয়া আর অপেক্ষা মা করিয়া আপন মনে বলিতে বলিতে চলিলেন—যাই আবার একটা ডুব দিয়ে আসি—দেখে শুনে কি করে আর এই নিয়ে ঠাকুর দেবতার নাম করি!

সবিতা মাটির দিকে মুখ নিচু করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর আস্তে আস্তে আসিয়া শ্মশানের ভিতর প্রবেশ করিল।

শ্মশানেতে তখন একটি এয়োস্ত্রী বৃদ্ধার মৃতদেহ ফুলেরমালায় ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। মৃতার খাটের আশে পাশে পুত্র, পৌত্র, পৌত্রীরা সব ঘিরিয়া—আর মৃতার শিয়রের কাছে একটি বৃদ্ধ বসিয়া—তাহার গণ্ড বাহিয়া

অশ্রু ঝরিতেছিল ও মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁট দিয়া চক্ষু মুছিতেছিলেন—প্রিয়তমার সহিত নশ্বর দেহের বিচ্ছেদ—!

জীবনের প্রথম যৌবন প্রভাতে, যে অতি সাদরে কণ্ঠালিঙ্গন করে জানাইয়াছিল—সুখে দুঃখে তুমি আমার—আমি তোমার—আজ বাষট্টি বৎসর তা'তো অক্ষরে অক্ষরে পালন হইয়াছে। দুঃখে কাতর দয়িতার মুখটি হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া—যে তার প্রেমের মাধুরীতে স্নান করাইয়া, প্রেমের রূপ ফুটাইয়া তুলিত—আজ সে যে অজানা পথে যাত্রা করিল—তার দয়িতকে জীবনের শেষ প্রান্তে রাখিয়া—। জানাইয়া গেল—ছা'ড়লাম শুধু নশ্বর দেহ—মন তোমার মনেই মিশাইয়াছি—স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হয় না—! আত্মার মিলন সে যে অবিনশ্বর—তা'তে ত বিচ্ছেদ নশ্বরতা নাই —!

বৃদ্ধ চক্ষু মুছিয়া তা'র দয়িতার শিয়রের কাছে ঠিক হইয়া বসিল—ফটো তোলা হইল। শশ্মান লোকে লোকারণ্য—এয়স্ত্রী স্নানার্থিনীরা অনেকেই মৃতার মাথার সিঁন্দুর ও পায়ের ধূলা লইতে লাগিল।

সবিতা ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—তাহার পর আস্তে আস্তে একপাশে বসিয়া পড়িল।

সবিতা ভাবিতে লাগিল—জীবনের সায়াহ্নে আসিয়াও তার ভালবাসার স্মৃতিতে চোখের জল ফেলিতেছে—অতি আপনার জন বলিয়া—! তবুও ত ভাবছে না—এ বিচ্ছেদ ক'দিনের—আমারও ত সায়াহ্ন কাল—! কত নারী পায়ের ধূলা, মাথার সিন্দুর লইয়া নিজেদের ভাগ্যবতী মনে করিতেছে—সে যে সতী—সে যে কুলবধূ—! সেখানে যে অন্য কিছুর ছাপ নাই—অন্য হাওয়া বয় না—! আর আমার—এ দেহ অবসানে কেহ জানিতেও পারিবে না—ফিরিয়াও দেখিবে না—নাক সিঁটকাইয়া চলিয়া

বাইরে। চোখের জল—কাহারও পড়িবে না এক ফোটা—বরং অনাচারের সংখ্যা কমিবে একটা! কত তফাৎ—! কই এখনও ত মরি নাই—ভিজে কাপড়ের জল একটু ছিটিয়া লাগিয়াছে—তা'তেই অশুদ্ধ জল গায়—! মা গঙ্গা তিনিও আমার স্পর্শে অশুদ্ধ—! আবার চান করিয়া, শুদ্ধ হইয়া তবে অন্য কাজ—তা নইলে যে সবই নিষ্ফল! আর তারও ত মাথার জল গায় লাগিল—লাগিলই বা—তাতে ত অনেকে তোরে যায়—কেন—? সে যে সতী—কুলবধূ—! কেন—কিসে আমার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল—? কলুষিত দেহের—মনের ময়লার—মুখে কি কোন ছাপ পড়ে—? কই না—তাত দেখতে পাই না—? অথবা পড়ে—কলুষিত আঁখিতে ধরা পড়ে না—! উঃ, ব্যর্থতার মধ্যেই যার আমরণের অস্তিত্ব—তার ত সব তাতেই ফলে ফুলে ব্যর্থ,—তা না হইলে গরীবের ঘরের ঐ বউ, হাতে দু গাছা শুধু শাঁখা আর আধময়লা একখানি মোটা কাপড়—তার স্পর্শ জলে অনেকে তরে যায়—? আর আমার—এত ত গহনা—কত ভাবে নিজেকে মার্জ্জিত করে রেখেছি—অনেক কিছু আনুসাঙ্গিক দিয়ে—তবুত তার স্বরূপ লুকোতে পারলুম না—? তার ভেতরকার আসল রূপ প্রকাশ করে দিল—সবই ব্যর্থ—আসলে যে গলদ—! যতই ঘস মাজ—সোনায় মুড়িয়ে রাখ। শুধু শাঁখায় মলিন বসনে—তার স্থান ত অনেক উপরে—! মৃগনাভির কস্তুরের মত—অ[illegible] া হতেই তার সুগন্ধ ঘ্রাণে আসিবে—গিয়া পড়িবে—সে যে আসল রূপ!

সবিতার একবার মনে হইল—যাই গিয়া ঐ জলন্ত চিতাটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ি—সব শেষ হয়ে যাক—! তখনি মনে হইল—না না, এখনও যে কাজ বাকী—অসমাপ্ত কাজ এখনও যে হাতে।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল—সবিতা তখনো আপন ভাবে বিভোর। কত লোক আসিল গেল, সে জানিতেও পারিল না—সে যে আপন ভাবে বিভোর—আপন উন্মাদনায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত—!

বৃদ্ধার পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে—আছে শুধু পড়িয়া কতকগুলি পোড়া কাঠ—কলসীর টুকরা—! আর আছে স্মৃতির টুকরা মনের মালায় গাঁথা—তাহাতেই তার অস্তিত্বের প্রমাণ—হাসি কান্নার প্রতিধ্বনি— ?

শূন্য চিতাটির দিকে একবার তাকাইয়া—একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সবিতা ঘাটের দিকে চলিল—তাহারপর আবার একবার স্নান করিয়া—অবসন্ন দেহটিকে টানিয়া গৃহাভিমুখে লইয়া চলিল।

২৩

মানুষের মাথা যখন শয়তানের লীলাক্ষেত্র হয়—তখন সে সবই শয়তানের পরামর্শানুযায়ী করে—নিজের বিবেক বুদ্ধি শয়তানের পরাক্রমে পরাজিত হয়। আবার সেই শয়তানের যখন দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত আসিয়া দেখা দেয়—অবসাদে ঢলিয়া পড়ে—তখনই ত বিবেক মাথা খাড়া করিয়া ওঠে—! সে কতক্ষণের জন্য—? যতক্ষণ শয়তানের সুপ্ত অবস্থা—!

আজ কদিন হইতে অসীম মদের উপর মদ চালাইয়া চলিয়াছে—প্রাণের জালা, হাহাকার নিবারণ করিতে। ব্যাঙ্কের সমুদয় টাকাই রেসে

গিয়াছে—তাহাতে compound interest with penalty (কম্পাউণ্ড ইণ্টারেষ্ট উইথ পেনালটি) হইল না—শেষে মদের ঝোঁকে পৈতৃক বাড়ী খানিকেও বাঁধা রাখিতে হইয়াছে। হিতৈষী বন্ধু শরৎই সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে—অসীমকে আর কোন কিছুর জন্য কষ্ট করিতে হয় নাই। কিন্তু এততেও যখন কোন কিছু হইল না—শরৎ বলিল—মানুষের কর্ম্মের উপর তার ফলাফল নির্ভর করে—অর্থাৎ কিনা, তারই সঙ্গে সব কিছু যোগা-যোগ। অসীমের কর্ম্মের দ্বারায় রাশি চক্রের স্থান ঘুরিয়া গিয়াছে। তখন সে দেখিয়াছিল বৃহস্পতির স্থান সপ্তমে ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ত সে আর তাহা দেখিতেছে না। এখন দিন কতক অসীমকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে —তাহার পর সে দেখিবে—হয় কিনা? তাহা না হইলে সে আর এতদিন কি শিখিল—কি করিল! এ হইতেই হইবে—দুদিন আগে আর পিছে—!

তাহার পর হইতে অসীম মদকে অতি প্রিয়জনের আসনে বসাইয়াছে —তাহার কাছেই সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সবিতা কত কাঁদিয়াছে—হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে—কিন্তু কোন ফল্ হয় নাই—।

* * * *

গঙ্গার ঘাট হইতে সবিতা বাড়ী ফিরিতেই—উষারা আসিয়া এক সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—ধন্যি মেয়ে যা হোক—! বলি মরতে, কোথায় নাগর জোটাতে গিয়েছিলে—?

ঘরের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে সবিতা বলিল—গিয়েছিলাম ত, কিন্তু জুটল কই?

ঘরে ঢুকিয়া সবিতা দেখিল—অসীম ঘরে নাই। উড়িয়া ঠাকুর আরসির সামনে দাঁড়াইয়া, তাহার তৈল সিক্তিত কেশ সবিতার চিরুণীর দ্বারা পাতিয়া

বসাইতে চেষ্টা করিতেছে। মুখে তখনও অস্পষ্ট মোর দাগ—সবিতাকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিল—বাবু কোথায়—?

ঠাকুর বলিল—আপনি চান করতে যাবার পর, বাবু বেরিয়েছেন—কই, আর তো দেখিনি—!

তা হলে খাননি—?

না—আপনাদের দুজনের দেরী দেখে, আমি আর কি করব—খেয়ে নিলাম—

বেশ করেছ—এখন ঘর থেকে যাও, বলিয়া সবিতা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিন অনাহারে ও ক্লান্ত মনে—সবিতা ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নে সবিতা দেখিল—সেই মৃত এয়োস্ত্রী বৃদ্ধা তাহার মাথার শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া। সবিতাকে মৃদু হাসিয়া বলিল—কি চাস তুই—?

সবিতা বলিল—আমি চাই তোমার মত—তোমার মত জীবনকে ধন্য করতে—!

বৃদ্ধা বলিল—কিন্তু সে তো এখনও দেরী আছে—? তোর প্রাণে অনুতাপের আগুন জ্বলেছে—এখন তোকে অগ্নিশুদ্ধ হতে হবে। প্রাণে তোর প্রেমের তরু আছে—কিন্তু সে তরুর ত ফলে ফুলে শাখার প্রসার হলো না। তার যে আশে পাশে আবর্জ্জনা—বিষবৃক্ষ। অঙ্কুরেই তার শোভা নষ্ট হল—আগাছায় তার শোভা মিশিয়ে গেল—।

সবিতা বৃদ্ধার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—মা, মা আমাকে উদ্ধার করুণ—বড় জ্বালা—!

বৃদ্ধা বলিলেন—আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া আগে আগে চলিলেন।

সবিতা কত পথ, মাঠ, ঘাট, পাহাড়, পর্ব্বত, অতিক্রম করিয়া চলিল—তাহার পর ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। শেষে আর যাইতে পারিল না—দেখিল সামনে বেড়াজাল—তাহা অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। আশে পাশে আরো অনেকে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছে—চক্ষে সকলেরই অশ্রু বিন্দু—!

সবিতা চিৎকার করিয়া বলিল—এ যে সামনে বেড়াজাল—আমি যাব কি করে—?

বৃদ্ধা ফিরিয়া দেখিলেন তাহারপর বলিলেন—ওঃ, আমারই ত ভুল হয়েছে—তুই যে এখনও শুদ্ধ হসনি—তোকে যে অগ্নিশুদ্ধ হতে হবে, বলিয়া ফিরিয়া অন্যপথ লইলেন।

সে পথে ভীষণ জঙ্গল—চারিদিকে ব্যাঘ্র, সিংহ ও বিষধর স্বর্প ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সবিতা কোন দিকে তাকাইল না—আপনমনে বৃদ্ধার অনুসরণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভয় করছে, না—? এদের চিনতে পারছিস্—?

সবিতা বলিল—হ্যাঁ খুব পেরেছি—আমি যে মার সঙ্গে রয়েছি—!

তাহার পর তাহারা জঙ্গলের ভিতর একটি নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ নদীতে জলের পরিমাণ অপেক্ষা—জলজন্তুর সংখ্যাই বেশী। কুম্ভীর হাঙ্গর প্রভৃতি তীরের উপর—জলের উপর, নিজেদের দেহ ভাসাইয়া মুখব্যাদন করিয়া বেড়াইতেছে।

বৃদ্ধা সবিতার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন—এই নদীতে স্নান করতে হবে—পারবি কি? ভয় হচ্ছে নয়—?

সবিতা শুধু বলিল—চাই মুক্তি মা, বলিয়া সেই কুম্ভীর হাঙ্গরের দলের ভিতর দিয়া ঘাটে নামিয়া গেল—কুম্ভীরের দল মুখব্যাদন করিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রহিল। সবিতা তাহাদের ভিতর দাঁড়াইয়া স্নান সারিয়া, তীরে উঠিয়া আসিল।

বৃদ্ধা বলিলেন—হ্যাঁ আজ তুই অগ্নিশুদ্ধ তোর চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে বলিয়া এইবার তাহাকে স্পর্শ করিলেন—ও তাহার মাথায় হাত দিয়া ক্ষণেকের জন্য তাহার দিকে তাকাইয়া—হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন।

আবার সেই সব পথ অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল—কিন্তু এইবার আর সে সব কিছুই দেখিতে পাইল না। বেড়াজাল নাই—আছে নন্দন কানন—ফুলের মালার প্রাচীর—ফুলেরই ফটক—চারিদিকে ফুলের ও ধূপ ধূনার গন্ধ—!

বৃদ্ধা তাহাকে বুকের কাছটিতে টানিয়া বলিলেন—আয় মা আয়... এমন সময় কাহার স্পর্শে সবিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চমকিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল—তখনও স্বপ্নঘোর কাটে নাই। অসীমের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল—যেন সে পূর্ব্বে আর কখন অসীমকে দেখেনাই!

তীব্র সুরার গন্ধে গৃহ ভরপুর—! সবিতার আঘ্রাণে তখনও যেন সেই ধূপ ধুনার গন্ধ ভাসিতেছিল—নন্দন কাননে ফুলসম্ভার—! কিন্তু হঠাৎ তাহার পরিবর্ত্তে সুরার গন্ধ আসিতেই, সবিতা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বলিল—কই, কোথায় গেল—আবার, আবার কেন ফেলে দিলে—

অসীম হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি দেখছি জেগে

জগে স্বপ্ন দেখছ—? তাহারপর ডান হাতটি সবিতার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—সবিতা আমি, আমি—

অসীমের উৎকট হাসির শব্দে সবিতা চমকাইয়া, নিজেকে ততক্ষ প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়াছে—তাহারপর অসীমের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—বসুন এই সোফায়—প'ড়ে যাবেন, বলিতে বলিতে সবিতা খাট্ হইতে নামিয়া পড়িল।

অসীম বলিল—না, আমি পড়ে যাবনা সবিতা—তবে তুমিই দেখছি প'ড়ে যাবে, জেগে জেগে যখন স্বপ্ন দেখছ—বলিয়া বাঁদিকের পকেট হইতে বোতলটি বাহির করিয়া, গলায় খানিকটা ঢালিয়া ফেলিল।

* * * *

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধরণীর বুকে তাহার আসন পাতিয়াছে—তাহার মধ্য হইতে মানবকেও তাহার প্রয়োজন মত—আধারে আলোর স্থান করিয়া লইতে হইবে। জানালার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার টুকরা ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়াছে। মেঘের সহিত চন্দ্রের খেলা: কখনও বা সহচরীর উপর অভিমান করিয়া মুখ ম্লান করিতেছে—তখন ঘরের কিরণ ম্লান, অতিম্লান হইয়া যাইতেছে। আবার ক্ষণেক পরেই, একটু একটু করিয়া অপরের অভিমান ভাঙ্গিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। নববধুর প্রথম সম্ভাষণের মত—বলি বলি করিয়া বলিতে পারে না—যদিও বা পারে—কতক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, কতক আঁখিতে, কতক মনের নীরব ভাষায়—শেষে লজ্জায় রাঙা হইয়া, মুখ ঢাকিয়া—

সবিতার এই আলোর খেলা বড়ই ভাল লাগিতেছিল—তাই সেইদিকে

একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। ক্ষণিক পূর্ব্বে সেও তো আঁধারে ওই .....মুখো সমাধিস্থ ছিল।

খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া অসীম চিৎকার করিয়া বলিল—মনের মধ্যে অন্ধকার—আবার বাহিরে সেও তো অন্ধকার—প্রাণ যে হাঁপিয়ে উঠছে সবিতা! আলো কই সবিতা—শিগ্‌গী আলো জ্বালো—!

বাহিরের দিকে তাকাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সবিতা বলিল—মনের অন্ধকার কি এ আলোয় যাবে অসীমবাবু-তারপর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল—যাওয়া ত' দূরের কথা, আরো ত তাকে জমাট বাঁধিয়ে আনছেন. বলিয়া সুইচটি টিপিয়া দিল।

অসীম বলিল—আঃ, আলো না হলে কি প্রাণ বাঁচে—অন্ধকারে প্রাণ যেন হাঁফিয়ে উঠেছিল—!

মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সবিতা বলিল বেশতো, মনের অন্ধকার ফেলে দিয়ে, আবার সেখানে আলোর আসনই পাতুন্ না? কেন—পারেন নাকি অসীমবাবু—? খুব পারেন—

বোতল হইতে আবার খানিকটা মুখে ঢালিয়া—অসীম খুব চিৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল—না সবিতা, আর তা হয় না—যা গিয়েছে, তা আর ফেরান যায় না—!

সবিতা একেবারে অসীমের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—আমি বলছি অসীমবাবু—আবার হবে যেমন ছিল—শুধু চাই মনের জোর—তার পরিবর্ত্তন—।

তাহার পর দুই-জনেই খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া, কোন বেদনা বিধুর ভাবার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল।

[illegible] পান ঘর হইতে একটি গান ভাসিয়া আসিতেছিল—"কোথায় আলো, কোথায় আলো—আকাশধরা কালোয় কালো—ফিরব না আর সে হারান, প্রাণ কাঁদান ঘরে—"

বুঝিবা গায়ক সম্প্রতি সীতা দেখিয়া আসিয়াছে—ও নূতন-শোনা ও শেখা গানটি, এইখানেই তাহার উপস্থিত প্রিয়ার নিকট নিবেদন করিতেছে! —মানুষ নূতনের কিছু সন্ধান পাইলে, দেখিলে—নিজেই শুধু উপভোগ করিয়া সুখী হয় না—তৃপ্ত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তার অতি প্রিয়জনকে সে সুখের অংশ দিয়া, আরো বেশী তৃপ্ত হইতে চায়—অন্যথা যে সে আনন্দ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই বোধহয় গায়ক তাহার ভাঙ্গা গলায়, এই পন্থাই মানিয়া চলিয়াছে—হোক না সে গানে মিলনের মাঝে বিরহ—হোক না সে ক্ষেত্রে বিশেষ—প্রাণ যাহাকে চায়, সেইত প্রিয়জন—তার কাছে নিবেদনেই তৃপ্তি. গায়কের বোধহয় কবিত্ব শক্তির উপর একটু দখল, ও ভাবপ্রবণতার উপরেও একটু দৃষ্টি ছিল—তাই বোধহয়—"মা হারানোর" স্থানে শুধু—"সে হারানো" করিয়াছে—! "সে হারানোয়"—প্রাণে বড় বেশী ব্যথা, বড় বেশী আঘাত লাগে—সেখানে যে, সব হারানোর অন্ধকার—হাহাকার—! "মা হারানোয়"--বুঝিবা অতটা বাজে না, বিশেষ বয়স হইলে—জ্ঞানচক্ষু ফুটিলে—

অসীম সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—সবিতা, কে গাইছে বলতে পার!—একেবারে প্রাণের কথা—!

পায়ের উপর হইতে মুখ তুলিয়া আনমোনা ভাবে সবিতা বলিল—বলতে পারিনে—! তাহার পর একটু থামিয়া অসীমের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—অসীমবাবু, দয়া করে একটা কথা রাখবেন—শুধু একটা ভিক্ষা আমি চাইছি—বলুন রাখবেন কিনা?

সবিতার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল, অসীমের হাঁটুর উপর পড়িতে লাগিল—!

অসীম বলিল...কাঁদছ কেন—কি বলবে বল ? এ্যাঃ, তুমি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ—!

অসীমের পায়ের উপর হাতদুটি রাখিয়া, সবিতা বলিল—অসীমবাবু—বলুন মদ আর খাবেন না—শুধু এইটুকু ভিক্ষা আমার বিনিময়ে—বলুন, বলুন—?

অসীম উন্মাদের মত উৎকট শব্দে হাসিয়া উঠিল, তাহার পর একটি গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ক্লান্তিভরে বলিল—সবিতা তা হয় না—তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব ! তবুওত' ততক্ষণের জন্য শান্তি পাই—সব স্মৃতি ভুলে, মুছে যায়—

সবিতা বলিল—সব জানি, তবু-তবু আপনাকে ছাড়তে হবে। জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত, এমন কিছু একটু পাইনি—যার স্মৃতি মনের মাঝে পড়ে থাকবে—মনকে সান্ত্বনা দিতে ! তবুও জানব, একজনের কাছে পেয়েছি সেই শুধু এই নগণ্যার অশ্রুজলের নিজের দিকথেকে একটা মস্ত ত্যাগ করে, তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে—পাথেয় দিয়েছে—!

অসীম সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—সবিতা তুমি কি নিষ্ঠুর—! ওঃ, নিজের দিকেই কেবল সান্ত্বনা পেতে চাও—কিন্তু আমার দিকটা একবার ভাবলে না—! আমারও যে ঐতে ক্ষণিক সান্ত্বনা! তাকে ত্যাগ করিয়ে সবিতা, তুমি চাইছ এক স্মৃতি রাখতে—আমি চাইছি আর এক স্মৃতি ভুলতে—যার দহনের জ্বালা অতি ভীষণ—

তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিল—যদি জানতে সবিতা এ

বুকের মধ্যে কি ব্যথা, কিসের আগুণ—যদি বা একটুও অনুভব করতে পারতে—তাহলে বোধ হয় বলতে না—? উঃ, আজ কতদিন হল জান—মীরার মুখখানি দেখিনি—আমার মীরা—না-না সবিতা থাক! সে আর না তোলাই ভাল—তাইত ভুলতে চাইছি আর কিছুকে স্মরণ করে—ওঃ, বড় জ্বালা—

উদাসভরা দৃষ্টিতে সবিতা বলিল—বুঝি বা জানি, অথবা অনুভব করবার চেষ্টা করি—আর করি বলেই বলছি—

না-না তুমি কিছু বোঝনি—যদি বুঝে থাক তা ভুল সম্পূর্ণ ভুল—! না, তোমার এ ভুলের বোঝা নামিয়ে দিতে হবে—তা না হলে তুমিও শান্তি পাবে না—আমিও না! একদিন কষ্টটা একটু বেশী হবে—তা হোক! শোন সবিতা মন দিয়ে শোন—

এই ভুলের বোঝা বয়েই আমাদের সুখের জীবন অশান্তির আগুণে ছারখার হয়ে গেল। সে তুমি কল্পনায় আনতে পারবে না সবিতা—বুঝিবা কেউই পারবে না—যে ভালবাসা ছিল আমাদের!—দুজনাই দুজনের বাহুর মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলাম, কিন্তু সে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে—দু'জনেরই মাথায় ভুলের বোঝা চাপিয়ে দিল। দু'জনেরই জীবন বোধ হয় কোন দূর অতীত পাপে অভিশপ্ত ছিল। বাঁশী নিয়ে কোথাও গিয়ে বাজান সে পছন্দ করত না—আমার মরণশর বোধ হয় সে জানতে পেরেছিল তাই—সাবিত্রীর মত, সত্যবাণের মৃত্যু দিন—তাকে আগলে রাখত, কিন্তু বিধিলিপি তাত ঘটল—তারপর নয় ফিরে পেয়েছিল। আমার অনেক বলাতে—সে অনিচ্ছা সত্ত্বে গানে বেরোতে মত দিয়েছিল—। আপন মনে বাজিয়ে চলে ছিলাম—শুধু তোমার শেষের একটা কথা কাণে গেল—"জীবনের

রিক্ততা এইখান দিয়ে পূরণ করবার একটা চেষ্টা করি" । মীরার কাছে কোন কথা ত গোপন করতাম না—আর গোপন করবার তখন ছিলই বা কি—? বুঝলাম মীরার তেমন ভাল লাগল না। তারপর সে দিন এখানে এসেছিলাম তাও আমার অনিচ্ছায়—ওদের সকলের পীড়া পীড়িতে জীবনে সেই আমার প্রথম প্রবেশ, এই সব বাড়ীতে—ঘরে ঢুকতে আমার পা থেমে গেল। বাঁশীও বাজালাম—তোমার—তোমাদের সকলের কথাতে—কিন্তু প্রাণের মধ্যে কি এক অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল—কে যেন একটা বিরাট পাথর বুকের উপর চাপা দিয়েছিল—মীরাকে যতক্ষণ না বলতে পেরেছি—ততক্ষণ শান্তি পাচ্ছিলুম না! আমার বাঁশীর সুখ্যাতি ভাল লাগত—কিন্তু এ বাড়ীতে, এ ভাবে সুখ্যাতি ভাল লাগল না। বাড়ী এসেই মীরাকে বললাম—মীরা শেষ পর্য্যন্ত না শুনে চলে গেল। রাত্রিতে দেখলাম মীরাকে—আমার মীলাকে বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে আছে—একটা কথাও আমার সঙ্গে বলল না—বুঝলাম অভিমান হয়েছে—তারপর দেখলাম মীরা কাঁদছে। তাকে অনেক করে বোঝালাম, শেষে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর গানের দলের সঙ্গে যাব না। যেতে আর হ'ল না সবিতা—আপনা হতেই সেই দল ভেঙ্গে গেল—শুধু আমার জীবনটা ছারখার করবার জন্য সকলে ক্ষণিক উন্মাদনায় মেতেছিল—তা না হলে অভিশপ্ত জীবন আরম্ভ হবে কি করে? আবার দিনত বেশ যাচ্ছিল—পথে তুমি আমায় বিপন্ন বলে তুলে নিলে—জানি না শুভ কি অশুভক্ষণে—! তোমার এখানে—তোমার কথায় খাবার খেলাম—কেন জান—? লোকের দুঃখে, ব্যথায় প্রাণটা তখন কেমন করে উঠত—শুধু তারই জন্য! তারই জন্য বাঁশিটাও বাজিয়েছিলাম,

কিনেছ তুমি, না বাজালে ব্যথা পাবে! তোমার বাড়ীথেকে শুধু মনের মধ্যে নিয়ে বেরোলাম, তুমি বাঁশী খুব ভালবাস—প্রাণের সঙ্গে। মীরাকে সেদিন তোমার এখানে আসার কথা বললাম না—ভাবলাম তার ছল ছল চোখ হবে—সে কাঁদবে! আমি যে মীরার বিষণ্ণ মুখ, ছল ছল চোখ দেখতে পারতাম না—তাই তাকে বললাম না। মনে ত আমার তখন অন্য কিছু ছিল না—গোপন করলাম। সেইদিন—সেইদিন প্রথম বিষবৃক্ষের বীজ পুঁতলাম। রাত্রিতে বায়স্কোপে গেলাম—কিন্তু সর্ব্বক্ষণ অশান্তি অনুভব করতে লাগলাম। মীরা নিঃশঙ্কোচে তাই বিশ্বাস কর্'ল, তাইতে বেশী জ্বালা পেতে লাগলাম।

দিন চলে যাচ্ছিল। পাড়ার কে দেখতে পেয়েছিল—তোমায় আমায় ট্যাক্সিতে। কথাটা মীরার কাণে যায় অন্যভাবে। যাই হোক, বাহ্যিক তোমায় আমায় তো দেখেছিল। মীরা রাত্রিতে জিজ্ঞাসা কর্'ল—আমি সব বল্‌লাম—আর কেন যে লুকিয়েছিলাম তাও বল্‌লাম—মীরা খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে অজ্ঞান হয়ে গেল। তার পর থেকে তার মুখে আর হাসি দেখতে পেলাম না। আমার হাত থেকে—আমার সামনে থেকে সে সরে থাকবার চেষ্টা কর্'ত। বাড়ীথেকে একেবারে বেরোন ছেড়ে দিলাম—মীরাকে অনেক বোঝালাম, অনেক সাধ্‌লাম। তখনো ত আমি ফুলের মত ছিলাম—এ মনে ত কোন ছাপ পড়েনি—মীরা বিশ্বাস কর্'ল না। তার উপর অভিমান করে—তাকে এ সন্দেহের পরিণাম বুঝিয়ে দিলাম। তারপর সেই দিনই প্রথম ভুলের বোঝা মাথায় নিলাম। বিবেক শয়তানের বশবর্ত্তী হ'ল, বুঝিয়ে দিল—মিথ্যাকে অবলম্বনের চাইতে, সত্যকেই আশ্রয় করা ভাল!

—কিন্তু সেদিনও একেবারে জ্ঞান বুদ্ধি হারাইনি—মুহূর্ত্তের জন্য সে ভাব হয়েছিল—তখনি তো আবার তোমাকে ছুড়ে ফেলেদিয়ে ছুটে বেরোলুম। কিন্তু সবই নিষ্ফল হ'ল—মীরার চোখের তীব্র জ্যোতিতে—প্রাণের মর্ম্মর ভাবেতে, মুখের কথাতে! আমার বাহুপাশ ছিন্নকরে সে জানিয়ে দিল—আর আমার 'এ আলিঙ্গনে, স্পর্শে—তার নারীত্ব—তার দেহ যেন কলুষিত না করি! অনেক ভাবলাম—শেষে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল—তোমার হাতেই ফেলে দিলাম নিজেকে। তোমার ডায়েরীখানাও চোখের সামনে পড়'ল—সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকে টানল, ব্যথায় ব্যথা মিশিয়ে—ফলে তোমার হাতেই নিজেকে তুলে দিলাম। কিন্তু কই শান্তি—? শান্তি ত পেলুম না—প্রাণের মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। বাড়ীর শোবার ঘরে যেতাম না—পাছে মীরাকে আবার জ্বালাতন করি—দংশনের জ্বালায় আঁকড়ে ধরি—। জানিনা তোমার মনে আছে কিনা—তোমায় নিয়ে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম—সেখানে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা—তোমায়, আমার স্ত্রী বলে পরিচয় নিয়ে গেল—প্রতিবাদও করতে পারলাম না শুধু নিজের মনেই জ্বলতে লাগলাম। অনেক ভাবলাম—শেষে স্মৃতির জ্বালা ভোলবার জন্য মদ ধরলাম। বড় জ্বালা সবিতা—বুঝবেনা! শুধু কি তাই—তোমার এখানে এই বাড়ীতে—শরতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল—ফলে, রেসে সর্ব্বস্বান্ত হলাম—শেষে বাড়ীটাও বাঁধা পড়'ল—পথে বসলাম। শুধু কি আমি সবিতা—আমার মীরাকেও বসালাম! সে জানে না যে তাকে শুধু মনোকষ্টে রাখিনি—লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করিনি—একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করে—সর্ব্বরকমে রিক্ত করে—পথে বসিয়েছি! ওঃ! কি করে যে তাদের চলবে—কোথায় দাঁড়াবে তা জানিনে—আর যে একটু

কিছু সম্বল নেই, বলিয়া অসীম বালিসের উপর মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সবিতা একটি কথারও উত্তর দিল না—শুধু একখানি হাত অসীমের পিঠের উপর রাখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে অসীম মুখ তুলিয়া সবিতার হাতদুটি জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এইবার বুঝলে কেন মদ আমার এত প্রিয়—তাকে এত ভালবাসি—তাতে ডুবে আছি—আর থাকতেও চাই! কি বুঝলে না—? শুধু স্মৃতির জ্বালা—তার দংশনের জ্বালা ভুলতে! তবু' ত কিছুক্ষণের জন্য তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই!

তাহার পর একটু থামিয়া - উঃ! মীরা, মীলা—তাদের এখন ভুলতে চাইছি—আমার বুকের পাঁজরা খান্ খান্ করে ভেঙ্গে দিতে চাইছি! হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া অসীম বলিল—এর জন্য দায়ী কে—? তুমি, না আমি, না মীরা—? বল—? সবিতা আমি উত্তর চাই—? তুমি—তুমিই দায়ী! তুমি পথ থেকে আমায় না নিয়ে এলে' ত আমি আসতাম না! পলে পলে টানলে—ভালবেসে ব্যথার বোঝা নামিয়ে দিলে আমার কাছে—আমি তুলে নিলাম। মাথায় যে বহু পূর্ব্বেই অন্যবোঝা চাপিয়েছি—ভার সামলাতে পারলাম না—সবশুদ্ধ নিয়ে পড়লাম, একেবারে পঙ্গু হয়ে! —এর জন্য তুমিই দায়ী সবিতা—!

বোতল হইতে আরো খানিকটা মুখে ঢালিয়া অসীম বলিল—না-না-সবিতা তুমিত' দায়ী নও—দায়ী আমি নিজে। তুমি ডাকলেও, আমি কেন এসেছিলাম? ডাকবার' ত প্রত্যেকেরই অধিকার আছে? মনটা'ত আমার—বিবেক'ত আমার কাছে—? তুমি বোঝা চাপালেও—মাথায় যার

ফুলের বোঝা—সে কোন সাহসে নেয় আর এক কঠিন বোঝা। ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার হলেই প'ড়ে যায়—জেনে-শুনে ইচ্ছে ক'রে ত পঙ্গু হ'ল। না সবিতা, তুমি নও—আমি দায়ী—আমিই একমাত্র দায়ী—!

কিছুক্ষণ অসীম নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল—আচ্ছা সবিতা, মীরা কি একটুও দায়ী নয়—একটুখানি? বলত—? সেইত পরের কথায় সন্দেহ করে—আমার মনকে তিক্ত করে, মনের শান্তি নষ্ট করে দিল। সংসারে অশান্তির আগুন জ্বাললো—তারপর ঘৃণাভরে ফেলে দিল। ভুলে গেলাম সব—পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

একটা বুকফাটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ব্যাঙ্কে কত হাজার টাকা ছিল অসীমবাবু—?

অসীম কি ভাবিতে ভাবিতে বলিল—বোধহয় দশ হাজার—

আর বাড়ী বাঁধা রাখলেন ক' তয়—?

ছ' হাজার টাকায়—?

—ওঃ, বলিয়া সবিতা জানালার গরাদ ধরিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হঠাৎ অসীম বলিল—দেখ সবিতা, মীরাকে ত দায়ী করতে পারিনে—না কিছুতেই না! আমি যে তার কাছে গোপন করেছিলাম—একবার বিশ্বাস হারালে তার ওপর ত আর বিশ্বাস আসে না—এলেও সন্দেহ যায় না। মীরার তবে দোষ কি—আমি হ'লেওত করতাম। সে সতী—অসৎকে সে কতদূর ঘৃণা করে তাই দেখাতে চেয়েছিল। হয়ত অনুতাপের দহনে জ্বলতে অবসর দিয়েছিল—আবার তুলে নিতো। আমিই ত বুঝিনি—বোঝবার অবসরও নিইনি। উল্টো বুঝে একেবারে পাঁকে ডুবলাম।

সবিতা অসীমের দিকে মুখ ফিরিয়া বলিল—তাঁহলে মানলেন, আপনি কিছুই আর কেউ নয়—!

ভাবছি ত তাই, বলিয়া অসীম বোতল হইতে আবার খানিকটা মুখে ঢালিল—তাহারপর পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

সবিতা একই ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ঘরের পর ঘর বদল করিয়া চলিল—সবিতার ভ্রুক্ষেপ নাই—সে তখন ভাবনার অকূল সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে—কূল কতদূর—?

পথগামী একখানি মোটরের বিকট হর্ণের শব্দে সবিতা চমকাইয়া উঠিল—কূল পাইল—! ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল তিনটা বাজিয়াছে। আস্তে আস্তে টেবিলের কাছে আসিয়া, ডায়রীর খাতা হইতে একখানি সাদা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া সবিতা লিখিল—"আমার বাড়ী বাঁধার টাকা, সুদ সমেত শ্রীমতী সবিতা দেবীর হাতে পাঠাইয়া দিলাম। সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, আমার বাড়ীর কাগজ পত্র যাহা আছে, ইহার হাতে ফেরত দিবেন।"

তাহার পর লেখাটি ভাজ করিয়া চাপিয়া শুধু সাদা অংশটি বাহিরে রাখিয়া, অসীমের শিয়রের কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া ডাকিল। অসীম তখন নেশা ও তন্দ্রার মধ্যখানে ডুবিয়া আছে—চক্ষু ঈষৎ উন্মোচন করিয়া চাহিল।

সবিতা বলিল—এই খানটায় আপনার নামটা লিখুন ত—পারবেন—?

অসীম নেশার ঘোরে হাসিয়া বলিল—নামটা যদি ভুলে যাও তাই লিখে রাখতে চাও সবিতা ? কিন্তু হাতের লেখা আমার খুবই ভাল, এ আমি বলে দিচ্ছি—এই দেখ বলিয়া অসীম বিছানায় শুইয়া কোন রকমে নিজ নামটি লিখিল।

কাগজ খানি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া—সবিতা মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

২৪

বাহ্যিক যাহাকে যত কঠোর দেখায় অন্তরও বোধ হয় তাহার তত কোমল—বুকের নীচে ফল্গুনদীর মত অনেক কিছু বহিয়া যায়—প্রাণ সুশীতল করিয়া দেয়...তাই পিসিমাকে বাহ্যিক যতই কঠোর দেখাক না কেন—মুখে যতই অপ্রিয় বলুন না কেন—অন্তরটিও তার ঠিক বিপরীত—। মীরাকে তিনি প্রকৃতই ভাল বাসিতেন—কিন্তু ওই বাহ্যিক কঠোরতার রূপটাতে—অন্তরের কোমলতা ঢাকিয়া ফেলিত।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাশুর কর্ম্মস্থল বদলী হওয়ায় তিনি সস্ত্রীক সেইখানেই গিয়াছেন। কলিকাতার বাড়ীতে গৃহ দেবতা নারায়ণ আছেন—সুতরাং পিসিমাকে এইখানেই থাকিতে হইয়াছে।

আজ আট দিন হইল অসীম একেবারে বাড়ী আসে নাই।

এতগুলি দিন কাটিয়া গেল, তখনও যখন অসীম বাড়ী আসিল না—মীরা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। পিসিমার আর কি কাজ, তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণই মীরার কাছে থাকেন—মীরাকে বুঝান, সান্ত্বনা দেন—তাহাকে বুকে টানিয়া ল'ন। মীরারও প্রাণের জ্বালা কিছুক্ষণের জন্য উপশম হয়।

গৃহদেবতার পূজা সম্পন্ন করাইয়া—পিসিমা মীরার কাছে আসিলেন। মীরা তখনও চুপটী করিয়া বারান্দার উপর বসিয়া আছে।

পিসিমা বলিলেন—দ্যাখ, যখন তখন তুই ওই রকম গালে হাত দিয়ে বসে থাকিসনে—যা দেখতে পারিনে তাই—আঃ গেল যা! ভেবে ভেবে অমন সোণার বর্ণ কালি করে ফেল্লি, যা চেহারা হয়েছে আরশী দিয়ে মুখখানা একবার দ্যাখ? তারপর কাল যদি চোখ বুঁজোও— ঐ একরত্তি মেয়েটার কি দুর্দ্দশা হবে—ভা'ব দিখিনি?

পিসিমার মুখের উপর করুণ দৃষ্টি ফেলিয়া মীরা বলিল—এ'রকমত করেন না—যেখানেই থাকুন পরেরদিন যে একবার বাড়ীতে আসেন—! আর আজ আট দিন যে পিসিমা—কি হবে পিসিমা, বলিয়া মীরা কাঁদিয়া ফেলিল।

পিসিমা ধমক দিয়া বলিলেন—দ্যাখ বউ, ক্ষ্যানে অক্ষ্যানে চোখের জল ফেলিসনে—ওতে ভালোরও অকল্যান হয়, বলিয়া একটু চুপ করিলেন—তারপর সেইখানে বসিয়া আস্তে আস্তে মীরার মাথাটি নিজের কোলের উপর লইয়া, হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—তুই যেমন পাগলী, বোকা মেয়ে তাই যা তা ভাবিস আর কাঁদিস—সে কিন্তু দিব্যি মদ খেয়ে এয়ার বন্ধু নিয়ে ফুর্ত্তিতে মেতে আছে—এ, আমি তোকে বলে দিচ্ছি। বেশতো, রমেণকে ত দেখতে পারিস্‌নি! হ্যাঁ, আয়রণ চেষ্টের চাবী নিয়ে, কি নিয়ে গেল তা দেখতে পেলিনে—?

না পিসিমা ও আমি কি দেখব—ওঁরই সব কাগজ পত্র, ব্যাঙ্কের বই থাকে। আমার চাবীটা দিয়ে বল্লেন—খরচের টাকা রইল, বলে তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে গেলেন। খোকার মা বললে, বাহিরে মোটরে কে একজন বসে ছিল—বাবু তার সঙ্গে মোটরেকরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মীরা আবার বলিল—পিসিমা, রমেণ বাবু কতক্ষণে ফিরবেন—তাঁকে শিগ্গী শিগ্গা আসতে বলে দিয়েছেনত— ?

পিসিমা বলিলেন—হ্যাঁরে, হ্যাঁ, আমার নিজের একটা ভাবনা নেই! সে যাবে, দেখবে, তবে আসবে—তার'ত একটা সময়ের দরকার! দে, বেটিকে আমার কোলে দিয়ে রান্না চড়াগে যা—আঃ আমার পোড়া কপাল—খোকারমা বুঝি এখনও উনুনটায় আঁচো দেইনি, বলিয়া পিসিমা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মীরা আরো কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিল—তাহার পর দৈনন্দিন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির কাজ এইখানেই সমাধা করিয়া, পিসিমা রমেনদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। মীলা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তাহাকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া, মীরা মেঝের উপর নিজ দেহ ঢালিয়া দিল। তাহার মনের ভিতর কত কি সম্ভব অসম্ভব রেখা ফুটিয়া উঠিল।—আজ আটদিন তিনি বাড়ীতে নাই—পিসিমা বলিলেন, তিনি সেখানে যেতে আছেন—তাই থাকুন যেন এ হাতের নোয়া ..মীরা আর ভাবিতে পারিল না—তাহার চোখ দিয়া ভরা ভাদরের বন্যা ছুটিল—সে অশ্রু কিছুতেই সে রোধ করিতে পারিল না। কলিকাতা সহরে কত গাড়ী, মোটর, বাস—প্রত্যহই কত দুর্ঘটনা ঘটে। মদ খাইয়া মাতাল হইলে ত' জ্ঞান থাকে না—ভালমন্দ কিছুইত সে তখন দেখিতে পায় না। যদি রাস্তা পার হইবার সময়—মীরা খুব চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—না-না ভগবান, এ কখন তুমি করতে পারবে না—পারনা, তাঁর দৃষ্টি শক্তি তুমি ফিরিয়ে দাও! বাহুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া মীরা

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আলেয়ার মত এক একবার তাহার জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি জলিয়া উঠিতেছিল ..কি সুখেরই জীবন ছিল তাদের—তারপর কাল বাঁশী এল—জীবনকে অন্যপথে নিয়ে গেল। কত কাঁদলাম, কত সাধলাম—কিছুত ফল হ'ল না? বিজ্লী রেখার মত তখনি মনে পড়িল—তিনিওত সেধেছিলেন—? মনে পড়িল—সেই নিশীথরাত্রে—সেই দুটি ব্যগ্রবাহুর আলিঙ্গন—সেতো অর্দ্ধপথেই রোধ হয়ে গেল—আমার কথাতে! তবে-তবে কি ভুল করেছি--? আমার ভূলের জন্যই কি এই পরিণাম—? মীরা বাণবিদ্ধা হরিণীর মত মেঝের উপর পড়িয়া অশ্রু জলে কাতরাইতে লাগিল। কেন—কেন তবে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম? ওগো আমারই ভুলের জন্য তোমার এই পরিণাম? আমি তো টেনে নিতে পারতাম—আমি তো বেঁধে নিতে পারতাম আমার কর্ম্মের দ্বারা! এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কি দিয়ে করব? সেদিনও বলেছিলেন—তুমিত পার মীরা আমার জীবনকে তুলে নিয়ে আবার তেমনি করে গড়ে নিতে, নেবে মীরা? ওগো, কেন নিইনি! স্বামী স্বামী, এস এস, এবার আমি আমার ভুল বুঝেছি, আমার প্রায়শ্চিত্ত খুব হয়েছে—একবার এস, আমি আমার বুকের মাঝখানে তোমায় লুকিয়ে রাখব—আর তোমায় ছেড়ে দেব না।

—এমন সময় পিসিমা আসিয়া ডাকিলেন—কিলো বউ বললাম না—এ বুড়ীর মুখে কথাবাক্য, এ কখন নিস্ফল হয় না। সব বলতে পারি, শুধু বলতে পারি না নিজে কবে মরবো। ওরে, এসব জিনিষের যে ও হতেই হবে। নিজে চোখে দেখেছি, আর কত শত নভেলে পড়েছি। যারা নভেল লেখে তারা কি ঘাস খেয়ে লেখে রে—! তারা লোকের জীবনে দেখেছে তবে লিখেছে। যে কাজের যা দস্তুর!

মীরা মুখ চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিল ও পিসিমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

পিসিমা বলিলেন—রমেনও ঠিক তাই বল্‌লে!—অসীম মদ খেয়ে খাটের ওপর শুয়ে আছে আর মাগী পাশে বসে কি লিখছে।—মুখে আগুণ! তাঁর আবার লেখা পড়া—জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হবেন—!

মীরা শুধু বলিল—তা হলে তিনি সেইখানেই আছেন ত পিসিমা—রমেন বাবু ঠিক দেখেছেন ত'—!

হ্যাঁ রে হ্যাঁ ঠিকই দেখেছে—সেও কি নেশাখোর যে নেশাখোরের চোখ দিয়ে দেখবে—!

মীরা কোন উত্তর দিল না শুধু মুক্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল।



নিজের নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা ছিল তাহা হইতে উঠাইয়া আনিয়া, সবিতা অসীমের সই করা কাগজখানির দ্বারা শরতের মারফত বাড়ী খালাস করিয়া লইল।

শরৎ ভাবিল-ইহাতে আর তাহার আপত্তি কি? প্রায় অর্দ্ধেক টাকা ত অসীমকে ভুল বুঝাইয়া লওয়া হইয়াছে—পুনরায় আবার এই টাকাটা সুদ সমেত। নিজের নামে টাকা দিলে অসীম হয়ত বুঝিতে পারিত! বাবা, এতদিন ভবে কি শিখিল কি করিল—! হাতের সামনে এমন মক্কেল এ যে হেলায় হারায়, তার মত দুর্ভাগা, গাধা আর কেউ নেই—!

তাই শরৎ বলিল—সবিতা তা'রজন্য তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—তুমি যখন বলছ তখন একথা অসীমের কাণে যাবে না। হাজার হলে, আমার সঙ্গেও যা হোক বন্ধুত্ব হয়েছে—আর একই সঙ্গে খেলে দুজনেই সর্ব্বস্বান্ত হলাম। কি করব—আমার যে আর নিজের টাকা নেই, তা না হলে আমি নিজেই খালাস করে দিতাম!—বুঝেছ না, টাকা হচ্ছে হাতের ময়লা—যাবে আবার আসবে। হ্যাঁ, টাকাটা দিয়েছে কে বললে—ওর এক আত্মীয়—কে তিনি সবিতা—?

বললাম ত তার নামটা এখন বলতে বারণ করেছেন—। দয়াকরে আর জিজ্ঞাসা করবেন না—আপনার দয়ায় চিরকৃতজ্ঞ থাকব—নমস্কার, বলিয়া সবিতা দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—।

সকালেই অসীম বাহির হইয়া গিয়াছিল। সবিতা নিজের ঘরে আসিয়া দরজাটি ভেজাইয়া দিল—তাহার পর লিখিবার প্যাডটি ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। কত কি তাহাতে লিখিল—শেষে লেখা শেষ হইলে, আপন মনেই বলিল—মীরা জানিনা যখন চিঠি পাবে, তখন ঘৃণা করবে কি চোখের জল ফেলবে! দু'য়েরি প্রত্যাশী আমি—!

তাহার পর চিঠিখানি একখানি খামের ভিতর পুরিয়া—দশহাজার টাকার একখানি চেক মীরার নামে কাটিয়া, তাহার মধ্যে রাখিয়া খাম আঁটিয়া দিল। বাড়ীর কাগজপত্র ও ডায়েরীর খাতাখানি একটি রুমালে বাঁধিয়া ঝিকে ডাকিয়া বলিল—যা বলেছি মনে আছে ত—! যা একটা ট্যাক্সি ডাক—

সবিতা, চিঠিখানি ও রুমালে বাঁধা ডায়েরী ও কাগজপত্রগুলি লইয়া ঝির সহিত ট্যাক্সিতে উঠিল। মোহন বাগান লেনের একটি বাড়ীর নম্বর

মেয়েটি ঝিকে বাড়ীটি দেখাইয়া দিয়া বলিল—আমি ওই মোড়ে গাড়ী নিয়ে আছি, তুই যা—আর যা যা বলেছি ঠিক সেইমত করবি—দেরী করিসনে—

একটুখানি পরেই ঝি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিল—। সবিতা ড্রাইভারকে বলিল—চল! তাহারপর ঝির হাত ধরিয়া বলিল—ঠিকমত ত কাজ হলো, ওই নামই ত বল্লে—তাকেই দিয়েছিস—?

যুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিয়া বুঝিবা নেপোলিয়নের মুখের ভাব ওরকম হয় নাই—সেই ভাবে ঝি বলিল—তা আর হবে না—এতো সামান্য কাজ, ব'লে কত বড় বড় কাজ হাঁসিল করে ফেললাম—

তা ত জানি—এখন কি দেখলি বল্, বলিয়া সবিতা তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

কাপড়ের খুঁট হইতে একটি পান বাহির করিয়া মুখে ফেলিতে ফেলিতে ঝি বলিল—দেখলাম রোয়াকের উপর একটা ছোট মেয়ে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে। যা ফটো দেখিয়েছিলে, একেবারে হুবাহুব সেই মুখ। জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি অসীম বাবুর বাড়া—? সে চমকে উঠে কাছে এসে বল্লে, কোথেকে আসছেন? আমি বললাম—আগে বলুন আপনার নাম কি—নাম জিজ্ঞেস করে তবে বলতে বলেছেন। সে বল্লে—আমার নাম মীরা, আমি তাঁর স্ত্রী, বলে আমার হাতটা চেপে ধরে আবার বল্লে—বলুন তিনি কেমন আছেন—তাঁর কাছ থেকে আসছেন?

আমি বললাম—ভয় নেই, তিনি ভালই আছেন। তিনিই আমায় পাঠিয়েছেন—আরো বলতে বলেছেন, কাল তিনি আসবেন যদি আপনি ক্ষমা করেন। তারপর তার চোখদিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল,

বল্লে—জানিনে আপনি কে—যেই হোন শুধু তাঁকে বলবেন, আমি ভুল আমি বুঝেছি—আর আমার এ ভুল কক্ষণ হবে না।

আর বেশী কথা বাড়তে দিলাম না চাদরের ভেতর থেকে সেইগুলো বার করে আর চিঠিখানা শুদ্ধ তার হাতে দিয়ে বল্লাম—আপনাকে অসীম বাবু দিতে দিয়েছেন। তারপরই বল্লাম—শীগ্গী একগ্লাস জল আমুন ত মাথাটা ঘুরে উঠল, বলেই সেইখানে বসে পড়লাম। কেন এমন হলো—জল আনছি বলে সে সেগুলো হাতে করেই তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকল—আমিও একেবারে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ীর মধ্যে—।

মুখখানা দেখে সত্যি মনটা কি রকম হয়ে গেল—আহা বেচারী জল এনে কি ভাববে—

ভাববে আর কি ভেক্কী—! যাক কাউকে বলবিনে—মনে থাকে যেন।

সবিতার নিজেরই অজ্ঞাতে একটা বুকফাটা শ্বাস বাহির হইল—বুঝিবা তাহার পাজরা কখানিও তাহার সহিত মোচড় দিয়া উঠিল।

২৬

তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস হাতে করিয়া আনিয়া মীরা আর তাহাকে সেইখানে দেখিতে পাইল না। সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া রাস্তায় মুখ বাড়াইয়া দেখিল—কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া মনটা কি এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। তখনো হাতে তাহার দেওয়া

খামে খানি ও রুমালে জড়ানো কাগজ পত্রগুলি ছিল। খাম খানির উপর লেখা—মীরা দেবী। মীরা আপন মনেই বলিল—এ তো তাঁর হাতের লেখা নয়—এর উপর আর' কি শাস্তি দিচ্ছ ভগবান—! কম্পিত হস্তে দুরু দুরু বক্ষে মীরা খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল—প্রথমেই চোখে পড়িল সাম্বোধন মীরা—

তোমার ভুলে যাওয়ার মাঝে মনে করিয়ে দিচ্ছি—যাকে ক্লাসে সকলের চাইতে বেশী আপন করে নিয়েছিলে, বেশী ভালবাসতে—আর এখন যাকে সকলের চাইতে বেশী ঘৃণা করবে—যার চিঠিখানা পড়ে তার স্পর্শ ভেবে তোমার সতীত্বকে হয়ত আঘাত করবে—আমি সেই সবিতা।

মীরা যা'ই বল যা'ই কর—সবই আমি মাথা পেতে নিলাম। কারণ এখন বুঝেছি, তুমি সতী—আমি অসতী—তফাৎ স্বর্গ-নরক!

জীবনটা তখন শুধু ব্যথায় ভরা—ব্যর্থ হাওয়া মাঝে মাঝে বইছিল। তখনো এই ভাবে ত জীবনের পরিণতি হয়নি—শুধু বুঝেছিলাম ব্যর্থ মুকুল হয়ত ফুটতে পারে বা নাও পারে।

কালির আঁচড় টেনে মনটাকে হাল্কা করবার চেষ্টা করতাম! হাওয়া বিসাক্ত গ্যাস হয়ে—দেহ ঝলসে, রূপ বদলে গেল। কালির আঁচড় টানা অনেকটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল—শেষ পর্য্যন্ত সবই জুড়ে রাখলাম। তোমার কাছে পাঠালাম, পড়ে পুড়িয়ে ফেলো—ভিক্ষা তোমার কাছে।

পরিচয়ের প্রথম সুচনা শুনেছিলে অসীম বাবুর কাছথেকে—ক্রমে সন্দেহ জেগেছিল—শুধু জেনেছিলে একজন পতিতা বলে—কিন্তু জানতে না, সে আর কেউ নয়—আমি!

ভাল তিনি মোটেই বাসেননি অথবা আমাকে চাননি—আর শেষের

দিনের—সেও শুধু ক্ষণিকের বিকার—তোমার উপর অভিমান করে—আর কিছু নয়! হঁ্যা, বেসেছিলাম আমি—প্রাণ চেয়েছিল অন্যভাবে—তুমি যেমন চাও। কিন্তু তা হয় না মীরা—সাধ্য কি আমার তোমার জিনিষ নই, তোমার মত মন নিয়ে আমি পূজা করি—করলেও স্থান কাল পাত্রে যে তার রূপ বদলে যাবে—গ্যাছে। ফলে উল্কার মত জ্বলে উঠে, আলেয়ার মত ক্ষণিকে নিবে গেল—যাবে।

মনে আছে বোধ হয় সেই ফটো তুমি আমি তুলেছিলাম—আমাদের বন্ধুত্বের স্মৃতি রাখবার জন্য, কিন্তু ফল হল শত্রু, মহাশত্রু—স্ত্রীলোকের যার চেয়ে আর শত্রু নেই। কিন্তু মীরা, শত্রুই হই আর মিত্রই হই—স্মৃতি-স্মৃতিই! সেইত সব জাগিয়ে দিল সব কিছু ধারা উন্মুখ করে—তা না হলে ত জানতে পারতাম না—তুমিই অসীম বাবুর স্ত্রী মীরা! ফটো বাক্সতেই থাকত, সে দিন হাতে করে অতীত জীবনটাকে দেখছিলাম—অসীম বাবুর চোখে প'ড়ল—পরিচয়ে আপনা হতেই আমার মাথা নিচু হয়ে গেল

অসীম বাবুরই কথা—সেটা ঠিকই ভুলের বোঝা প্রথমে তোমরা দুজনে মাথায় নিয়েছিলে। আর সে ভুলটাও বোধ হয় কোন দূর অতীত জীবনের অভিশাপের ক্রিয়া—আর উপলক্ষ্য হতে হয়েছে আমাকে—বাঁশীর স্বর তার সঙ্গে যোগ করে।

শুধু তোমাকে এইটুকু বলছি বিশ্বাস করো, আর অবিশ্বাস করো ভুল করো না। তাঁর কথা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিও এতটুকু দ্বিধা না করে। এটুকু বুঝেছি তিনি মিথ্যা বলেন না, তাঁর মন উদার—আর সেতো তুমি ভাল করেই জান মীরা—শুধু ওই বল্লাম, হয়ত অভিশপ্ত জীবনের ফল ফলবে বলেই তোমার মনের সে বিশ্বাস ওলোট

পাল্টাই করে দিয়েছিল। এইবার সে ক্রিয়ার অবসান হয়েছে—তোমা
মনের পূর্ব্বভাব পাবে।

মীরা আজ তিনি অনুতপ্ত—নিজের ভুল বুঝেছেন—আর সেই ভু
বুঝেই তোমাদের স্মৃতির দংশনের জালা ভুলতে—নিজকে মহা ধ্বংসে
পথে নিয়ে চলেছেন—নিজের অস্তিত্ব লোপ করতে। আমার ত সা
নেই মীরা তা থেকে তাঁকে বিরত করি—এ যে ক্ষমতার বাহিরে। আ
শুধু ফেলতে পারি, তাকে নামাতে পারি ক্ষেত্র বিশেষে তার পরিণাম, তা
লাভ লোকসান না দেখে—নিজের দিকের শুধু ঔটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করে
কিন্তু মীরা তাকে ত আর তোলবার ক্ষমতা আমার নেই! সে অ
তোমাদের, এ কাজ এখন তোমার—তুমিই শুধু পারবে আবার তা
তুলে নিয়ে, তোমার প্রেমের সলিলে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে তাঁ
তাঁর পূর্ব্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখতে!

মীরা সব অপরাধ আমার—আমার নিজের ভুল সব দিক দি
বুঝেছি। আমি যে অসম্ভব জিনিষকে সম্ভব করে নিতে গিয়েছিলাম-
নিজের মনের সঙ্গে বেঁধে—কিন্তু তা কি হয়, স্থান কাল পাত্রের যে ক্রি
আছে!

মীরা, ভাই ক্ষমা করিস—শেষটা তোর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছি
ঝির হাতে দিয়ে ঐগুলো কৌশলে পাঠালাম; আমার নিজের না
ব্যাঙ্কে টাকা ছিল—সে আমার দেহ বেচার পয়সা নয়—ডায়েরীতেই পাবি
—বাড়ী বাঁধা রেখেছিলেন, তাই দিয়ে খালাস করেছি—আর ব্যাঙ্কে
টাকা ছিল তাঁর, তাও নষ্ট করেছিলেন—তারই দরুণ তোমার না
দশহাজার টাকার চেক পাঠালাম। তোমার নিজের নামে ব্যাঙ্কে

দিও। সেই টাকাই রইল, শুধু তাঁর নাম পালটে—তোমার নামে হ'ল। যদি বলো আমার টাকা নেবে কেন—? আমার সাধ্য কি তোমায় দেই ভাই—? এটা হচ্ছে আমার জরিমানা—আমার কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত! কারণ—আমি যে উপলক্ষ্য—আমার কাছে না এলে তো তাঁর যেত না? অসীম বাবু এখনও এ সবের কিছুই জানেন না—তোমার কাছ থেকেই জানবেন। তোমার কাছে তোমার জিনিষ কালই পাঠাব—সেও এক কৌশলে—তুমি বুকের জিনিষ বুকে তুলে নিও! মীরা আর কোন ভয় নাই—আর আমার ছায়াও তিনি দেখতে পাবেন না—আমিও না তাঁর—এ স্থির নিশ্চয়।—আর তার সঙ্গে চাই, তোমার মনের জোর—প্রেমের পূর্ণ আলোক!

সকলে ঘৃণা করে—তুইও কি করবি—? যা ইচ্ছে করিস—সবেরই প্রত্যাশী আমি—!

"সবিতা"

২৭

ভোরে উঠিয়া সবিতা স্নান করিয়া লইল। তাহার পর নিজ হস্তে চা করিয়া আনিয়া টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিল।

অসীম তখনও ঘুমাইতেছিল—সবিতা শিয়রের কাছে আসিয়া মিনিট কতক মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া

অসীমের শিয়রের কাছে বসিয়া, গায়ের উপর হাতখানি রাখিয়া ডাকিল—অসীম বাবু উঠুন, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

সবিতার স্পর্শে অসীমের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—সবিতা এমন স্বপ্ন তুমি ভেঙ্গে দিলে—বেশ তো তার মধ্যে সমাধিস্থ ছিলাম—!

অসীমের অবিন্যস্ত চুলগুলি হাত দিয়া বসাইতে বসাইতে, হাসিয়া সবিতা বলিল—কি স্বপ্ন দেখছিলেন—রাজা বাদসা হয়েছিলেন, না—

না, না সবিতা—তাতেও আমার এখন এর চাইতে শান্তি নয়—! টাকাতে কি সবিতা মনের অস্থি মজ্জার জ্বালা মেটাতে পারে—নেভাতে পারে? দেখছিলাম কি জান—? আমি ম'রতে যাচ্ছি, কিন্তু মনে হ'ল, না মরার আগে একবার মীরার সঙ্গে দেখা করে যাই—তা না হ'লে মরণেও ত শান্তি নাই—তাই গেলাম মীরার কাছে দেখা করতে! মীরা ঘরের মধ্যে মীলাকে বুকের কাছে নিয়ে শুয়ে আছে। আমি আস্তে আস্তে তার বুকের ওপর মাথা রাখতে যাব—মীরা একবার চেয়েই, আমায় তার বুকের ওপর টেনে নিল। বেশ তো ছিলাম সবিতা তার বুকের উপর—কেন তুমি আমায় সে সুখ সমাধি থেকে নিয়ে এলে?

সবিতা বলিল—কাল্পনিক যদি বাস্তবে সত্যিই ঘটে তা হলে কি আপনি খুবই সুখী—? বর্ত্তমানে আর কিছ কি আপনার কাম্য থাকে না—

যা হবার নয়—যা হয় না, তা নিয়ে আলোচনা করে কোন লাভ নেই!—তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিল—সবিতা তুমি কি পাগল—তুমি জান না—চরিত্রহীন, অসৎকে সে কতদূর ঘৃণা করে—

বেশ ধরুন কথায় বলছি—যদি সে আপনাকে আবার বুকে তুলে নেয়—আগের মত, তাহ'লে-তাহ'লে কি আপনি সব কিছু ফেলে দিয়ে আগের মত হতে পারেন না—জিজ্ঞাসা করছি—?

তোমার কথার উত্তরে বলছি সবিতা—এখন, এখন মনে আমার আর কিছু থাকে না—এতো জ্বালা সব নিমেষেই চলে যায়। বুঝবো মীরার গুণে আমার নূতন জীবন—জগতের মাঝে আমিও একজন—আর কলুষিত জীবন আমার নয়—! কিন্তু সবিতা—

যা'ক মুখ হাত ধুয়ে আসুন—ও চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—আমি ততক্ষণ আবার তৈরী করি—

কলঘর হইতে আসিয়া অসীম দেখিল—কেটলীতে জল ফুটিতেছে—সবিতা গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে—

অসীম ডাকিল—সবিতা, এইত এতক্ষণ বেশ কথার ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলে—এরই মধ্যে এতকি ভাবনা এল—একেবারে গালে হাত দিয়ে বসে—জল ফুটে উথলে যাচ্ছে, লক্ষ্যও নেই—।

উদাস ভরা হাসিতে হাসিয়া, কেটলীতে চা দিতে দিতে সবিতা বলিল—ভাবনার কি কখন কূল কিনারা থাকে অসীম বাবু—?—সেও যে সীমা হারা—

অসীম চা খাওয়া শেষ করিয়া সবিতার খুব কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—দেখ সবিতা, সব টাকা ত ফুরিয়ে গেছে আরতো একটাও নেই! গোটাকতক টাকা দিতে পার, বড় বিশেষ দরকার—অবশ্য তোমার উপর জোর চলে বলেই বলছি!

সবিতা অসীমের মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া বলিল—আমার

উপর আপনার জোর?—কিসের জোর অসীম বাবু? ভালবেসেছি আপনাকে এই আমার অপরাধ—আর তার বিনিময়ে আপনাকে আমায় টাকা দিয়ে পুষতে হবে—টাকা দিয়ে ভালবাসা কিনতে হবে!—চমৎকার অসীম বাবু—!

হাতের সিগারেটটি ফেলিয়া দিয়া অসীম বলিল—সবিতা এসব তুমি কি ব'লছ—আমি বুঝতে পারলাম না! আমি কি তোমাকে তাই বলেছি—? আমার কাছে এখন নেই, উপস্থিতের জন্য চাইলাম—তারপর তোমায় দিয়ে দেব।—এ সব কি কথা তুমি ব'লছ সবিতা—!

উপস্থিত মানে?—আপনি আবার শোধ দেবেন কি করে—কি আছে আর আপনার—!

মুখখানিকে ব্যথিত করিয়া অসীম বলিল—আমি তোমার কাছে এ আশা করিনি—তুমি—তুমিও শেষে—

মুখের কথা শেষ না হইতে সবিতা বলিল—আর আমিও আশা করিনি বা ভাবিনি, যে আমাকেই শেষে আপনার নেশার খরচ জোগাতে হবে—যেটাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি—!

তীব্র দৃষ্টিতে অসীম সবিতার মুখের দিকে তাকাইয়া ডাকিল—সবিতা—!

মাথার উপর ভিজা চুলগুলি জড়াইতে জড়াইতে সবিতা বলিল—বলুন কি বলবেন?—তারপর একটু থামিয়া বলিল—আর ব'লবারই বা কি আছে আপনার—সব দিকই ত শেষ করেছেন—!

চোখের সমস্ত শক্তি সবিতার মুখের উপর ফেলিয়া, কুঞ্চিত ললাটে অসীম বলিল—কি ব'ললে সবিতা—তুমি আমায় ঘৃণা কর—?

সবিতা বলিল—না, ঘৃণা আপনার মনুষ্যত্বকে আমি মোটেই করিনে ! ঘৃণা করি আপনার নেশাকে—তার মত্তাকে—আর তার সঙ্গে তার পশুত্বকে—

সেই ভাবেই অসীম বলিল—এখানকার ভালবাসার পরিণাম যে শেষে এই হয়—এ আমি আগেই জানতাম—এখানকার ধারাই এই !—কিন্তু তোমাকে আমি এদের থেকে আলাদা ধরেছিলাম—তাই পরিণামটা মনেতে উঠে, মনেতেই মিলিয়ে গিয়েছিল মোটেই বুঝতে পারিনি !

বুঝতে আপনি এখন মোটেই পারবেন না—হাজার চেষ্টা করলেও। —এর পরে বুঝবেন, যে আমাকে অন্তের থেকে আলাদা ভেবে মোটেই ভুল করেননি। আর ভুল করলেন এখন—যেটা ভেবে এর পরে হয়ত বা আমার কথা একদিন মনে হতে পারে—বলিয়া সবিতা জানালার কছে আসিয়া গরাদ ধরিয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

অসীম আপন মনে খুব নিম্নস্বরে বলিল—অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা কর—!

সবিতার তখন এ দিকে মন ছিল না—তখনো সেই ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া। কিছুক্ষণ পরে যখন সে জানালার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিল তখন অসীমকে আর ঘরের ভিতর দেখিতে পাইল না। সবিতা শরতের ঘরের দিকে গেল—বাড়ীর সবদিক খুঁজিল—শেষে নীচে আসিয়া রাস্তার চারিদিক চাহিয়া দেখিল—কিন্তু কোথাও অসীমকে আর দেখিতে পাইল না।

সবিতা সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া আপন মনেই বলিল—এ কি করলাম—শেষে সবই যে ব্যর্থ হ'ল—

তাহার পর নিজের ঘরে আসিয়া খাটের উপর আছড়াইয়া পড়িল

—চোখের জল বিছানার উপর ঝরিতে লাগিল।···মনে ব্যথা দিয়ে শেষে দু'জনাকে আবার মিলিয়ে দেব—তাই এ কৌশল নিয়ে ছিলাম —কিন্তু সেতো সম্পূর্ণ হল না—! মনে ব্যথাই শুধু নিয়ে গেলেন—মিলন ত হ'ল না—! সবিতা ভাবিয়া চলিল—আর কি এখানে আসবেন —না, কক্ষণ না—! কোথায় তাঁকে আর পাব!—একটু আগেই ত স্বপ্নের কথা ব'ললেন—মীরার কাছেও যাবেন না—কাছেও পয়সা নেই—যদি-যদি শেষে মনের জ্বালায় আত্মহত্যা করেন—?

সবিতা বিছানার উপর পড়িয়া কাতরাইতে লাগিল—শেষে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া একেবারে শরতের ঘরে আসিল—শরৎ তখন ঘরে ছিল না। সবিতা আবার নিজের ঘরে আসিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। একবার ভাবিল—ঝিকে পাঠাই—তাহার পরই মনে হইল—মীরা যে আজ তাহারই আশা করিয়া আছে—আমি যে তাহাকে ভরসার সহিত লিখিয়াছি।—এখন সেখানে খোঁজ করিতে গেলে যদি মীরা—

সবিতা শেষে বিচ্ছিন্ন ভাবনা রাশির মধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

২৮

সবিতার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, অসীম পাগলের মত রাস্তায় চলিতে লাগিল। কোথায় যাইতেছে সে জানে না—তবুও চলিতেছে। সকাল হইতে পেটে আজ একটুও অমৃত পড়ে নাই—তাহার উপর সবিতার সেই বাণীর ঝঙ্কার—অসীমকে একেবারে উন্মাদ করিয়া দিল। সমস্তদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া—মাথার মধ্যে কত এলোমেলো চিন্তা লইয়া—অসীম একটি পার্কের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মনের গতি ফিরাইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—কুমারটুলি পার্ক—। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর আবার একটু আগাইতেই দেখিল—আশে পাশে আবার সেই মায়াবিনীর দল—সবিতার মত—!

উঃ, কি ভয়ঙ্কর ওরা!—মানুষের জীবনটাকে আস্তে আস্তে কোলের কাছে টেনে নেয়, শেষে নিংড়ে মোচড় দিয়ে—তাকে শেষ করে—শেষে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। না-না ও দিকের ছায়া আর না চোখে পড়ে—!

অসীম ফিরিয়া আবার পার্কের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পা দুটি আপনা হইতেই যেন ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল—পার্কের মধ্যে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল—। কত কি ভাবিল—কত কি ভাঙ্গিল-গড়িল—মীরা, মীলা—! না-না এর আর ভাবাভাবি কিছু নাই—! এর একমাত্র, ও ছাড়া আর উপায় নাই—পথ নাই—ভাবনার হাত থেকেত নিষ্কৃতি পাব—! উঃ, কি ছিলাম কি হলাম—আর শেষে

পরিণাম আত্মহত্যা—যেটাকে সকলের চাইতে বেশী ঘৃণা করতাম—ভয় করতাম! মা গঙ্গা তোমারই কোলে গিয়ে এ দেহ জুড়া'ব—! এ দংশনের জ্বালা এ অপমানের জ্বালা ভয়ঙ্কর—! তোমার কোল ছাড়া জুড়াবার আর কোথাও জায়গা নাই—আর কেউ নেবেও না—! আবার মীরার ও মীলার মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল—অসীম ঘাসের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে ঠিক করিল—না ম'রবার আগে একবার দে'খব—একবার চোরের মত লুকিয়ে তাদের দেখে আসব! —অনেকদিন দেখিনি তাদের—মরেও হয়ত শান্তি পাব না—! সামনে যাব না—তাদের দেখা দেব না—আমি শুধু একটিবার লুকিয়ে দে'খব—শেষ দেখা—তারপর—

অসীম লাফাইয়া উঠিল ও খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। মোহনবাগান লেনের ভিতর ঢুকিতেই অসীমের মনে হইল—সকলেই যেন তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে—চাওয়া-চায়ি করিতেছে। অসীম কোন দিকে না তাকাইয়া খুব তাড়াতাড়ি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কত কি—কত কথা মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল—। হঠাৎ অসীমের মনে হইল—কে যেন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল—সরিয়া গেল। পরক্ষণেই কে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া অসীমের পায়ের উপর মাথা রাখিল—তাহার পর অসীমের হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল—।

মীরা! মীরা—আমি যে একেবারে সব রকমে রিক্ত—আমি যে মাতাল, চরিত্রহীন বলিতে বলিতে অসীম মেঝের উপরেই মাথা নীচু করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের জলে সেই স্থান সিক্ত হইয়া

উঠিল। আর মীরা, তখনও অসীমের একখানি হাত নিজ হাতের মধ্যে লইয়া—চোক্ষে অশ্রু ফোটা—! সেও সেইখানে বসিয়া অসীমের মাথাটি নিজ কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিল—না গো না, তুমি রিক্ত নও—সবই আমাদের আছে—। আজ আমরা মুক্ত— মাথায় ছিল ভুলের বোঝা—তা আমরা দু'জনাই মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েছি। তাহার পর চোখ মুছিয়া আবার বলিল—আজ যে আমাদের নূতন জীবন—নূতন করে মিলন—! ছিঃ, মিলনের দিনে কি কাঁদতে আছে—?

মীরা, মীরা তুমি জান না—রেস্‌খেলে সব টাকা নষ্ট করেছি—ব্যাঙ্কে যে আর একপয়সাও নেই !- শেষে বাড়ীটাও পর্য্যন্ত—

অসীম আর বলিতে পারিল না—মীরা কোলের ভিতর মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে মীরা বলিল—বলেছি ত সবই আবার পেয়েছি নূতন করে—নূতন জীবনের সঙ্গে—মিলনের সঙ্গে আগের সবই মিলিয়ে—। বেশ তো, ঘরে চল তোমায় দেখাচ্ছি— বলিয়া স্বামীর অবসন্ন দেহ ভার নিজ বুকের উপর টানিয়া লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহারপর আয়রণচেষ্ট হইতে সবিতার প্রেরিত সেই সবগুলি বাহির করিয়া অসীমের হাতে দিয়া, তাহার পায়ের কাছটিতে বসিয়া পড়িল।

অসীম উদ্বিগ্ন হৃদয়ে দলিলখানি খুলিল—তাহার ভিতর ভাঁজ করা চেক খানিও ছিল, দেখিয়া বলিল—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—আমি তো ঠিক দেখছি মীরা—? এ আবার কি রহস্য—!

স্বামীর হাত দু'খানি নিজ হাতের মধ্যে লইয়া মীরা বলিল—রহস্য কিছু নয়—! কেউ কারুর জিনিষ নিতে পারে না—নিলেও রাখতে পারে না—তাই আমি আবার আমার তা পেলাম—সেও দিয়ে দিল—জানিয়ে দিল—সত্যের জয়—!

তাহার পর হাটুর উপর হাত দু'খানি রাখিয়া তাহার উপর চিবুকটি রাখিয়া বলিল—চিঠিখানা প'ড়, সব বুঝতে পারবে— !

অসীম চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল, তাহার পর বলিল—এ যে আরো অদ্ভুত—সবই যে রহস্য জালে আবৃত! তবে, তবে কেন সে ও রকম ক'রল—কি উদ্দেশ্য—

যা উদ্দেশ্যই তার থাক—আমার উদ্দেশ্য তোমায় এমনি করে বুকের উপর বেঁধে রাখব—কোথাও যেতে দেব না—আর তুমিও যেতে পারবে না—কেমন কিনা বল—?

নিশ্চয়-নিশ্চয়-নিশ্চয়!—তারপরই বলিল—সে করেছিল—ভালই করেছিল, তা না হলে তো তোমার ক্ষমা পেতাম না—তোমায়ও এমনি করে বুকে বাঁধতে পারতাম না—বলিয়া মীরার উদগ্রীব তৃষিত অধরের স্ফুরিত বাক্যের, নিজ অধর দিয়া পথরোধ করিয়া দিল।

মীরা, মীলা—আমার মীলা কোথায়—তাকেও এর মধ্যে সাক্ষী করে বেঁধে নেই—!

স্বামীর কাঁধের উপর নিজ মাথা এলাইয়া দিয়া মীরা বলিল—পিসীমা বেড়া'তে নিয়ে গেছেন—।

তাহার পর স্বামী স্ত্রীতে কত কথা হইল—যে যার মনের রুদ্ধ আবেগ পরস্পরের কাছে ঢালিয়া নিঃশেষ করিতে লাগিল—।

কিছুক্ষণ পরে পিসীমা আসিয়া মীলাকে কোলে করিয়া বারান্দা হইতে কহিলেন—কি লো বউ, বেটাকে নিয়ে আয়তো আমার কাছে কানধরে—দেখি ব্যাটা কত দুধ ভাত খেয়েছে—নিয়ে আয় শীগ্রী—!

অসীম বাহিরে আসিয়া পিসীমার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—না, পিসীমা আর শাস্তি দিওনা—শাস্তি আমার যথেষ্ট হয়েছে—বলিয়া, মীলাকে কোলে লইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

মীরাও মাথার কাপড়টি একটু টানিয়া দিয়া অসীমের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মীলা তাহার বাবার কোল হইতে একখানি হাত তাহার মার কাঁধে দিয়া—মুখে হাসি ফোটাইয়া—বা-বা-মা-মা বুলির সহিত আরো কত কি বলিতেছিল—অর্থাৎ দু'জনের মাঝে থেকে দু'জনকে বেঁধে ধরে রাখলাম—আর ছাড়াছাড়ি হতে পারবে না—এইবার কিনা আমি আগের চাইতে বড় হয়েছি—অনেকটা বুঝতে শিখেছি—!

২৯

সমস্ত দিন উদগ্রীব হইয়া থাকিয়া সন্ধ্যাবেলায় যখন সবিতা শরতের দেখা পাইল—তখন তাহার পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—শরৎ বাবু একবার দেখে আসুন তিনি বাড়ীতে গেছেন কিনা—? আর কিছু আপনাকে করতে হবে না—শুধু এইটুকু আমাকে বলুন—তিনি

কোথায়—বাড়ীতে গেছেন কিনা—?—বলিতে বলিতে সবিতা শরতের পায়ের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সবিতাকে হাত ধরিয়া তুলিতে তুলিতে শরৎ বলিল—আঃ, তাতে আর কাঁদবার কি আছে! সে বাড়ী যাবে না দেখো—খানিক বাদে এইখানেই আসবে! এখানকার রস পেলে কি কেউ আর বাড়ী যায় —না যেতে পারে—!

সবিতা বলিল—না, শরৎবাবু আপনি তাঁকে জানেন না—তিনি কখন আর এখানে আসবেন না—। দয়া করে একবার যান্ শরৎবাবু—আমি ভিক্ষা চাইছি—যান্ যান্—

শরৎ বলিল—এই ঘুরে এলাম—দেখ দেখি অতখানি পথ এখন যাওয়া—পেটে কিছু নেই।

শরতের হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর করুণ দৃষ্টি ফেলিয়া সবিতা বলিল—জানি আপনার কষ্ট হবে—তবু আপনার কাছে ভিক্ষা—শুধু একবার জেনে আসুন তিনি বাড়ীতে আছেন কিনা—? ট্যাক্সিতে যাবেন—ট্যাক্সিতে আসবেন—!

সবিতার এত কাকুতি মিনতিতে বুঝিবা শরতের প্রাণে একটু করুণার উদ্রেক হইল—তাই তাহার নিকট হইতে পাঁচ টাকার নোটখানি লইয়া শরৎ প্রস্থান করিল।

অর্দ্ধঘন্টা পরে শরৎ যখন ফিরিয়া আসিল—সবিতা তখনও দরজার গোড়ায় বসিয়া। শরতের বিরক্তি সুচক গম্ভীর মুখ দেখিয়া, সবিতা কাছে আসিয়া বলিল বলুন তিনি বাড়ীতে আছেন ত—!

শরৎ সবিতার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—এত বড়

আস্পর্দ্ধা বেটার—বলে কিনা আমার চৌকাট থেকে বেরিয়ে যান্ এক্ষুনি, আর কখনো এ মুখো আসবেন না।—

—আচ্ছা দাঁড়াও বেটা তেজ চন্দ্র! তোমার এ অপমানের প্রতিশোধ যদি নিতে না পারি—তবে আমার—

সবিতার উদ্দেশ্য অসীম বাড়ীতে গিয়াছে কি না জানিয়া লওয়া। চকিতে তাহার প্রাণের মধ্যে কিসের এক তুফান খেলিয়া গেল। অসীম বাড়ীতে গিয়াছে—শুধু এইটুকু জানার উপরেই তাহার কর্ম্মের ফলাফল। তাই শরতের কথা শেষ না হইতে দিয়া বলিল—তিনি তো এখানে নেই—আর চেঁচিয়ে কি করবেন বলুন!—সময় এলে আপনিও হ'য়ত আর এক জনকে ঐ রকম বলবেন—বলিয়া, উত্তরের প্রতিক্ষা না করিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

শরৎ মনে মনে গোমরাইতে গোমরাইতে, নিজের নির্দ্দিষ্ট কোটরে প্রবেশ করিল।

৩০

পরের দিন সকাল—অসীম মীলাকে কোলে করিয়া উদ্যানে বেড়াইতেছে—মীরাও পাশে পাশে চলিতেছে।

দেখছো গাছগুলোর কি অবস্থা—তারাও কোনটা মরেছে, কোনটা শুকিয়ে ঝরে পড়ছে—বাগানের কি শ্রী হয়েছে—কেন বলত—?

তাহার পর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—আমি ব'লব—? তোমার অভাবে—তাদের দয়িত কিনা তুমি—তাই!—এইবার বুঝেছ—?

বাঁ হাতে মীলাকে বুকের উপর বেষ্টন করিয়া, ডান হাতে মীরাকে বুকের কাছে টানিয়া অসীম বলিল—ওঃ, তাই বুঝি তুমি এত শুকিয়ে গেছ মীরা! বেশ তো, এইবার তোমাদের সকলেরি দয়িত এসেছে—আবার বাগানের শাখা প্রশাখা, লতাপাতার সঙ্গে—তোমারও সেই আগের স্বাস্থ্য, মন সবকিছু জাগিয়ে আমার হৃদয়ে ঢেলে দাও—

এমন সময় ঝি ডাকিল—মা কে এসেছে—

মীরা তাড়াতাড়ি স্বামীর বুক হইতে মাথা সরাইয়া লইয়া বলিল—দাঁড়াও আমি আসছি—বলিয়া দালানের দিকে আসিয়া দেখিল—সবিতার ঝি, যে দলিল ও চিঠি দিয়া অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়াছিল। আবার তাহাকে দেখিয়া নিজের অজ্ঞাতে বুকটি কাঁপিয়া উঠিল।

মীরাকে নমস্কার করিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি খাম ও কাগজে মোড়া একটী বাঁশী তাহার হাতে দিয়া বলিল—দিদিমণি কাল রাতে এই চিঠিখানা আর বাঁশীটা দিয়ে বল্লেন—সকালে যেন অসীমবাবুর বাড়ী এদুটি জিনিস দিয়ে আসি।—আর আমাকে ঘরের সব জিনিষ দিয়ে বল্লে—এ গুলো পুরাণো হয়েগেছে, তোকে দিলাম, তুই নিস্, আমি আবার সব নূতন কি'নব। তারপর সকালে উঠে দেখি দিদিমণি ঘরে নেই—অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে আপনাদের এ গুলো দিতে এলাম।

মীরা কোন কথার উত্তর দিল না—খামখানি ও বাঁশীটি হাতে লইয়া আবার উদ্যানে আসিল।

মীলাকে ঘাসের উপর বসাইয়া দিয়া, অসীম তখন একটি গোলাপ গাছের পাশে আর একটী আধ শুকনো পোকা খাওয়া গাছ—যাহার পাতা প্রায় সবই ঝরিয়া গিয়াছে—শুধু কঙ্কাল সার মূর্ত্তিটা লইয়া খাড়া হইয়া আছে তাহার অতীতের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ—তাহা উপড়াইয়া ফেলিতেছিল!—আর ইহাকে প্রয়োজন কি—? ইহাত রূপ, রস, গন্ধের বাহিরে গিয়াছে! সৌন্দর্য্যের পাশে অসৌন্দর্য্যের স্থিতি—সতীর পাশে অসতীর স্থান—আবহাওয়াই দূষনীয় করিয়া তোলে—ম্লান করিয়া দেয়!

শুকনো গাছটি এক পাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া অসীম বলিল—কে এসেছিল মীরা?—তোমার হাতে ও কি—?

দে'খবে এস—বলিয়া মীরা খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চিঠিখানি বাহির করিল। অসীমও পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—দুজনেই পড়িতে লাগিল—

মীরা—ভাই চ'ললাম—দংশনের জ্বালা নিবারণ করতে—জানি না, কোথায়—কত দূরে, অথবা সেই পথে—যেখানে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে—একেবারে চির নিদ্রা! অসীম বাবুকে বলিস্—তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার সব—আর, যে ঘৃণার বোঝা তিনি আমার মাথায় ফেলে এসেছেন—সেই আমার পাথেয়—তাইতে আমার জীবনকে ধন্য করেছে! তাঁর স্পর্শ পেয়ে—আমার জীবনের ধারা অন্য পথে ঘুরে গেল—না পেলে হ'য়ত এ জীবনের খেলা—আরো কত ভাবে—কোথায় খে'লত—কে জানে? তিনিই আমার চোখ খুলে পথ দেখিয়ে—মুক্তির নিশান

উড়িয়ে দিলেন। তাঁকে শত নমস্কার! তোকে আগের দিনের দাবীতে ভালবাসা! মীরা বিদায়, বিদায়, চির বিদায়!

সবিতা—

অপর পৃষ্ঠায় লেখাছিল :—অসীম বাবু আপনিই আমার গুরু! আমার এতদিনকার চোখের আঁধার কাটিয়ে দিয়ে—মুক্তির নিশান দেখিয়ে দিলেন।—আপনাকে শত নমস্কার! মীরার ও আপনার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে শুধু এই ধ্বনি বাজুক—'অসীম-মীরা'—তারই সুরে পরস্পরে বিভোর হয়ে থাকুন—আর কোন বাণী—কোন হাওয়া সেখানে না যায়।—শেষ মুহূর্ত্তে শুধু এটুকু দাবী। আমি চ'ললাম—কোথায় জানি না! যদি না পারি—চিরনিদ্রা ত আমার হাতে—ওঃ, সেতো মহাশান্তি—!

—আর অসীমবাবু, বাঁশীর স্বরেই আপনাকে চিনিয়ে দিয়েছিল—তাতেই প্রাণের দাবী জাগিয়েছিল!—কিন্তু অসীমবাবু, মন ত শেষে সে দাবী মা'নল না—সে যে বিদ্রোহী হয়ে উ'ঠল—তাকে সংযত করা সাধ্যায়ত্ব হলো—তাই আপনার যা তা আপনাকেই দিলাম—এরে নিন্! গুরু—চির বিদায়!

সবিতা—

• • •

চিঠি শেষ হইলে উভয়েই উভয়ের দিকে তাকাইল—উভয়েরি অজ্ঞাতে দুটি নিশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল। কয়েক ফোটা অশ্রু মীরার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জানি, আমি তোমার-তুমি আমার—তবুও তার শেষের দাবী, তাওত ঐ বাণী—এর মাঝে মিশিয়ে আরো জোর করে জীবনের শেষ মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যা'ব—বলিয়া অসীম মীরাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার অধরে নিজ অধর দিয়া স্বাক্ষর করিল।

মীলা এতক্ষণ ঘাসের উপরে বসিয়া তাহার মিনি বিড়ালটির সহিত খেলা করিতেছিল। হঠাৎ তাহাকে সবলে দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—।

শেষের দাবী

— মতামত —

হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে,টি,—উপন্যাস হিসাবে পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে। গল্পটি সহজবোধ্য অথচ মনোহারী—ভাষা সুন্দর—বর্ণনা চাতুর্য্যেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অচিরে আধুনিক ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিবেন, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই।

রায় বাহাদুর জলধর সেন—'শেষের দাবী' পড়লাম। আমার বেশ লাগল। ভাষার কসরৎ নেই, অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নেই, কোন গভীর তত্ত্বের গম্ভীর গবেষণা নেই, একেবারে সোজা করে আখ্যান ভাগ বলা হয়েছে; এরই জন্য বইখানি আমার কাছে ভাল লেগেছে।

ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত এম,এ,ডি,এল—'শেষের দাবী' বইখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। কল্পনা কুশলতা আছে, ভাষায় দক্ষতা আছে, তাই গল্পটি মনোরম ও সুখপাঠ্য হইয়াছে···এই উপাখ্যানে যে কৌতুহল উদ্রেক ও রক্ষা করিয়াছেন তাহা শক্তির পরিচায়ক।

শ্রীঅনুরূপা দেবী—তোমার বইখানি পড়ে বেশ ভালই লেগেছে। সব দিক দিয়েই শক্তির পরিচয় যথেষ্টই পেলুম।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী—বইখানি বেশ ভালই হইয়াছে। পাঠকের মনে শেস পর্য্যন্ত বেশ একটু আগ্রহ জাগাইয়া রাখে, এবং শেষকালে ছাপ রাখিয়া যায়। এ কৃতিত্ব লেখকের পক্ষে বড় কম নয়।

Advance—We have derived immense pleasure by going through the book in question. The pen of the author has flown throughout with remarkable smoothness, and we would like to read similar literatures all the more.

Amrita Bazar Patrika—The author...seems to have a clever knack of depicting to some extent various charactors which are frequently seen in our society. His simple and plain method of describing the developement of events, would, we are sure, be appreciated by lovers of fiction. He will make his mark as writer of fiction.

অগ্রদূত—সত্যিকারের সমাজ ও সংসারের দাবী মিটাইবার মত উপাদান ইহার পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে আছে একথা অত্যন্ত সত্য। সমাজ-লাঞ্ছিতা সবিতার চরিত্রাঙ্কন নিত্যহরি বাবুর সুন্দর সৃষ্টি। ভাষা বেশ জোরালো, বর্ণনা ও রচনা নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়।

অধিনায়ক—লেখকের এই নবীন সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবিকই অনেক নবীনত্ব আছে, যার মাধুর্য্য আমাদের মন্ত্রের মত মুগ্ধ করতে এতটুকু অসক্ষম হয় নি।